২৩শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আমোস ৭:১-১৭

ইস্রায়েলের বিনাশ সংক্রান্ত নানা দর্শন

প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ :
দ্বিতীয় ঘাস গজে ওঠার আরম্ভে,
রাজার ঘাস কাটবার পরে যে ঘাস হয়, সেই ঘাস গজার সময়ে
এক ঝাঁক পঙ্গপাল দেখা দিচ্ছিল।
সেগুলো অঞ্চলের ঘাস নিঃশেষে গ্রাস করলে
আমি বললাম : 'প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
দোহাই তোমার, ক্ষমা কর ;
যাকোব কেমন করে দাঁড়াতে পারবে? সে যে এত ছোট!'
এতে প্রভু দয়ায় বিগলিত হলেন ;
প্রভু বললেন, 'এমনটি ঘটবে না!'
প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ :
প্রভু, আমার পরমেশ্বর, দণ্ডাজ্ঞার জন্য আগুন ডাকছিলেন,
তা অতল গহ্বর গ্রাস করেছিল, এবার দেশ গ্রাস করছিল ;
তখন আমি বললাম : প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
দোহাই তোমার, ক্ষান্ত হও,
যাকোব কেমন করে দাঁড়াতে পারবে? সে যে এত ছোট!'
এতে প্রভু দয়ায় বিগলিত হলেন ;
প্রভু, আমার পরমেশ্বর, বললেন, 'এমনটিও ঘটবে না।'
তিনি যা আমাকে দেখালেন, তা এ :
ওলন হাতে নিয়ে প্রভু ওলনের টানা তৈরী এক দেওয়ালের উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ;
প্রভু আমাকে বললেন, 'আমোস, কী দেখতে পাচ্ছ?'
আমি উত্তরে বললাম, 'একটা ওলন দেখতে পাচ্ছি।'
প্রভু আমাকে বললেন,
'আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের মধ্যে একটা ওলন দিতে যাচ্ছি,
তাদের আর কখনও ক্ষমা করব না।
ইসায়াকের উচ্চস্থানগুলো ধ্বংস করা হবে,
ইস্রায়েলের যত দেবালয় ভূমিসাৎ করা হবে,
আর তখন আমি খড়্গ ধারণ করে যেরবোয়ামের কুলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব!'

বেথেলের যাজক আমাজিয়া ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের কাছে এই কথা বলে পাঠালেন: 'আমোস ইস্রায়েলকুলের মধ্যে আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে; দেশ তার বাণী আর সহ্য করতে পারে না, কারণ আমোস নাকি একথা বলছে: যেরবোয়াম খড়্গের আঘাতে মারা পড়বেন ও ইস্রায়েল স্বদেশ থেকে দূরেই নির্বাসিত হবে।' তখন আমাজিয়া আমোসকে বলল, 'হে দৈবদ্রষ্টা, চলে যাও, যুদা দেশে গিয়ে আশ্রয় নাও : সেইখানে তোমার রুটি খেতে পারবে, সেইখানে ভাববাণী দিতে পারবে; কিন্তু বেথেলে আর ভাববাণী দিয়ো না, কারণ এ রাজকীয় পবিত্রধাম ও রাজকীয় মন্দির।' তখন আমোস উত্তরে আমাজিয়াকে বললেন, 'আমি তো নবী ছিলাম না, কোন

নবী-সঙ্ঘের সদস্যও ছিলাম না; আমি শুধু এক রাখাল ছিলাম, ও ডুমুরগাছ চাষ করতাম। কিন্তু প্রভু আমাকে গবাদি পশুর পিছন থেকে নিলেন, এবং প্রভু আমাকে বললেন, যাও, আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের কাছে ভাববাণী দাও।

তাই এখন তুমি প্রভুর বাণী শোন:
তুমি নাকি বলছ, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ভাববাণী দিয়ো না,
ইসায়াক-কুলের বিপক্ষে বাণীপ্রচার করো না।
এজন্য প্রভু একথা বলছেন,
তোমার স্ত্রী শহরের মধ্যে বেশ্যাচার করবে,
তোমার পুত্রকন্যারা খড়্গের আঘাতে পড়বে,
তোমার জমিজমা দড়ি দিয়ে ভাগ ভাগ করা হবে,
তুমি নিজে অশুচি এক দেশভূমিতে মরবে,
এবং ইস্রায়েল স্বদেশ থেকে দূরেই নির্বাসিত হবে।'

শ্লোক আমোস ৩:৭,৮; ৭:১৫ দ্রঃ

প্র তাঁর আপন দাস সেই নবীদের কাছে নিজের রহস্যময় সুমন্ত্রণা প্রকাশ না করে প্রভু পরমেশ্বর কিছুই করেন না:

উ প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন: কে না নবীয় বাণী দেবে?

প্র প্রভু আমাকে গবাদি পশুর পিছন থেকে নিলেন, এবং আমাকে বললেন, যাও, আমার আপন জনগণের কাছে নবীয় বাণী শোনাও।

উ প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন: কে না নবীয় বাণী দেবে?

দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' **৬ষ্ঠ পুস্তক**

পুণ্যকর্ম ও ঐশজ্ঞান দ্বারাই ঈশ্বরকে আরাধনা করা

যে প্রবাসী প্রভুর দিকে ভালবাসায় যাত্রা করে, তার আবাস এ পৃথিবীতে ইতিমধ্যে দৃশ্য হলেও সে পার্থিব জীবন থেকে নিজেকে অপসারণ করে না, কিন্তু বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ থেকে নিজের আত্মা ছিন্ন করে। সে জীবিত বটে, কিন্তু নিজ লালসা ক্রুশে দিয়েছে, ও দেহকে নিজস্ব সম্পদরূপে আর ব্যবহার করে না—দেহ যেন সর্বনাশ ঘটাবার কোন সুযোগ না পায়, এজন্য দেহের পক্ষে যা অতি প্রয়োজনীয়, তাছাড়া দেহকে সে অন্য কিছু মঞ্জুর করে না।

ঠিক যেন ইহলোকের মানুষ নয়, এমন মানুষ যখন অমঙ্গলে বাস করে না, কিন্তু আপন ভালবাসার পাত্র সেই খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিত, তার পক্ষে তখন দৃঢ়তার আর কী প্রয়োজন হতে পারে? সে তখন কেমন করে আত্মসংযমের উপর নির্ভর করতে পারে, যখন তার পক্ষে সংযমের আর কোন প্রয়োজন নেই? নিয়ন্ত্রিত হবার জন্য আত্মসংযম দরকার, তেমন লালসার অধীন হওয়া পবিত্রিত মানুষের লক্ষণ নয়, কিন্তু এমন মানুষের লক্ষণ, যে মানুষ এখনও মনের অস্থিরতায় আক্রান্ত। দৃঢ়তার কথা ধরলে দেখা যাচ্ছে, তা তখনই প্রয়োজন, যখন ভয় ও মনের অস্বস্তি উপস্থিত।

জগৎসৃষ্টির আগে যার বিষয়ে নিরূপিত, সে দত্তকপুত্রত্বের উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত হবে, ঈশ্বরের তেমন বন্ধুকে নানা ভাবাবেগ ও ভয়-ভীতির অধীন হয়ে মনের অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে অতিব্যস্ত থাকা মানায় না। এমনকি আমি এ কথাও বলব: যেমন এক ব্যক্তির বিষয়ে তার যে কর্ম করার কথা সেই ভিত্তিতে, ও সেই কর্মফলের ভিত্তিতেও সবকিছু পূর্বনিরূপিত, তেমনি ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা সে যাঁকে ভালবেসেছে, তাঁকে পাবার কথাও তার জন্য একপ্রকারে পূর্বনিরূপিত। অন্যান্য মানুষ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা করে থাকে, সে কিন্তু ভবিষ্যৎ জানবার জন্য কোন অসার কল্পনার উপর নির্ভর করে না, বরং অন্যান্যদের কাছে যা অনিশ্চিত ও অন্ধকারময়, তার কাছে তা বিশ্বাসগুণে সুস্পষ্ট, এবং ভবিষ্যতে যা যা ঘটবার কথা, তার কাছে তা ভালবাসা গুণে ইতিমধ্যেই বাস্তব। যেহেতু ভাববাণী ও

নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সে সত্যবাদী ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছে, সেজন্য সে যাঁকে বিশ্বাস করেছে তাঁকে পেয়ে গেছে ও ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিও লাভ করে গেছে। সুতরাং যেহেতু যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নিজে সত্য হওয়ায় তিনি বিশ্বাসযোগ্য, সেহেতু ঈশ্বরজ্ঞানের মাধ্যমে সে অবশ্যই প্রতিশ্রুতির লক্ষ্যও অর্জন করে থাকে। যে কেউ একথা জানে যে, নিজের বর্তমান পরিস্থিতি তাকে ভবিষ্যতের নিশ্চিত জ্ঞান দান করে, সে ভালবাসার সঙ্গেই ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়; অন্যদিকে সে বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়বস্তু তত ভালবাসার সঙ্গে বাসনা করবে না, এবং প্রকৃত মঙ্গলদান তথা স্বর্গীয় বিষয় পাবে বলে নিশ্চিত হওয়ায় সে ইহলোকের বিষয় পেতেও চেষ্টা করবে না; সে বরং সেই বিশ্বাস রক্ষা করতে বাসনা করবে যা তার বাসনা পরিপূর্ণরূপে মিটিয়ে দেবে।

উপরন্তু সে বাসনা করে, যত ভাইবোন যেন ঈশ্বরের গৌরবার্থে তার মত হতে পারে—তাও ঐশজ্ঞানলাভের মাধ্যমে সাধিত হবে। কেননা, কুপথ এড়িয়ে ত্রাণকর্তার আদেশ পালনে তাঁর প্রতিমূর্তির প্রতি-অঙ্কন করা যখন মানবস্বরূপের উদ্দেশ্য, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপেই ত্রাণকর্তার সমরূপ, সে অন্যদের পক্ষে পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ। হ্যাঁ, পুণ্যকর্ম ও ঐশজ্ঞান দ্বারাই ঈশ্বরকে আরাধনা করা হয়।

শ্লোক মিখা ৬:৮; দ্বিঃবিঃ ১০:১৪,১২

প্র হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন, তা তোমাকে বলাই হয়েছে;
উ তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।
প্র দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্তই তোমার পরমেশ্বর প্রভুর। এখন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন?
উ তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ পি ১:১-১১

খ্রীষ্টীয় আহ্বান

যীশুখ্রীষ্টের দাস ও প্রেরিতদূত আমি, সিমোন পিতর, যারা আমাদের ঈশ্বরের ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে একই মহামূল্যবান বিশ্বাস পেয়েছে, তাদের সমীপে: ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যীশু সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

তাঁর ঐশপরাক্রম গুণে তিনি আমাদের জীবন ও ভক্তি সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই দান করেছেন; তা করেছেন তাঁরই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভ দ্বারা, যিনি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমাদের আহ্বান করেছেন। এ দ্বারাই তাঁর মহামূল্যবান ও সুমহান যত প্রতিশ্রুতি আমাদের দান করা হয়েছে, উচ্ছৃঙ্খল দুর্মতির কারণে জগতে উপস্থিত সেই অবক্ষয় এড়িয়ে তোমরা যেন তোমাদের পাওয়া সেই প্রতিশ্রুতি দ্বারা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার। এজন্যই তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সচ্চরিত্রতা, সচ্চরিত্রতার সঙ্গে সদ্‌জ্ঞান, সদ্‌জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসংযম, আত্মসংযমের সঙ্গে নিষ্ঠা, নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তি, ভক্তির সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রেম, ও ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে ভালবাসা যুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা কর। এই সমস্ত সদ্‌গুণ যদি তোমাদের অন্তরে থাকে ও উপচে পড়ে, তবে এগুলো আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভের উদ্দেশে তোমাদের অলস ও নিষ্ফল রাখবে না। কিন্তু এই সমস্ত কিছু যার নেই, সে অন্ধ, ও তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ; সে ভুলেই গেছে যে, তার প্রাচীন সমস্ত পাপ থেকে তাকে পরিশুদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং ভাই, তোমাদের তেমন আহ্বান ও মনোনয়ন উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করার জন্য আরও বেশি সচেষ্ট থাক; তেমন চেষ্টা করলে তোমাদের কখনও হোঁচট খেতে হবে না, কেননা এভাবে চললেই তোমাদের দেওয়া হবে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের চিরন্তন রাজ্যে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার।

শ্লোক ২ পি ১:৩,৪; গা ৩:২৭ দ্রঃ

প্র যিনি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তাঁর ঐশপরাক্রম গুণে তিনি আমাদের জীবন ও ভক্তি সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই দান করেছেন,
উ যেন তোমরা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার।

℣ তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ,
℟ যেন তোমরা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **উপদেশ ৯২:১,২,৩**

যার যেমন কর্ম, তার তেমন ফলাফল

প্রভু একথা বলেন: *শাস্ত্রী ও ফরিসিদের চেয়ে তোমাদের ধর্মিষ্ঠতা যদি গভীরতর না হয়, তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে কখনও প্রবেশ করবে না।* কিন্তু *বিচারের উপর দয়া জয়ী না হলে* কেমন করে ধর্মিষ্ঠতা গভীরতর হবে? আর এর চেয়ে ন্যায্য ও সমীচীন কী থাকতে পারে যে, যে সৃষ্টজীব ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে নির্মিত হয়েছে, সেই সৃষ্টজীব তাঁর নির্মাতার অনুকরণ করবে, যিনি বিশ্বাসীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পবিত্রীকরণ পাপমোচনেই প্রতিষ্ঠিত করলেন, যাতে প্রতিশোধের কঠোরতা বিদূরিত হলে ও যে কোন দণ্ড বাতিল হলে অপরাধী নিরপরাধিতা ফিরে পেতে পারে ও অপরাধের সমাপ্তি সদ্‌গুণের সূচনা হয়ে উঠতে পারে!

বিধান বাতিল করায় নয়, বিধানের মাংসময় উপলব্ধি অস্বীকার করায়ই তো খ্রীষ্টানদের ধর্মিষ্ঠতা শাস্ত্রী ও ফরিসিদের চেয়ে গভীরতর হবে! এজন্যই প্রভু নিজ শিষ্যদের কাছে উপবাস-রীতি শিখিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, *তোমরা যখন উপবাস কর, তখন ভণ্ডদের মত বিষণ্ন ভাব দেখিয়ো না; কেননা তারা যে উপবাস করছে, তা লোকদের দেখাবার জন্যই নিজেদের মুখ মলিন করে; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা নিজেদের মজুরি পেয়েই গেছে।* মানব প্রশংসা ছাড়া কোন্ মজুরি? তেমন প্রশংসার বাসনায় বহুবারই তো ধর্মিষ্ঠতার বাহ্যিক চেহারা দেখানো হয়, আর যেখানে বিবেকের প্রতি কোন যত্ন নেই, সেখানে খ্যাতির ভণ্ডামিই অধিক প্রিয়; তাতে যে অধর্ম নিজেকে লুকিয়ে রাখছে বিধায় দণ্ডনীয়, দণ্ডনীয় হয়েও সেই অধর্ম মিথ্যা সম্মান পেয়ে তৃপ্তি পায়।

ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, তার সেই ভালবাসার পাত্রের গ্রহণীয় হওয়াই তার পক্ষে যথেষ্ট; কারণ ভালবাসা ছাড়া সে অন্য প্রতিদান প্রত্যাশা করে না। বস্তুত ভালবাসা এ উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর থেকে উদ্গত, যাতে ঈশ্বর নিজেই ভালবাসার পাত্র হতে পারেন; আর এজন্যই ধার্মিক ও শুচি মন ঈশ্বরে পরিপূর্ণ হতে এত খুশি যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে তৃপ্তি পেতে বাসনা করে না। তাই প্রভু যা বললেন, তা অতিশয় সত্যাশ্রয়ী: *যেখানে তোমার ধন রয়েছে, সেখানে তোমার হৃদয়ও থাকবে।* কিন্তু তার নিজের কর্মফল ও শ্রমের ফসল ছাড়া মানুষের ধন আর কীবা হতে পারে? বস্তুত *মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে,*—যার যেমন কর্ম, তার তেমন ফলাফল, ও যেখানে উপভোগের আনন্দ রয়েছে, সেখানে মনের চিন্তাই থাকতে বাধ্য। কিন্তু, যেহেতু ঐশ্বর্য বহুপ্রকার, ও আনন্দের বস্তু নানাবিধ, সেজন্য এক একজনের ধন হবে তার নিজের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, আর সেই ধন যদি পার্থিব বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে তার উপভোগ মানুষকে খুশি নয়, দুর্ভাগাই করে।

কিন্তু যারা ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের আকাঙ্ক্ষী, ও পার্থিব কি ক্ষয়শীল বস্তুতে নয়, সনাতন বস্তুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, তারা সেই ধনেই নিজেদের অক্ষয়শীল ঐশ্বর্য সঞ্চিত রেখেছে যার বিষয়ে নবী বলেন, *আমাদের ধন এসে গেছে, প্রভুর কাছ থেকে এসে গেছে ত্রাণকারী প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তো ধর্মময়তার ধনভাণ্ডার,* যার মধ্য দিয়ে, ঈশ্বরের সহায়তায়, পার্থিব মঙ্গলদানও স্বর্গীয় মঙ্গলদানে রূপান্তরিত হয়, আর আসলে অনেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে বা অন্য উপায়ে লাভ করা ধন-সম্পদ দয়াধর্মের উদ্দেশে ব্যবহার করে। আর তারা যখন গরিবদের সাহায্যদানে নিজেদের অতিরিক্ত অংশ বিলিয়ে দেয়, তখন এমন ঐশ্বর্য সংগ্রহ করে যা হারানো যায় না, কারণ ভিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যা বাকি রেখেছে, তার মূল্যহ্রাস হতে পারে না। তবে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাদের হৃদয় সেখানে রয়েছে যেখানে তারা ধন রেখেছিল, কারণ ক্ষতির ভয় না করে তেমন ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করার জন্য তা উপভোগ করা-ই হবে তাদের সবচেয়ে বড় আনন্দ।

শ্লোক গা ৬:৯-১০,৭

℣ সৎকাজ করায় আমরা যেন কখনও ক্লান্তি না মানি! কেননা ক্ষান্ত না হলে আমরা যথাসময় ফসল পাব।
℟ সুতরাং যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, এসো, সকলের মঙ্গল সাধন করি।
℣ মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে।

℣ সুতরাং যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, এসো, সকলের মঙ্গল সাধন করি।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আমোস ৮:১-১৪

অন্যান্য দর্শন

প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ :
দেখ, শেষ গ্রীষ্মের এক চুপড়ি ফল।
তিনি আমাকে বললেন, 'আমোস, কি দেখতে পাচ্ছ?'
আমি উত্তরে বললাম, 'শেষ গ্রীষ্মের এক চুপড়ি ফল।'
প্রভু আমাকে বললেন,
'আমার জনগণ ইস্রায়েলের শেষ পরিণাম এসেছে;
তাকে আর কখনও ক্ষমা করব না।
সেইদিন প্রাসাদের গান হাহাকার হয়ে যাবে।
—আমার পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
মৃতদেহ বহু; সেইসব সব জায়গায় ফেলে দেওয়া হবে। চুপ!'
এই কথা শোন তোমরা,
যারা নিঃস্বকে গ্রাস করছ ও দেশের দীনহীনকে নিশ্চিহ্ন করছ;
যারা বলে থাক :
'অমাবস্যা কখন পার হবে, যাতে শস্য বিক্রি করা যেতে পারে?
সাব্বাৎও কখন পার হবে, যাতে গমের ব্যবসা করা যেতে পারে?
তখন আমরা এফা লঘুভার করব ও শেকেল ভারী করব,
এবং চালাকির দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ঠকাতে পারব;
আমরা অর্থের বিনিময়ে অভাবীকে
ও এক জোড়া জুতোর বিনিময়ে নিঃস্বকে কিনতে পারব।
গমের ছাঁটও বিক্রি করতে পারব!'
প্রভু যাকোবের গর্বের দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন :
আমি তাদের কাজকর্ম কখনও ভুলব না।
এর জন্যই কি পৃথিবী কম্পান্বিত নয়?
তার অধিবাসী সকলে কি শোকার্ত নয়?
সমগ্র পুথিবী কি নীল নদীর মত ফেঁপে উঠছে,
ও মিশরের নদীর মত সংক্ষুব্ধ হয়ে আবার বসে যাচ্ছে?
সেইদিন—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—
আমি মধ্যাহ্নেই সূর্যাস্ত ঘটাব,
আলোর সময়েই দেশকে অন্ধকারময় করব।
তোমাদের সমস্ত উৎসব শোকে,
তোমাদের সমস্ত গান বিলাপে পরিণত করব;
সকলের কোমরে চটের কাপড় জড়াব,
সকলের মাথার চুল খেউরি করাব;
একমাত্র সন্তান-হারানোর শোকের মত দেশকে শোক করাব,

তার শেষকাল হবে তিক্ততার দিন!
দেখ, এমন দিনগুলি আসছে,
—আমার পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
যে দিনগুলিতে আমি দেশে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করব;
তা রুটির ক্ষুধা বা জলের তেষ্টা নয়,
কিন্তু প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা।
তখন লোকে টলতে টলতে এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে,
উত্তর থেকে পুবে ঘুরে বেড়াবে,
তারা তো প্রভুর বাণীর অন্বেষণ করবে,
কিন্তু তা পাবে না।
সেইদিন সুন্দরী যুবতীরা ও যুবকেরা
তেষ্টায় মূর্ছাতুর হবে।
যারা সামারিয়ার পাপের দিব্যি দিয়ে শপথ করে,
যারা বলে, 'দান! তোমার জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি!
বের্শেবা! তোমার প্রতাপময়ের জীবনের দিব্যি!'
তাদের সকলের পতন হবে, আর কখনও উঠতে পারবে না।

শ্লোক আমোস ৮:১১; মথি ৫:৬

প্র দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যে দিনগুলিতে আমি দেশে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করব; তা রুটির ক্ষুধা বা জলের তেষ্টা নয়,
উ আমি প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা প্রেরণ করব।
প্র ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।
উ আমি প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা প্রেরণ করব।

দ্বিতীয় পাঠ - লাতিন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৩০**

বিশ্বাসীদের কাছে প্রভু তেমন চারণমাঠ দান করলেন

প্রভু আমার পালক; অভাব নেই তো আমার। দেখ কেমন করে মণ্ডলী নিজের সন্তানদের মুখ দিয়ে নিজের কথা বর্ণনা করে: ঈশ্বর তাকে সত্যিই চালিত করেন বিধায় মণ্ডলীর পতন হবে না, ভুলও হবে না। ইনিই আমাদের রাজা, যিনি আমাদের হৃদয় ও দেহ দৈনন্দিন চালিত করেন ও আমাদের আন্তরিক ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলি রক্ষা করেন; তাতে আমাদের কোন অভাব নেই।

হয় তো এমন কেউ রয়েছে যারা বলবে, প্রভু যার পালক ও যার অভাব নেই, তবু সে পার্থিব বিষয়ে পরীক্ষিত। কিন্তু 'অভাব নেই তো আমার' বলতে এছাড়া আর কী বোঝাতে পারে যে, যারা যাচনা করে, প্রভু তাদের কথা কান পেতে শোনেন? তিনি চালিত করেন, তিনি কোন কিছু দিতে অস্বীকার করেন না; তাই 'অভাব নেই তো আমার' কথাটা অপরূপ একটা ব্যাপার। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ না করলে তিনি প্রজ্ঞা, সুবুদ্ধি, আত্মসংযম, শক্তি, ও ধর্মময়তা দান করেন—তেমন কিছুর অভাব না থাকলে তবে কৃপণ ব্যক্তি আর কীসের খোঁজ করে? এ গুণাবলিতে ঈশ্বর নিজে নিজেকেই সম্পূর্ণরূপে দান করেন, ফলে যার মধ্যে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত, সে কখনও দোষী হবে না।

প্রভু আমার পালক; অভাব নেই তো আমার; আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে। এ চারণমাঠও অপরূপ ব্যাপার! তেমন ভোজনপাট মানুষকে সবসময় পরিতৃপ্ত করে অথচ কখনও ফুরিয়ে যায় না। তুমি কি জানতে চাও, কেমন করে ঈশ্বর তাদের চারণ করেন, যারা তাঁর দিকে চেয়ে আছে, অর্থাৎ যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে? নবী বলেন, *সেই দিনগুলিতে আমি দেশে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করব; তা রুটির ক্ষুধা বা জলের*

তেষ্টা নয়, কিন্তু প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা। আমাদের প্রাণ যখন বিধানের এ মাঠ ও সন্ধির এ ফুলের কাছে উপস্থিত, তখন সঞ্জীবিত হয়, পরিপুষ্ট হয়, খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়, হৃদয়ের শুদ্ধতায় উল্লাস করে; এ স্থানে শুয়ে প্রাণ অগ্রসর হয়, বিশ্রাম পায়, উল্লাস করে, গৌরব বোধ করে।

এই উত্তম পালক, যিনি নিজ মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন, তিনি সেই বিশ্বাসীদের কাছে এ চারণমাঠ দান করলেন যারা তাঁর উপরে ভরসা রাখে ও সেই চারণমাঠে এসে পৌঁছে যে মাঠে তিনি প্রাণ নিরাপদে শুইয়ে রাখেন। *আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে, আমায় নিয়ে যান শান্ত জলের কূলে।* এ জলও অপরূপ ব্যাপার, কেননা তেমন জল মলিনতা ধৌত করে, কালিমা মুছে দেয়, রুক্ষ যা কিছু নিখুঁত করে তোলে: *তোমরা পুরাতন মানুষকে আর তার যত কর্ম জীর্ণ পোশাকের মত ত্যাগ করেছ, ও সেই নবমানুষকে পরিধান করেছ যে মানুষ ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।*

পদার্থের মধ্যে জল প্রথম স্থানের অধিকারী; কিন্তু এ জল যখন পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে, তখন একটা সাক্রামেন্ত হয়: তেমন জল আর পান করার মত জল নয়, বরং পবিত্রতা দানকারী জল হয়ে ওঠে—সাধারণ জল আর নয়, আত্মিক পানীয় হয়ে ওঠে। এ জলের মধ্য দিয়ে তিনি দীক্ষিতদের শুচীকৃত করে বের করে আনেন, ও অনুগ্রহের বিভায় তাদের আলোকিত ও পরিপূর্ণ করে সিদ্ধপুরুষ করে তোলেন, *যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল,* সেখানে যেন অনুগ্রহ উপচে পড়ে।

আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত কর; আমার পানপাত্র উচ্ছলিত। প্রভু যীশু, তোমাকে ধন্যবাদ! কারণ তুমি আমাদের এ তেল দেখিয়েছ যা আমরা জানি, তৈলাভিষেকেরই তেল। বস্তুত খ্রীষ্ট তৈলাভিষিক্ত বলে অভিহিত, ও তাঁর ভক্তরা সেই তৈলাভিষেক লাভেই খ্রীষ্টান অর্থাৎ তৈলাভিষিক্ত বলে অভিহিত। এখন শোন পাত্রটা কী। এ হল সেই পাত্র যে পাত্রের বিষয়ে লেখা আছে, *প্রভুর হাতে একটা পানপাত্র আছে, মসলা-মেশানো সফেন আঙুররসে পূর্ণ সেই পাত্র;* আবার সেই পাত্রও, যন্ত্রণাভোগের সময়ে তিনি যা ইঙ্গিত করে বলে উঠেছিলেন, *হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, এ পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক।* আর যেহেতু তিনি বাধ্যতার আদর্শ, সেজন্য তিনি বলে চলেছিলেন, *তবু আমার যা ইচ্ছা তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক।* এ পানপাত্রেই মণ্ডলী পান করে, ও এ পানপাত্রে পান করেই সাক্ষ্যমরেরা পূর্ণ তৃপ্তি পান। প্রেরিতদূতদের ও সাক্ষ্যমরদের যন্ত্রণাভোগ থেকে সারা বিশ্বজুড়ে যে গৌরব বিকীর্ণ হয়েছে, তা দেখে তোমরা দেখতে পাও, এ পানপাত্র কতই না গৌরবময়।

শ্লোক এজে ৩৪:১২,১৩,১৪; যোহন ১০:১০

প্র মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দিনে তারা যেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমি তাদের উদ্ধার করব; এবং তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব;
উ আমি সেরা চারণমাঠে তাদের চালনা করব।
প্র আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়।
উ আমি সেরা চারণমাঠে তাদের চালনা করব।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ পি ১:৫-৭,১২-২১

প্রেরিতদূতদের ও নবীদের সাক্ষ্যদান

তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সচ্চরিত্রতা, সচ্চরিত্রতার সঙ্গে সদ্‌জ্ঞান, সদ্‌জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসংযম, আত্মসংযমের সঙ্গে নিষ্ঠা, নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তি, ভক্তির সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রেম, ও ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে ভালবাসা যুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা কর। তোমরা যদিও এই সমস্ত কিছু জান এবং তোমাদের পাওয়া সত্যে সুস্থিরও আছ, আমি তোমাদের কাছে এই সমস্ত কথা সবসময় মনে করিয়ে দিয়ে যাব। আর আমি মনে করি, যতদিন এই তাঁবুতে থাকি, ততদিন ধরে এই সমস্ত কথা মনে করিয়ে দিয়ে তোমাদের সজাগ রাখা আমার কর্তব্য, একথা জেনে যে, আমাকে শীঘ্রই এই তাঁবু ত্যাগ করতে হবে—কথাটা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টই আমাকে জানিয়েছেন। আর আমি এমন চেষ্টা করব, যেন আমার চলে যাওয়ার পরেও তোমরা এই সমস্ত কথা সবসময় মনে রাখতে পার।

কারণ নিপুণভাবে কল্পিত রূপকথার অনুসারী হয়ে আমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পরাক্রম ও আগমনের কথা তোমাদের জানিয়েছিলাম এমন নয়; আমরা বরং নিজেদের চোখেই তাঁর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম। বস্তুত তিনি পিতা ঈশ্বর থেকে সম্মান ও গৌরব পেয়েছিলেন, যখন সেই ঐশমহিমময় গৌরব দ্বারা তাঁর কাছে এই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল: *ইনি আমার পুত্র, আমার প্রিয়তম, এঁতে আমি প্রসন্ন।* স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই কণ্ঠ আমরাই শুনেছিলাম, যখন তাঁর সঙ্গে সেই পবিত্র পর্বতে ছিলাম।

তাছাড়া নবীদের বাণীও আমাদের আছে, আর সেই বাণী অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত; তোমরা ঠিকই করবে যদি সেই বাণীর প্রতি, যা অন্ধকার স্থানে জ্বলন্ত প্রদীপেরই মত, মনোযোগী থাক—যতক্ষণ না দিনের আলো ফুটে ওঠে এবং তোমাদের অন্তরে প্রভাতী তারা উদিত না হয়। সর্বপ্রথমে একথা জেনে রাখ যে, শাস্ত্রের কোন নবীয় বাণী ব্যক্তিবিশেষের ব্যাখ্যার বিষয় নয়, কারণ নবীয় বাণী মানুষের ইচ্ছাক্রমে কখনও উপনীত হয়নি, বরং পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েই সেই সকল মানুষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কথা বললেন।

শ্লোক যোহন ১:১৪; ২ পি ১:১৬,১৮ দ্রঃ

প্র বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন;
উ আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্রেরই সমুচিত গৌরব।
প্র তাঁর সঙ্গে পর্বতে থাকাকালে আমরা নিজেদের চোখেই তাঁর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম।
উ আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্রেরই সমুচিত গৌরব।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা ৩৫শ বিভাগ ৮-৯

উৎসের কাছে এসো, স্বয়ং আলো দেখতে পাবে

অবিশ্বাসীদের তুলনায় খ্রীষ্টান আমরা ইতিমধ্যে আলো হয়ে উঠেছি, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন: *তোমরা একসময় অন্ধকার ছিলে, কিন্তু প্রভুতে তোমরা এখন আলো: আলোর সন্তানদের মত চল।* তিনি অন্যত্র এ কথাও বললেন, *রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে। তাই অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে, এসো, আলোরই উপযোগী রণসজ্জা পরিধান করি। এসো, দিনমানের মত উজ্জ্বলভাবে চলাফেরা করি।*

তবু যে আলোর কাছে প্রায়ই এসে পৌঁছেছি, যেহেতু তার তুলনায় এই বর্তমান জীবনকালের দিনটিও প্রায় রাত, সেজন্য প্রেরিতদূত পিতরের এ বাণী শোন: *ইনি আমার পুত্র, আমার প্রিয়তম, এঁতে আমি প্রসন্ন। স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই কণ্ঠ আমরাই শুনেছিলাম, যখন তাঁর সঙ্গে সেই পবিত্র পর্বতে ছিলাম।* কিন্তু যেহেতু আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম না, স্বর্গ থেকে আগত সেই বাণীও শুনিনি, সেজন্য পিতর নিজে আমাদের বলেন: *নবীদের বাণী আমাদের আছে, আর সেই বাণী অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত; তোমরা ঠিকই করবে যদি সেই বাণীর প্রতি, যা অন্ধকার স্থানে জ্বলন্ত প্রদীপেরই মত, মনোযোগী থাক—যতক্ষণ না দিনের আলো ফুটে ওঠে এবং তোমাদের অন্তরে প্রভাতী তারা উদিত না হয়।*

তাই যখন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আসবেন ও প্রেরিতদূত পলের বাণী অনুযায়ী *অন্ধকারাচ্ছন্ন সবকিছুই আলোতে উদ্ঘাটিত করবেন ও হৃদয়ের যত অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন, আর তখনই প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ প্রশংসা পাবে,* তখন বর্তমানকালের এ সমস্ত প্রদীপের আর প্রয়োজন হবে না, অর্থাৎ নবীদের বাণী আমাদের কাছে আর পাঠ করা হবে না, প্রেরিতদূতের পত্রাবলির গ্রন্থ আর খোলা হবে না, যোহনের সাক্ষ্যদান আমাদের আর প্রয়োজন হবে না, এমনকি সুসমাচারও আমাদের পক্ষে দরকার হবে না। সুতরাং যে সমস্ত শাস্ত্র এ যুগ-রাত্রিতে আমাদের জন্য প্রদীপের মত জ্বালানো হচ্ছিল আমরা যেন অন্ধকারে না থাকি, সেই সমস্ত শাস্ত্র সরিয়ে দেওয়া হবে।

আমাদের পক্ষে তাদের আলোর প্রয়োজন আর না থাকায় এ সমস্ত কিছু যখন সরিয়ে দেওয়া হবে, এবং আমাদের সঙ্গে সেই গৌরবময় ও উজ্জ্বল আলোর দর্শন পাওয়ায় শাস্ত্রের সেবকেরাও যখন সরে যাবে, এক কথায়, সহকারী যত কিছু যখন দূর করা হবে, তখন আমরা কী দেখতে পাব? আমাদের মন খাদ্যরূপে কী পাবে? আমাদের দৃষ্টি কিসেতে তৃপ্তি পাবে? কোথা থেকেই বা সেই আনন্দ আসবে, *কোন চোখ যা দেখেনি, কোন কান যা*

শোনেনি, কোন মানুষের অন্তরে যা কখনও প্রবেশ করেনি? আমরা কী দেখতে পাব? আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, আমার সঙ্গে ভালবাস, বিশ্বাসে অটল হয়ে আমার সঙ্গে দৌড় দাও; এসো, স্বর্গীয় মাতৃভূমি বাসনা করি, স্বর্গীয় মাতৃভূমির আকাঙ্ক্ষা করি, আমাদের এ বর্তমান অবস্থায় নিজেদের প্রবাসী মনে করি।

তখন কী দেখতে পাব? এবার সুসমাচারই উত্তর দিক: *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর।* তুমি সেই উৎসের ধারে আসবে যেখান থেকে শিশির তোমার উপর বর্ষিত হল; যে আলো থেকে একটা রশ্মি পরোক্ষ ও বাঁকা পথ ধরে তোমার অন্ধকারময় হৃদয়ে প্রেরিত হলে তুমি তা দর্শন ও গ্রহণ করে শুচীকৃত হয়েছিলে, সেই স্বয়ং আলোই প্রকাশ্যে দেখতে পাবে। যোহন নিজে বলেন, *প্রিয়জনেরা, এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান; আর কী হয়ে উঠব, এখনও তা প্রকাশিত হয়নি। আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।*

আমি অনুভব করছি, ভক্তপ্রাণ তোমরা আমার সঙ্গে ঊর্ধ্বে উন্নীত হচ্ছ; তবু *ক্ষয়শীল এ দেহ আত্মাকে ভারী করে, ও পার্থিব এ আবাস মনকে দুশ্চিন্তায় স্থূল করে।* আমি এ গ্রন্থ রেখে যাচ্ছি, তোমরাও প্রত্যেকে যার যার ঘরে ফিরে যেতে উদ্যত হচ্ছ। আমরা মিলে এ আলোতে যথেষ্ট স্বস্তি পেলাম, যথেষ্ট আনন্দ পেলাম, যথেষ্ট উল্লাস করলাম; কিন্তু তবু নিজেদের কাছ থেকে বিদায় নিলেও যেন তাঁর কাছ থেকে দূরে না যাই।

শ্লোক প্রত্যা ২২:৫,৪

প্র রাত আর থাকবে না; কোন প্রদীপের আলো কিংবা সূর্যের আলোও তাদের আর প্রয়োজন হবে না;
উ কারণ প্রভু ঈশ্বর তাদের উপর নিজের আলো ছড়িয়ে দেবেন আর তারা রাজত্ব করবে চিরদিন চিরকাল।
প্র তারা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে, তাদের কপালে লেখা থাকবে তাঁর নাম;
উ কারণ প্রভু ঈশ্বর তাদের উপর নিজের আলো ছড়িয়ে দেবেন আর তারা রাজত্ব করবে চিরদিন চিরকাল।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আমোস ৯:১-১৫

ধার্মিকদের পরিত্রাণ

আমি প্রভুকে দেখলাম: তিনি যজ্ঞবেদির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন;
তিনি বললেন,
'স্তম্ভের মাথায় এমন আঘাত হান,
যেন দরজার চৌকাটের নিম্ন অংশ কাঁপে;
সকলের মাথা ভেঙে ফেল,
আর আমি খড়্গের আঘাতে বাকি সকলকে বধ করব,
যে কেউ পালাবে, সে তত দূরে পালাবে না,
যে কেউ রেহাই পাবে, তাতে তার কোন উপকার হবে না।
তারা খুঁড়ে খুঁড়ে পাতালে গেলেও
সেখান থেকে আমার হাত তাদের ছিনিয়ে আনবে;
তারা আকাশে উঠলেও
সেখান থেকে আমি তাদের টেনে আনব;
তারা কার্মেলের পর্বতচূড়ায় গিয়ে লুকোলেও
সেখান থেকে আমি খুঁজে বের করে তাদের ধরব;
তারা আমার অগোচরে সমুদ্রতলেও গিয়ে লুকোলে
সেখানে আমি আজ্ঞা দিলেই সাপ তাদের কামড়াবে।

তারা শত্রুদের সামনে বন্দিদশায় গেলেও
সেখানে আমি আজ্ঞা দিলেই খড়্গ তাদের বধ করবে।
আমি তাদের দিকে লক্ষ রাখব,
কিন্তু অমঙ্গলেরই জন্য, মঙ্গলের জন্য নয়!'
প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
তিনিই পৃথিবীকে স্পর্শ করলেই তা গলে যায়,
ও তার অধিবাসী সকলে শোক পালন করে;
সমগ্র পৃথিবী নীল নদীর মত ফেঁপে উঠছে,
মিশরের নদীর মত বসে যাচ্ছে।
যিনি আকাশে আপন উঁচু কক্ষ গেঁথে তোলেন
ও পৃথিবীর ঊর্ধ্বে তার চাঁদোয়া স্থাপন করেন;
যিনি সাগরের জল ডেকে পৃথিবীর বুকের উপরে ঢেলে দেন;
প্রভু, এ-ই তাঁর নাম।
হে ইস্রায়েল সন্তানেরা,
আমার কাছে তোমরা কি ইথিওপীয়দের মত নও?—প্রভুর উক্তি।
আমি কি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েলকে,
কাপ্তোর থেকে ফিলিস্তিনিদের,
ও কির থেকে আরামীয়দের বের করে আনিনি?
দেখ, আমার পরমেশ্বর প্রভুর চোখ এই পাপিষ্ঠ রাজ্যের উপরে নিবদ্ধ:
আমি পৃথিবীর বুক থেকে তা উচ্ছেদ করব;
কিন্তু তবুও যাকোবকুলকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করব না—প্রভুর উক্তি।
কারণ দেখ, আমি আজ্ঞা দেব,
আর যেমন চালনিতে গম চালা হয়, আর একটা দানাও মাটিতে পড়ে না,
তেমনি আমি সকল দেশের মধ্যে ইস্রায়েলকুলকেই চালব।
আমার আপন জনগণের সেই সকল পাপীই খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে,
যারা বলছিল, 'অমঙ্গল আমাদের কাছে কাছে আসবে না,
না, তা আমাদের নাগাল পাবেই না।'
সেইদিন আমি দাউদের খসে পড়া কুটির পুনরুত্তোলন করব,
তার সমস্ত ফাটল সংস্কার করব, তার ধ্বংসস্তূপ পুনরুত্তোলন করব,
এবং আগে যেমনটি ছিল, সেইমত তা পুনর্নির্মাণ করব,
যেন তারা এদোমের অবশিষ্ট মানুষের,
এবং যত দেশ আমার আপন নাম বহন করত,
তাদের সকলের উপরে জয়ী হতে পারে;
প্রভু, এসব কিছুর সাধক যিনি, তিনি একথা বলছেন।
দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—
যে দিনগুলিতে হালবাহক শস্যকাটিয়ের সঙ্গে,
ও আঙুরপেষক বীজবুনিয়ের সঙ্গে মিলবে;
পর্বত বেয়ে মিষ্ট আঙুররস ঝড়ে পড়বে,
উপপর্বত বেয়ে তা গড়িয়ে পড়বে।
আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের ফিরিয়ে আনব;
তারা ধ্বংসিত যত শহর পুনর্নির্মাণ করে সেইখানে বাস করবে,

আঙুরখেত করে তার রস পান করবে,
বাগান চাষ করে তার ফল ভোগ করবে।
আমি তাদের নিজেদের দেশভূমিতে তাদের রোপণ করব,
এবং আমি তাদের যে দেশভূমি মঞ্জুর করেছি,
তা থেকে তারা আর কখনও উৎপাটিত হবে না,
একথা বলছেন প্রভু, তোমার পরমেশ্বর।

শ্লোক শিষ্য ১৫:১৬,১৭,১৪-১৫ দ্রঃ

প্র আমি ফিরে আসব, দাউদের পড়ে থাকা তাঁবুটা পুনর্নির্মাণ করব—প্রভুর উক্তি।
উ যে সকল জাতির উপরে আমার নাম আহ্বান করা হয়েছে, তারা প্রভুর অন্বেষণ করবে।
প্র ঈশ্বর বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আপন নামের জন্য এক জাতিকে নেবেন বলে আগে থেকে স্থির করেছিলেন; যেহেতু লেখা আছে:
উ যে সকল জাতির উপরে আমার নাম আহ্বান করা হয়েছে, তারা প্রভুর অন্বেষণ করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি **উপদেশ ১:১৬**

আমরাই ঈশ্বরের জনগণ

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমরাই ঈশ্বরের জনগণ, এই আমরা যারা দীক্ষাস্নানের জল দ্বারা আমাদের অত্যাচারী পাপ থেকে মুক্ত হওয়ায় লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়ে মিশরীয়দের দাসত্ব পিছনে ফেলে রেখেছি। প্রান্তরের সেই মরু অবস্থার মত বর্তমান এই জীবনের নানা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিশ্রুতি মত স্বর্গীয় মাতৃভূমিতে প্রবেশ করার প্রতীক্ষায় রয়েছি; কিন্তু সেই দিকে যাত্রাপথে আমরা আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ও তেষ্টার কারণে মূর্ছা যেতে ঝুঁকি নিতাম, যদি আমাদের ত্রাণকর্তার দানগুলি আমাদের বলবান না করত ও তাঁর দেহধারণের সাক্রামেন্তগুলি আমাদের নবীকৃত না করত।

তিনিই সেই মান্না, যা আমাদের স্বস্তি দেয় পাছে আমরা এজীবনের যাত্রাপথে মূর্ছা যাই; তিনিই সেই শৈল, যা আত্মিক দানগুলি দ্বারা আমাদের প্রমত্ত করে: ক্রুশবৃক্ষের আঘাতে সেই শৈল তাঁর বুক থেকে আমাদের জন্য জীবন-পানীয় প্রবাহিত করল। এজন্য সুসমাচারে তিনি বলেন, *আমিই সেই জীবন-রুটি: যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না।* আর নানা দৃষ্টান্তের যথেষ্ট সমরূপ পরম্পরা অনুসারে, সেই জনগণ মান্না খাদ্য ও শৈলের জলে আধ্যাত্মিক ভাবে পৌঁছবার জন্য প্রথমে সাগরের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়েছিল: বস্তুত নবজন্মের জল আগে আমাদের শুচিশুদ্ধ করে ও পরে আমাদের সেই পবিত্র ভোজে চালিত করে, যে ভোজে আমরা আমাদের মুক্তিসাধকের মাংস ও রক্তের সহভাগিতা করি।

আত্মিক শৈল রহস্য সম্পর্কিত নানা বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করা অত্যন্ত উপকারী: বস্তুত সেই শৈল থেকেই মণ্ডলীর সেই প্রথম পালক নাম নিয়েছিলেন যাঁর উপরে মণ্ডলীর গোটা গৃহ অটল ও স্থিতমূল হয়ে থাকে; আবার সেই শৈল থেকেই পবিত্র মণ্ডলী জন্ম নেয় ও খাদ্য পায়। প্রকৃতপক্ষে, কোন দৃষ্টান্ত না দিয়ে কিন্তু কেবল সাধারণ একটা বর্ণনার মধ্য দিয়ে যা শ্রোতাদের কাছে বিশ্বাস্য ও করণীয় বস্তু বলে উপস্থাপিত হয়, তার চেয়ে শ্রোতাদের হৃদয় তারই দিকে অধিক আকৃষ্ট ও তাই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে, যা প্রাচীনকালে ঘটিত বলে উপস্থাপিত হওয়ার পর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে স্পষ্টতর করা হয়। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এসো, এমনটি করি, এ শৈলের রক্ষাফলকের কাছে সর্বদা সংযুক্ত হয়ে থেকে আমরা যেন অস্থায়ী বস্তুর প্রতিকূলতা ও ঐশ্বর্যের আকর্ষণের কারণে দৃঢ় বিশ্বাস বিষয়ে কখনও টলমান না হই। পার্থিব যত পছন্দ তুচ্ছ করে আমরা যেন বর্তমান কালে কেবল আমাদের মুক্তিসাধকের স্বর্গীয় দানগুলির প্রতি আকৃষ্ট হই; এজীবনের সঙ্কটের মাঝে কেবল তাঁর দর্শনের প্রত্যাশাই যেন আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে দেয়।

এসো, আমরা রাজা ও নবী দাউদের মহান আদর্শ মনোযোগের সঙ্গে ভাবি: রাজ্যের যত ঐশ্বর্য ও যত

সম্মানের মাঝেও কোন সান্ত্বনা পেতে পারলেন না, যতক্ষণ না ঊর্ধ্ব বাসনার দিকে মনশ্চক্ষু তুলে তিনি ঈশ্বরের কথা স্মরণ করে আনন্দ পেলেন।

আমরা যেন তাঁর সেই একই দর্শন লাভ করতে যোগ্য হতে পারি, এসো, আমাদের মন ও দেহ থেকে সেই সমস্ত রিপু প্রত্যাহার করি যা সেই দর্শন পাবার পথে বাধা স্বরূপ। সেই দর্শনের নাগাল পেতেই পারব না, যদি না সততার পথে চলি, কেননা তাঁর উজ্জ্বল শ্রীমুখ কেবল তাদেরই কাছে দৃষ্টিগোচর যাদের হৃদয় শুদ্ধ: *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।*

নিজ প্রসন্নতায় যিনি এ প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেই যীশুখ্রীষ্টই তা পূরণ করুন, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক যোহন ১০:১৪; এজে ৩৪:১১,১৩

প্র আমিই উত্তম মেষপালক:
উ যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে।
প্র দেখ, আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব, তার দিকে দৃষ্টি রাখব; জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব, আমি নিজে তাদের চরাব।
উ যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ পি ২:১-৯

নকল শিক্ষাগুরুরা

জনগণের মধ্যে নকল নবীরাও ছিল; তেমনি ভাবে তোমাদের মধ্যেও নকল শিক্ষাগুরু থাকবে, যারা তোমাদের মধ্যে গোপনে গোপনে সর্বনাশী ভ্রান্তমত অনুপ্রবেশ করাবে, এবং তাদের মুক্তির জন্য যিনি মূল্য দিয়েছেন, সেই অধিপতিকে অস্বীকার করে নিজেদের উপরে দ্রুত বিনাশ ডেকে আনবে। অনেকে তাদের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্তের অনুগামী হবে, আর তাদের কারণে সত্যের পথ নিন্দার বিষয় হয়ে উঠবে। অর্থের লোভে তারা মিথ্যা গল্প শুনিয়ে তোমাদের শোষণ করবে; কিন্তু যে বিচারদণ্ড বহুদিন থেকে তাদের জন্য নিরূপিত হয়ে আছে, তা নিষ্ক্রিয় থাকছে না, তাদের বিনাশও ওত পেতে রয়েছে।

কেননা ঈশ্বর, যে স্বর্গদূতেরা পাপে পতিত হয়েছিল, তাদের রেহাই না দিয়ে বরং নরকেই ঠেলে দিয়ে বিচারের জন্য তাদের সংরক্ষিত হবার জন্য সেই অন্ধকারময় গহ্বরের মধ্যে ফেলে রাখলেন। প্রাচীন জগৎকেও তিনি রেহাই দেননি; কিন্তু ভক্তিহীনদের জগতে জলপ্লাবন আনার সময়ে তিনি তবু অন্য সাতজনের সঙ্গে নোয়াকে রক্ষা করলেন। আর ভাবীকালের ভক্তিহীনদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি সদোম ও গমোরা নগর দু'টোকে ধ্বংসদণ্ডে দণ্ডিত করে ছাই করে দিলেন; কিন্তু সেই ধার্মিক লোটকে নিস্তার করলেন, কেননা তিনি সেই ধর্মহীনদের নীতিহীন ব্যবহারে অবসন্ন হয়েছিলেন। বস্তুত সেই ধার্মিক মানুষ তাদের মধ্যে বাস করার সময়ে যত জঘন্য কর্ম দেখতেন ও শুনতেন, তার জন্য নিজের ধর্মশীল প্রাণে প্রতিদিন বড় কষ্ট পেতেন। হ্যাঁ, প্রভু ভক্তপ্রাণকে পরীক্ষা থেকে নিস্তার করতে ও ধর্মহীনকে বিচারের দিনের দণ্ডের জন্য নিজ হাতে রাখতে জানেন।

শ্লোক মথি ৭:১৫; ২৪:১১,২৪

প্র নকল নবীদের বিষয়ে সাবধান! তারা মেষের বেশে তোমাদের কাছে আসে,
উ কিন্তু অন্তরে তারা শিকার-লোলুপ নেকড়ে।
প্র বহু নকল নবী উঠে মহা মহাচিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়ে অনেককে ভোলাবে;
উ কিন্তু অন্তরে তারা শিকার-লোলুপ নেকড়ে।

প্রভুভয়ই প্রজ্ঞার সূত্রপাত

আমরা যদি ঈশ্বর-অজ্ঞতায় বন্দি, কেমন করে তাঁর উপরে আশা রাখতে পারব যাঁর বিষয়ে নিজেরাই অজ্ঞ? আমরা যখন শূন্য, তখন যদি নিজেদের বড় কিছু মনে করি, কেমন করে বিনম্র হতে পারব? অথচ আমরা জানি, গর্বিত ও আশাভ্রষ্ট কোন মানুষ পুণ্যজনদের উত্তরাধিকারের সহভাগী বা অংশী হতে পারে না।

সুতরাং এসো, আমার সঙ্গে ভেবে দেখ কতই না প্রচেষ্টা ও তৎপরতার সঙ্গে আমাদের এ অজ্ঞতা দু'টো দূর করতে হবে, কারণ প্রথম অজ্ঞতা সমস্ত পাপের সূচনা জন্মায়, ও দ্বিতীয়টা পাপের শেষ পর্যায় স্বরূপ—ঠিক যেভাবে ঈশ্বরজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান দু'টোই জ্ঞানের সূচনা ও তার সিদ্ধি ঘটায়, তথা ঈশ্বরভীতি ও ভালবাসা।

বস্তুতপক্ষে যেমন *প্রভুভয়ই প্রজ্ঞার সূত্রপাত*, তেমনি *গর্বই সমস্ত পাপের সূচনা*; আর যখন ঈশ্বরভালবাসাই প্রজ্ঞার সিদ্ধি, তখন নিরাশাই সমস্ত অধর্মের শেষ পর্যায়। একই প্রকারে যখন আত্মজ্ঞান থেকেই ঈশ্বরভীতি, ও ঈশ্বরজ্ঞান থেকেই তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা হৃদয়ে জন্ম নেয়, তখন আত্ম-অজ্ঞতা থেকেই গর্ব, ও ঈশ্বর-অজ্ঞতা থেকেই নিরাশা উৎপন্ন হয়।

আত্ম-অজ্ঞতা আমাদের মধ্যে গর্ব জন্মায় কারণ অন্ধ ও ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে আমরা শূন্য হয়েও নিজেদের বড় মনে করি; আর এই তো গর্ব, এই তো সকল পাপের মূল, তথা ঈশ্বরের চোখে ও বাস্তবে আমরা যা, তার চেয়ে নিজেদের বড় মনে করি। অতএব, আমরা যখন বিনম্র হই, অর্থাৎ যখন আমরা ঈশ্বরের চোখে ও বাস্তবে যা আছি তার চেয়ে নিজেদের ছোট মনে করি, তখন আমরা বিপদমুক্ত। কিন্তু নিজেদের ঊর্ধ্বে সামান্য কিছুও নিজেদের উন্নীত করা, কিংবা ঈশ্বর যা আমাদের সমান বা আমাদের চেয়ে ঊর্ধ্ব বলে গণ্য করেন তার চেয়ে নিজেদের বড় মনে করা মহা বিপদ। এবিষয়ে বাস্তব একটা উদাহরণ দেব: দরজার চৌকাট নিচু হলে, তেমন দরজার ভিতর দিয়ে যাবার জন্য তুমি নিজেকে যতই নিচু কর না কেন তোমার অসুবিধা হবে না; কিন্তু চৌকাটের চেয়ে একটু মাত্রও মাথা উচ্চ করলে তবে তোমার মাথা বাধবে ও ভেঙে যাবে। একই প্রকারে, অবমাননা যতই কঠোর হোক না কেন, আমাদের কোন অবমাননা ভয় করতে নেই, বরং আত্মগর্ব কিঞ্চিৎ মাত্রও দেখা দিলে তখনই ভয় করা দরকার।

তাই হে মানুষ, বড়দের সঙ্গে কি ছোটদের সঙ্গে কি কয়েকজনের সঙ্গে কি কেবল একজনেরই সঙ্গেও নিজের তুলনা করতে যেয়ো না। তুমি কি জান! যাকে তুমি সকলের চেয়ে ঘৃণ্য মনে কর, সে হয় তো পরাৎপরের অলৌকিক কাজের ফলে তোমার ও সকলের চেয়েও উত্তম হয়ে উঠবে। তুমি কি জান! ঈশ্বরের চোখে সে হয় তো ইতিমধ্যে তোমার চেয়ে উত্তম। এজন্য প্রভু চাইলেন না, ভোজে আমরা মাঝামাঝি বা শেষ জায়গার দিকে বসব, কিন্তু বললেন, *তুমি শেষ জায়গায়ই বস*, যাতে তুমি সকলের পিছনেই থাক ও কোন ব্যক্তির চেয়েও নিজেকে বড় না মনে কর, এমনকি কারও সঙ্গে যেন নিজের তুলনাও না কর।

শ্লোক সাম ১১১:১০; প্রজ্ঞা ৬:১৮; সিরা ১৯:১৮

℣ প্রভুভয়ই প্রজ্ঞার সূত্রপাত। সেই আদেশগুলির সাধক যারা, তারা সুবিবেচক;
℟ প্রভুর প্রশংসা চিরস্থায়ী।
℣ তাঁর বিধিনিয়ম পালনেই ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ, কারণ ঈশ্বরভীতি, এ-ই সমস্ত প্রজ্ঞা।
℟ প্রভুর প্রশংসা চিরস্থায়ী।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হো ১:১-৯; ৩:১-৫

নবী আপন জনগণের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ

যুদা-রাজ উজ্জিয়া, যোথাম, আহাজ ও হেজেকিয়ার সময়ে, এবং যোয়াশের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সময়ে প্রভুর এই বাণী বেয়েরির সন্তান হোসেয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল।

প্রভু যখন হোসেয়ার মধ্য দিয়ে কথা বলতে শুরু করেন, তখন প্রভু হোসেয়াকে বললেন: 'যাও, স্ত্রীরূপে একটা বেশ্যা নাও ও বেশ্যাচারের সন্তানদের পিতা হও, কেননা এই দেশ প্রভুর কাছ থেকে সরে যাওয়ায় বেশ্যাচার ছাড়া কিছুই করে না!'

তাই তিনি গিয়ে দিব্লাইমের কন্যা গোমেরকে নিলেন, আর সেই স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। প্রভু তাঁকে বললেন, 'তুমি তার নাম যেস্রেয়েল রাখ, কারণ অল্প দিন পরে আমি যেহুর কুলকে যেস্রেয়েলের রক্তপাতের প্রতিফল দেব, এবং ইস্রায়েলকুলের রাজ্য শেষ করে দেব। সেইদিন আমি যেস্রেয়েল-উপত্যকায় ইস্রায়েলের ধনু ছিন্ন করব।'

স্ত্রীলোকটা আবার গর্ভধারণ করে এক কন্যা প্রসব করল। প্রভু হোসেয়াকে বললেন, 'তুমি তার নাম লো-রুহামা রাখ, কারণ আমি ইস্রায়েলকুলকে আর স্নেহ করব না; না, তাদের আর কখনও দয়া করব না। যুদাকুলকেই বরং আমি স্নেহ করব, তাদেরই পরিত্রাণ করব; ধনু বা খড়্গ বা যুদ্ধ বা রণ-অশ্ব বা অশ্বারোহী দ্বারা নয়, তাদের পরমেশ্বর প্রভু দ্বারাই তারা পরিত্রাণ পাবে।'

লো-রুহামাকে দুধ-ছাড়ানোর পরে গোমের গর্ভবতী হল এবং একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। প্রভু বললেন, 'তুমি তার নাম লো-আম্মি রাখ, কারণ তোমরা আমার জনগণ নও, আর তোমাদের পক্ষে আমি নেই।'

প্রভু আমাকে বললেন, 'তুমি আবার যাও, এবার এমন স্ত্রীলোককে ভালবাস, যে আর একজনকে ভালবাসে, যে ব্যভিচারিণী; ঠিক যেমনটি প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের ভালবাসেন, যদিও তারা অন্য দেবতাদের প্রতি ফেরে ও কিশমিশের পিঠা ভালবাসে।'

তাই আমি পনেরো রুপোর টাকা ও বারো মণ যবের বিনিময়ে তাকে কিনে নিলাম; তাকে বললাম, 'তুমি অনেক দিন ধরে আমার সঙ্গে শান্ত থাকবে; ব্যভিচার করবে না, কোন পুরুষের সঙ্গে যাবে না; আমিও তোমার প্রতি সেইমত ব্যবহার করব।' কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা অনেক দিন ধরে থাকবে রাজাহীন, নেতাহীন, যজ্ঞহীন, স্মৃতিস্তম্ভহীন, এফোদহীন ও তেরাফিমহীন। পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা ফিরে আসবে ও তাদের পরমেশ্বর প্রভুর ও তাদের রাজা দাউদের অন্বেষণ করবে, এবং অন্তিমকালে সভয়ে প্রভুর ও তাঁর মঙ্গলময়তার দিকে ফিরবে।

শ্লোক ১ পি ২:৯-১০; রো ৯:২৬

প্র তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ,
উ তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ।
প্র যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার জাতি নও', সেখানে তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে।
উ তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যাণ্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইনের 'রচনাবলি' ১০ম বিভাগ

প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান

সত্যিই বলবান সেই মৃত্যু, যা জীবন থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে সক্ষম! সত্যিই বলবান সেই প্রেম, যা শ্রেয়তর জীবনাচরণে আমাদের নতুন করে চালিত করতে সক্ষম! সত্যিই বলবান সেই মৃত্যু, যা এই দেহ-পোশাক

আমাদের ত্যাগ করাতে সক্ষম! সত্যিই বলবান সেই প্রেম, যা মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের মৃতদেহ কেড়ে নিতে সক্ষম, আমাদের দেহ ফিরিয়ে দিতেও সক্ষম! সত্যিই বলবান সেই মৃত্যু, যার সামনে কোন মানুষ দাঁড়াতে সক্ষম নয়! সত্যিই বলবান সেই প্রেম, যা মৃত্যুর উপরে বিজয়ী হতে, তার হুল ছিন্ন করতে, তার শক্তি নিঃশেষ করতে ও তার বিজয় শূন্য করতে সক্ষম! এমন সময় আসবে যখন একথা বলে মৃত্যুকে অপমানও করা যেতে পারবে: *হে মৃত্যু, কোথায় তোমার হুল? কোথায় তোমার বল?*

প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান! তার কারণ, খ্রীষ্টপ্রেমই মৃত্যুর পরিণতি। এজন্য তিনি বলেন, *হে মৃত্যু, আমিই হব তোমার পরিণতি; হে পাতাল, আমিই হব তোমার কশা।* বস্তুত খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের প্রেমও মৃত্যুর মত বলবান, কারণ অতীত জীবনের ধ্বংস, রিপু প্রত্যাহার ও মৃত্যুজনক কর্মকাণ্ডের পরিত্যাগ ঘটলে সেই প্রেম এক প্রকার মৃত্যু হতে হবে।

আমাদের এ প্রেম খ্রীষ্টের প্রেমের জন্য প্রতিদান স্বরূপ হোক, যদিও একথা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের প্রতি তাঁর প্রেমের সঙ্গে তাঁর প্রতি আমাদের প্রেমের তুলনা করা যায় না—আমাদের প্রেম তাঁর প্রেমের ঠিক যেন ফেকাশে ছবি। *কেননা তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন,* ও তাঁর প্রেমের আদর্শদানে তিনি তাঁর সমরূপ হবার জন্য ও স্বর্গীয় মানুষ পরিধান করার জন্য আমাদের কেমন যেন আহ্বান করেন।

তিনি আমাদের যেভাবে ভালবেসেছেন, আমাদের তাঁকে সেইভাবে ভালবাসতে হবে, কেননা তিনি আমাদের কাছে একটা আদর্শ রেখে গেছেন আমরা যেন তাঁর পদচিহ্নের অনুসরণ করি।

এজন্য তিনি বলেন, *তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর;* অর্থাৎ তিনি ঠিক যেন বলেন, তুমি আমাকে সেভাবে ভালবাস আমি তোমাকে যেভাবে ভালবেসেছি। তোমার মনে, তোমার স্মৃতিতে, তোমার বাসনায়, তোমার আকাঙ্ক্ষায়, তোমার বিলাপে, তোমার আর্তনাদেই আমাকে রাখ।

হে মানুষ, একথা বিস্মৃত হয়ো না যে, তুমি যা আছ, সেই সমস্ত আমা থেকেই আগত। স্মরণে রাখ আমি কেমন করে অন্য সকল প্রাণীর চেয়ে তোমাকেই প্রাধান্য দিয়েছি, কেমন মর্যাদায় তোমাকে উন্নীত করেছি, কেমন গৌরব ও সম্মানের মুকুটে তোমার মাথা ভূষিত করেছি, কেমন করে তোমাকে স্বর্গদূতদের চেয়ে সামান্যই ছোট করেছি, কেমন করে সবকিছুই রেখেছি তোমার পদতলে। তোমাকে যা দান করেছি, তা শুধু নয়, তোমার জন্য আমি অসহ্য ও অন্যায্য যা কিছু ভোগ করেছি, তাও মনে রেখ। তবেই তুমি বুঝতে পারবে, তোমার প্রেম থেকে আমাকে বঞ্চিত করায় আমার প্রতি তোমার ব্যবহার কেমন অন্যায্য। বস্তুত কেইবা তোমাকে সেভাবে ভালবাসে আমি তোমাকে যেভাবে ভালবাসি? আমি ব্যতীত কেইবা তোমাকে সৃষ্টি করেছে? আমি ব্যতীত কেইবা তোমার মুক্তিমূল্য দিয়েছে?

হে প্রভু, আমার অন্তর থেকে এ পাষাণ হৃদয় সরিয়ে দাও; এ শক্ত হৃদয় ফেলেই দাও; অপরিচ্ছেদিত এ হৃদয় ধ্বংস কর। আমাকে নতুন হৃদয় দান কর, এমন হৃদয় যা মাংসেরই হৃদয়, যা শুদ্ধ!

তুমি যে হৃদয় পরিশুদ্ধ কর, এসো, আমার হৃদয় দখল কর, এ হৃদয়কে আলিঙ্গন কর, তাকে সন্তুষ্ট কর।

আহা, আমার সমস্ত উচ্চতার চেয়েও উচ্চতর হও, আমার অন্তরের অন্তরতম স্থানের চেয়েও অন্তরতর হও। তুমি যে সমস্ত সৌন্দর্যের আদর্শ ও সমস্ত পবিত্রতার দৃষ্টান্ত, তোমার প্রতিমূর্তি অনুসারেই আমার হৃদয় খোদাই কর; তোমার দয়ার হাতুড়ি দ্বারা তাকে খোদাই কর—হে আমার হৃদয়ের ও আমার উত্তরাধিকারের ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, তুমি যে আমার সনাতন সুখ। আমেন।

শ্লোক পরম গীত ৮:৬-৭; যোহন ১৫:১৩

প্র প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান। তার শিখা আগুনের শিখা, তা ঐশাগ্নির ঝলক!

উ বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না।

প্র বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই।

উ বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ পি ২:৯-২২

জগতের পাপ

প্রিয়জনেরা, প্রভু ভক্তপ্রাণকে পরীক্ষা থেকে নিস্তার করতে ও ধর্মহীনকে বিচারের দিনের দণ্ডের জন্য নিজ হাতে রাখতে জানেন—বিশেষ করে তাদেরই নিজ হাতে রাখবেন, যারা অশুচি দুর্মতিতে সায় দিয়ে দেহের পিছনে চলে ও তাঁর প্রভুত্ব অবজ্ঞা করে।

দুঃসাহসী ও দাম্ভিক তেমন মানুষেরা, গৌরবের পাত্র ছিল যারা, তাদের নিন্দা করতে ভয় করে না, অথচ স্বর্গদূতেরা শক্তিতে ও পরাক্রমে মহত্তর হলেও তবু প্রভুর সাক্ষাতে তাঁরাও তাঁদের বিরুদ্ধে নিন্দাজনক কোন অভিযোগ উপস্থিত করেন না। কিন্তু এরা, এমন বুদ্ধিহীন প্রাণীর মত যেগুলো ধরা পড়ে নিহত হবার জন্যই জন্মায়, এরা যা বোঝে না তা নিন্দা করতে করতে তাদের নিজেদের অবক্ষয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে; তাদের অন্যায়ের মজুরি ব'লে তাদের সেই অন্যায় ভোগ করতে হবে। তারা একদিনের আমোদপ্রমোদকে সুখ মনে করে; তারা সবই কলঙ্ক, সবই কলুষ; তোমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে করতে নিজেদের ফন্দি-ফিকিরে আনন্দ পায়। তাদের চোখ ব্যভিচারে ভরা, পাপ করায় কখনও তৃপ্ত হয় না; অস্থির মতিগতির মানুষকে ভোলায়; তাদের হৃদয় অর্থলালসায় অভ্যস্ত—তারা অভিশাপের সন্তান! সোজা পথ ত্যাগ করে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, কেননা সেই বেয়োরের সন্তান বালায়ামের পথ ধরেছে, যে অন্যায়ের মজুরি ভালবাসল, কিন্তু তার নিজের শঠতার জন্য তিরস্কারও পেল: বোবা একটা গাধা মানুষের গলায় কথা ব'লে নবীর নির্বুদ্ধিতায় বাধা দিয়েছিল। এই লোকেরা জলহীন উৎসের মত, ঝড়ো বাতাসে চালিত কুয়াশার মত: তাদের জন্য ঘোরতম অন্ধকার সঞ্চিত রয়েছে। কারণ তারা অসার বড় বড় কথা শুনিয়ে দেহের যৌন-উচ্ছৃঙ্খল কামনা-বাসনার মধ্য দিয়ে তাদেরই ভোলায়, যারা সম্প্রতিই মাত্র ভ্রান্তমতের লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে আসছে। তারা তাদের কাছে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়, অথচ নিজেরাই অবক্ষয়ের ক্রীতদাস; কেননা যে যা দ্বারা বশীভূত, সে তারই ক্রীতদাস।

আর আসলে, আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভের মধ্য দিয়ে জগতের অশুচিতা এড়াবার পর তারা যদি পুনরায় তার জালে জড়িয়ে প'ড়ে বশীভূত হয়, তবে তাদের প্রথম দশার চেয়ে শেষ দশা আরও বেশি শোচনীয় হয়ে পড়ে। ধর্মময়তার পথ জানবার পর, তাদের কাছে সম্প্রদান-করা সেই পবিত্র আজ্ঞা থেকে সরে যাওয়ার চেয়ে সেই পথ অজানা থাকাই বরং তাদের পক্ষে আরও ভাল হত। তাদের ক্ষেত্রে এই প্রবাদের যথার্থতা একেবারে প্রমাণসিদ্ধ হয়েছে: *কুকুর ফিরে গেল তার নিজের বমির দিকে;* আর স্নান-করানো শূকর ফিরে গেল কাদায় গড়াগড়ি দিতে।

শ্লোক ফিলি ৪:৮,৯; ১ করি ১৬:১৩

প্র ভাই, যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর:
উ তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।
প্র জেগে থাক, বিশ্বাসে অটল হয়ে থাক, বীর্য দেখাও, বলবান হও:
উ তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'গরিবদের ভালবাসা কর্তব্য' ১ম উপদেশ

গরিবদের তুচ্ছ করো না, ঠিক যেন তাদের কোন মূল্য নেই

গরিবদের তুচ্ছ করো না, ঠিক যেন তাদের কোন মূল্য নেই। তারা কে, একথা বিবেচনা করে তবেই তাদের মর্যাদা স্বীকার করবে, কেননা তারা আমাদের ত্রাণকর্তার ব্যক্তিত্ব পরিধান করেছে।

নিজের প্রসন্নতায় তিনি তেমন ব্যক্তিত্ব তাদের মঞ্জুর করেছেন যেন, সেই লোকদের মত যারা নিজেদের আক্রমণকারীদের উত্তেজনা রোধ ও ছিন্ন করার জন্য তাদের দিকে রাজার ছবি রক্ষাফলক রূপে ধরে রাখে, তেমনি গরিবেরাও যেন তাদের নমিত ও দয়ার্দ্র করে যারা দয়া চেনে না ও তাদের নির্যাতনও করে। গরিবেরাই সেই সমস্ত

দান বিতরণ করে, আমরা যা পাবার প্রত্যাশায় রয়েছি। তারা স্বর্গরাজ্যের সেই দ্বাররক্ষক, যারা মঙ্গলকর ও দয়াবান মানুষের জন্য স্বর্গদ্বার খুলে দেয়, কিন্তু ধূর্ত ও নির্মম মানুষের জন্য তা বন্ধ রাখে।

তাছাড়া তারা তীব্র অভিযোক্তা ও উত্তম উকিল। বস্তুত তারা তখনই অভিযোগ করে ও পক্ষসমর্থন করে—ভাষণ দিয়ে নয়, কিন্তু তাদের নিজেদের চেহারা দিয়ে—যখন বিচারকের দৃষ্টি তাদের পরীক্ষা করে। যিনি হৃদয় তলিয়ে দেখেন ও মানুষের চিন্তা ও আত্মার গোপন গতিও জানেন, তাঁর সম্মুখে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে খাটানো সমস্ত মতলবের কথা উচ্চকণ্ঠে তুলে ধরে; এমনকি যে কোন ঘোষকের চেয়েও তারা স্পষ্ট ও কার্যকর ভাবে তা ঘোষণা করে।

তাদের খাতিরে আমাদের কাছে সেই ভয়ঙ্কর বিচারের বর্ণনা করা হয়, যার কথা তোমরা বারবার শুনেছ।

হ্যাঁ, আমি মানবপুত্রকে আকাশ থেকে আসতে দেখতে পাচ্ছি, তিনি অগণিত স্বর্গদূতদের মাঝে বাতাসের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছেন ঠিক যেন পৃথিবীর উপর দিয়ে হেঁটে চলছেন। এও দেখতে পাচ্ছি, গৌরবাসন সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপিত, ও তার উপরে রাজা নিজেই আসীন। সেই সকল মানবগোষ্ঠী, জাতি ও দেশও দেখতে পাচ্ছি যারা এই মর্তলোকে জীবনযাপন করল, এই বাতাসেরই শ্বাস নিল, এই সূর্যের আলো দর্শন করল—দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে তারা সকলে বিচারালয়ে উপস্থিত।

আমি শুনতে পাচ্ছি, যারা ডান পাশে রয়েছে তারা মেষ, ও যারা বাঁ পাশে রয়েছে, তারা ছাগ বলে অভিহিত, কারণ প্রত্যেকে যার যার জীবনাচরণ অনুযায়ী শ্রেণিভুক্ত। যিনি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন ও তাদের জবাবদিহি সংগ্রহ করছেন, সেই বিচারকের কণ্ঠও শুনতে পাচ্ছি। রাজাকে তারা কী বলছে, তা শুনতে পাচ্ছি। শেষে এমন কয়েক ব্যক্তিকে দেখছি, যে নিজ কর্মফলের জন্য মাল্যভূষিত হয়। যারা ভাল ও মঙ্গলকারী ছিল ও উত্তম জীবন ধারণ করল, তাদের সর্বোৎকৃষ্ট একটা পুরস্কার ও স্বর্গরাজ্যে অনন্ত বিশ্রাম দেওয়া হয়; কিন্তু যারা ধূর্ত ও নির্মম, তারা অগ্নিদণ্ডে চিরদণ্ডিত হয়। তোমরা তো জান, এ সমস্ত কথা সুসমাচারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই বর্ণিত।

আমি মনে করি, সেই বিচার আমাদের চোখের সামনে ঠিক যেন এক সুস্পষ্ট ছবির মত কেবল এই উদ্দেশ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন অর্থদান-চর্চা সম্পূর্ণরূপেই শিখতে ও মঙ্গলময়তা আলিঙ্গন করতে অনুপ্রাণিত হতে পারি। কেননা মঙ্গলময়তায়ই জীবন নিহিত; মঙ্গলময়তাই গরিবদের মাতা, ধনীদের শিক্ষয়িত্রী, এতিমদের জননী, বৃদ্ধদের রক্ষাকারিণী, অভাবগ্রস্তদের অবলম্বন, সমস্ত নিঃস্বদের ত্রাণবন্দর: মঙ্গলময়তা সকল বয়সকালের যত্ন নেয়, ও সকল দুর্দশা ও সঙ্কটে সহায়তা দান করে।

শ্লোক লুক ৬:৩৫,৩৬; সাম ১৪৫:৮

প্র পরাৎপর অকৃতজ্ঞ ও দুর্জনদের প্রতিও কৃপাময়।
উ সুতরাং তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও।
প্র প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল; ক্রোধে ধীর, কৃপায় মহান।
উ সুতরাং তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হো ২:৪,৮-২৫

অবিশ্বস্ততার কারণে দণ্ডিত ইস্রায়েল ঈশ্বরের কাছে ফিরবে

প্রভু একথা বলছেন:
বিবাদ কর, তোমাদের মায়ের সঙ্গে বিবাদ কর,
কারণ সে আমার স্ত্রী আর নয়,
আমিও তার স্বামী আর নই।

নিজের মুখ থেকে সে তার বেশ্যাচারের যত চিহ্ন মুছে দিক,
নিজের বুক থেকে তার ব্যভিচার দূর করে দিক।
এজন্য দেখ, আমি কাঁটা দিয়ে তোমার পথ রোধ করব,
তার চারদিকে প্রাচীর দেব
যেন সে নিজের কোন পথের সন্ধান না পেতে পারে।
সে তার প্রেমিকদের পিছু পিছু দৌড়বে,
কিন্তু তাদের নাগাল পাবে না;
সে তাদের খোঁজ করে বেড়াবে,
কিন্তু তাদের খোঁজ পাবে না।
সে তখন বলবে: 'আমি আমার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরব,
কারণ এখনকার চেয়ে তখনই আমার মঙ্গল বেশি ছিল।'
সে তো বুঝতে পারেনি যে,
আমিই সেই গম, নতুন আঙুররস ও তেল তাকে দিচ্ছিলাম,
আমিই তার জন্য যুগিয়ে দিচ্ছিলাম সেই রুপো আর সোনা,
যা তারা বায়াল-দেবের উদ্দেশে ব্যবহার করল।
এজন্য আমিও গমের সময়ে আমার গম,
ও আঙুরফলের ঋতুতে আমার আঙুররস ফিরিয়ে নেব;
সেই পশম ও ক্ষোম-কাপড়ও নেব,
যা তার উলঙ্গতা আচ্ছাদিত করার জন্যই ছিল।
তখন তার প্রেমিকদের চোখের সামনে
আমি তার লজ্জা অনাবৃত করব—
কেউই তাকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে না!
আমি তার সমস্ত আমোদপ্রমোদ,
তার পর্বোৎসব, অমাবস্যা, সাব্বাৎ
ও যত মহাপর্ব বাতিল করে দেব;
তার আঙুরলতা ও ডুমুরগাছ সবই বিনষ্ট করব,
যা সম্বন্ধে সে বলছিল,
'এ তো আমার প্রেমিকদের দেওয়া উপহার!'
আমি সেইসব কিছু জঙ্গল করব,
করব বন্যজন্তুদের চারণমাঠ।
তাকে আমি বায়াল-দেবদের সেই দিনগুলির প্রতিফল ভোগ করাব,
যখন তাদের উদ্দেশে সে ধূপ জ্বালাত,
ও যত আঙটি ও অলঙ্কারে নিজেকে অলঙ্কৃতা করত,
তার প্রেমিকদের পিছু পিছু যেত,
কিন্তু এই আমাকে ভুলে থাকত!
—প্রভুর উক্তি।
সুতরাং দেখ, আমি তাকে ভুলিয়ে
প্রান্তরে আনব ও তার হৃদয়ের উপরেই কথা বলব।
সেখান থেকে আমি তার আঙুরখেত ফিরিয়ে দেব,
আখোর উপত্যকাকে আশাদ্বারে পরিণত করব।
সেখানে সে সাড়া দেবে,

যেমন সাড়া দিত তার তরুণ বয়সের দিনগুলিতে,
মিশর থেকে বেরিয়ে আসার দিনগুলিতে।
সেইদিন যখন আসবে—প্রভুর উক্তি—
তুমি আমাকে 'আমার স্বামী' বলে ডাকবে,
আমাকে 'আমার বায়াল-দেব' বলে আর ডাকবে না।
আমি তার মুখ থেকে বায়াল-দেবদের যত নাম বাতিল করে দেব,
তাদের নামগুলির আর স্মরণ থাকবে না।
সেইদিন আমি তাদের জন্য
বন্যজন্তু, আকাশের পাখি ও ভূমির সরিসৃপদের সঙ্গে এক সন্ধি করব;
ধনুক, খড়্গ ও রণসজ্জা ভেঙে দিয়ে
তা দেশের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করব;
নিরাপদেই তাদের শুতে দেব।
আমি তোমাকে চিরকালের মত আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব,
ধর্মময়তা, ন্যায়, কৃপা ও স্নেহেই
তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব;
আমি বিশ্বস্ততায়ই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব,
তখন তুমি প্রভুকে জানবে।
সেইদিন যখন আসবে, আমি তখন সাড়া দেব,
—প্রভুর উক্তি—
আমি আকাশকে সাড়া দেব,
আকাশ ভূমিকে সাড়া দেবে;
আর ভূমি গম, নতুন আঙুররস ও তেলকে সাড়া দেবে,
আর এগুলো যেস্রেয়েলকে সাড়া দেবে।
আমি নিজেরই জন্য তাকে এ দেশে রোপণ করব,
লো-রুহামাকে স্নেহ করব,
লো-আম্মিকে বলব, 'তুমি আমার আপন জনগণ,'
এবং সে বলবে, 'তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।'

শ্লোক প্রত্যা ১৯:৭,৯; হো ২:২২

প্র মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে; তাঁর কনে নিজেকে সজ্জিতা করেছে।
উ সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত!
প্র আমি বিশ্বস্ততায়ই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব, তখন তুমি প্রভুকে জানবে।
উ সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত!

দ্বিতীয় পাঠ - ক্রুশভক্ত সাধু যোহন-লিখিত 'অধ্যাত্ম গীতি' ৩৮

আমি তোমাকে আমার কনে করব চিরকালের মত

যে আত্মা ঈশ্বরে মিলিত ও রূপান্তরিত, সেই আত্মা ঈশ্বরে ও ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করে, ও তিনি যে জীবনীশক্তি তার মধ্যে সঞ্চার করেন, সেই আত্মা সেই জীবনীশক্তিকে তাঁর দিকে প্রতিবিম্বিত করে। আমার মতে, সাধু পল একথা ইঙ্গিত করলেন যখন বললেন: *তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, আব্বা, পিতা!* তেমন কিছু সিদ্ধপুরুষদের বেলায় নিম্নলিখিত বর্ণনা অনুসারেই ঘটে।

আত্মায় যে সর্বোৎকৃষ্ট তেমন কিছু ঘটবে, একথা অসম্ভব বলে মনে করতে নেই; কেননা যখন ঈশ্বর আত্মাকে

এ অনুগ্রহ দান করেন আত্মা যেন ঈশ্বররূপী হয়ে উঠে পরমত্রিত্বের সঙ্গে মিলিত হতে পারে, তখন সহভাগিতা গুণে আত্মা ঈশ্বর হয়ে ওঠে। তখন আত্মায় উপলব্ধি, জ্ঞান ও ভক্তি সংক্রান্ত অন্য এমন এক জীবন উপস্থিত হয়, যা ত্রিত্বে ও ত্রিত্বের ঐক্যে সাধিত ও স্বয়ং ত্রিত্বের সদৃশ জীবন।

তেমন কিছু কিন্তু কেবল দান ভিত্তিতেই সাধিত, কারণ সবসময় ঈশ্বরই সেই সবকিছু সাধন করেন যা আত্মায় ঘটে থাকে। তা কেমন করে ঘটে, একথা জানা সম্ভব নয়, ব্যক্ত করাও সম্ভব নয়। কেবল এটুকু দেখানো যেতে পারে যে, ঈশ্বরের পুত্রই তেমন সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা আমাদের জন্য অর্জন করেছেন ও তিনিই আমাদের ঈশ্বরসন্তান হবার যোগ্যতা দান করেছেন; তেমন কিছু পিতার কাছে যাচনা করে তিনি বলেছিলেন, *পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার সেই গৌরব দেখতে পায়, সেই যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছ;* অর্থাৎ কিনা, স্বরূপে আমি যে কর্ম সাধন করি, তারা যেন সহভাগিতা গুণে সেই একই কর্ম সাধন করতে পারে, আর কর্মটি হল পবিত্র আত্মাকে দান করা।

তিনি আরও বললেন, *আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে। তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি, তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক: আমি তাদের অন্তরে আর তুমি আমাতে, তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ এবং আমাকে যেমন ভালবেসেছ, তেমনি তাদেরও ভালবেসেছ।*

সুতরাং, পুত্রের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা, ঈশ্বর তাদের কাছেও সেই ভালবাসা দান করেছেন; পুত্রের কাছে তিনি যেভাবে স্বরূপ অনুসারেই ভালবাসা দান করেছেন, সেভাবে নয়, কিন্তু ভালবাসার মিলন ও রূপান্তর গুণেই তাদের কাছে ভালবাসা দান করেছেন। পুত্র পিতার কাছে প্রার্থনা করেন, মনোনীতরা যেন এক হয়—পিতা ও পুত্র অনন্য সত্তা ও স্বরূপ অনুসারে এক, এই অর্থে নয়, কিন্তু পিতা ও পুত্র যেভাবে ভালবাসার ঐক্যে মিলিত, তারাও সেভাবে ভালবাসার ঐক্যে জীবনযাপন করতে পারে। ফলত স্বরূপে ঈশ্বর যা কিছুর অধিকারী, আত্মাগুলো সহভাগিতা গুণে সেই সমস্ত মঙ্গলদানের অধিকারী। এই ভিত্তিতে আত্মা সহভাগিতা গুণে ঈশ্বর, তাঁরই সমান ও তাঁর অংশীদার।

এজন্য সাধু পিতর বলেন, *ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যীশু সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। তাঁর ঐশপরাক্রম গুণে তিনি আমাদের জীবন ও ভক্তি সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই দান করেছেন; তা করেছেন তাঁরই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভ দ্বারা, যিনি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমাদের আহ্বান করেছেন। এ দ্বারাই তাঁর মহামূল্যবান ও সুমহান যত প্রতিশ্রুতি আমাদের দান করা হয়েছে, উচ্ছৃঙ্খল দুর্মতির কারণে জগতে উপস্থিত সেই অবক্ষয় এড়িয়ে তোমরা যেন তোমাদের পাওয়া সেই প্রতিশ্রুতি দ্বারা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার।*

ঈশ্বরের সাহচর্যে পরমত্রিত্বের কর্ম সাধন করায় আত্মা সেইভাবে ঈশ্বরের সহভাগী হয় যেভাবে উপরে বর্ণনা করেছি, অর্থাৎ সেই ঐক্য গুণে যা বর্তমানে আত্মাকে পরাৎপরের সঙ্গে অপূর্ণাঙ্গ ভাবে আবদ্ধ রাখে, কিন্তু পরজীবনে তাকে তাঁর সঙ্গে পরিপূর্ণরূপেই সংবদ্ধ করে রাখবে। তথাপি এই পর্যায়ে পৌঁছে আত্মা ইতিমধ্যেও অসীম ও অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করে।

তেমন সর্বোচ্চ চূড়ার জন্য সৃষ্ট ও সেদিকে আহূত হে আত্মাগুলি, তোমরা কী করছ? কিসেতে আসক্ত হয়ে থাকছ? তেমন আলোর সামনে অন্ধ ও তেমন অধিকারসম্পন্ন আহ্বানের সামনে তোমরা কি বধির হয়েই থাকতে চাইবে?

শ্লোক ১ যোহন ৩:১,২

প্র দেখ, পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন,
উ আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই!

℣ আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন:
℟ আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই!

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ পি ৩:১-১০

প্রতিশ্রুতি পূরণে ঈশ্বর বিশ্বস্ত

প্রিয়জনেরা, তোমাদের কাছে এ আমার দ্বিতীয় পত্র। এই দুই পত্রে আমি কিছু কিছু স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমাদের সদ্বিবেচনা জাগিয়ে তুলতে অভিপ্রেত, পবিত্র নবীরা আগে থেকে যা কিছু বলেছিলেন, তোমরা যেন তাঁদের সেই সকল কথা স্মরণে রাখ, এবং ত্রাণকর্তা প্রভুর সেই আজ্ঞাও স্মরণে রাখ, যা প্রেরিতদূতেরা তোমাদের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। সর্বপ্রথমে তোমাদের একথা জানতে হবে যে, অন্তিমকালের সেই দিনগুলিতে এমন দাম্ভিক বিদ্রূপকারী মানুষেরা আসবে, যারা তাদের নিজেদের দুর্মতি অনুসারে চলবে; তারা বলবে, 'তাঁর আগমনের প্রতিশ্রুতি কোথায়? যে দিন থেকে আমাদের পিতৃপুরুষেরা নিদ্রাগত হয়েছেন, সেই দিন থেকে সৃষ্টির আরম্ভের দিনের মতই সমস্ত কিছু রয়েছে।' কিন্তু তেমন লোকেরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই একথা ভুলে যায় যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী বহুদিন থেকেই ছিল, দু'টোই জলের মধ্য থেকে ও জলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাণী গুণেই গঠিত হয়েছিল; এবং সেই একই মাধ্যম দ্বারা তখনকার জগৎ জলে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। সেই একই বাণী গুণেই এখনকার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী আগুনের জন্য রাখা হচ্ছে—ভক্তিহীন যত মানুষের বিচার ও বিনাশের দিন পর্যন্তই রাখা হচ্ছে।

প্রিয়জনেরা, তোমরা কিন্তু এই এক কথা কখনও বিস্মৃত হয়ো না যে, প্রভুর কাছে একটি দিন হাজার বছরেরই সমান, এবং হাজার বছর একটি দিনেরই সমান। প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে প্রভু দেরি করেন না—যদিও কেউ কেউ মনে করে, তিনি দেরি করছেন। আসলে তোমাদের প্রতি তিনি অসীম সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছেন: কেননা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা এই নয় যে, কেউ বিনষ্ট হবে, বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন করার একটা সুযোগ পায়। প্রভুর দিন চোরের মত আসবে; তখন আকাশমণ্ডল প্রচণ্ড হুহুঙ্কারে মিলিয়ে যাবে, যত মৌল উপাদান পুড়ে গিয়ে বিলীন হবে, এবং পৃথিবী ও তার যত কর্ম বিচারিত হবে।

শ্লোক মথি ২৪:৪৩-৪৪; ২ পি ৩:১০

℣ চোর রাতের কোন্ প্রহরে আসবে, গৃহকর্তা যদি তা জানত, তবে জেগে থাকত, নিজের ঘরে সিঁধ কাটতে দিত না।
℟ এজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক!
℣ প্রভুর দিন চোরের মত আসবে; তখন আকাশমণ্ডল প্রচণ্ড হুহুঙ্কারে মিলিয়ে যাবে।
℟ এজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক!

দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট-লিখিত 'বিধর্মীদের প্রতি আহ্বান' ১

আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময়, ভক্তিপূর্ণ জীবন যাপন করি,
ও আমাদের মহান ঈশ্বরের গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি

প্রভু মানুষকে দয়া করেন, তিরস্কার করেন, চেতনা দান করেন, সাবধান করেন, রক্ষা করেন, পালন করেন, এবং তিনি যে ধর্মশিক্ষা আমাদের শিখিয়েছেন, তার প্রতিদানে তিনি নিজ দানশীলতার বদান্যতায় স্বর্গরাজ্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হন—এতে আমাদেরই পরিত্রাণ ছাড়া তিনি অন্য ফল পান না। বস্তুতপক্ষে, রিপু মানুষের সর্বনাশে পুষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু সেই সত্য যা সৃষ্টির মধ্যে অনপকারী মৌমাছির মত নিহিত, কেবল মানুষের পরিত্রাণেই তৃপ্তি পায়। তুমি তো প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছ, ঈশ্বর যে ভালবাসায় মানবজাতিকে ভালবাসেন, তাও পেয়ে গেছ; সুতরাং এখন অনুগ্রহেরই সহভাগী হও। কিন্তু তবু আমার এই গীত সেভাবেই নতুন মনে করো না, যেভাবে একটা বস্তু বা একটা গৃহ নতুন বলে অভিহিত করে থাকি, কেননা তিনি *প্রভাতী তারার* আগেও বিদ্যমান ছিলেন, এবং *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী, বাণী ছিলেন ঈশ্বর।*

এদিক দিয়ে আমরা জগৎসৃষ্টির পূর্ববর্তী, কেননা ভাবী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমরা একপ্রকারে স্বয়ং ঈশ্বরেই পূর্ববিদ্যমান আছি। তাই আমরা ঐশবাণীর, অর্থাৎ ঐশজ্ঞানের চেতনাসম্পন্ন সৃষ্টি, ও তাঁর জন্যই আমরা 'আদিকালীন' বলে অভিহিত হতে পারি, কারণ আদিতে ছিলেন বাণী। আর যেহেতু তিনি জগৎপত্তনের আগেও বিদ্যমান ছিলেন, ঠিক এ কারণেই তিনি সবকিছুর ঐশ্বরিক আদিকারণ ছিলেন ও হয়ে থাকেন। কিন্তু যে অনুসারে তিনি এই অন্তিমকালে এমন এক নাম ধারণ করতে চাইলেন, যে নাম প্রাচীনকালেও পবিত্র, তথা খ্রীষ্টেরই নাম, সেই অনুসারে আমি তাঁকে নতুন গীত বলে অভিহিত করি। সুতরাং এই বাণী যিনি খ্রীষ্ট, তিনি কেবল আমাদের পূর্ববিদ্যমানতার আদিকারণ হননি, বরং তিনি আমাদের সদাচরণ করতে প্রেরণা দান করে থাকেন, ও এই অন্তিমকালে অনন্য মানবেশ্বর রূপে মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন। বস্তুত, সৎজীবন যাপন করতে তাঁরই দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা অনন্ত জীবনের দিকে ধাবিত। এজন্য সেই ধন্য প্রেরিতদূতও একথা বলেন, *ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি।*

সুতরাং নতুন গীত হল সেই বাণীরই গীত যিনি *আদিতে ছিলেন।*

তবে যিনি অতীতকালেও বিদ্যমান ছিলেন, সেই ত্রাণকর্তা এখন আবির্ভূত হয়েছেন; অর্থাৎ যে বাণী ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু হয়েছে, তিনি সদ্‌গুরুর বেশে আবির্ভূত হয়েছেন; এবং বিশ্বনির্মাতা রূপে যিনি প্রথম সৃষ্টিকালে আমাদের জীবন দিয়েছিলেন, সদ্‌গুরুর বেশ ধারণ করে তিনি আমাদের সৎজীবনের নিয়ম শিখিয়েছেন যাতে ঈশ্বর রূপে একসময়ে অনন্ত জীবন অর্পণ করতে পারেন।

শ্লোক ইসা ৩০:১৮; হিব্রু ৯:২৮

প্র প্রভু তোমাদের প্রতি সদয় হবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন; তোমাদের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবার জন্য উন্নীত হচ্ছেন; কেননা প্রভু সুবিচারেরই পরমেশ্বর।
উ সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।
প্র কেননা তিনি তাদের জন্য আবির্ভূত হবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।
উ সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হো ৪:১-১০; ৫:১-৭

যাজকশ্রেণীর মধ্যেও কলুষ!

হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, প্রভুর বাণী শোন,
কারণ দেশবাসীদের বিরুদ্ধে প্রভু অভিযোগ আনছেন:
দেশে তো সততা নেই, সহৃদয়তা নেই, ঈশ্বরজ্ঞান নেই।
মিথ্যাশপথ, মিথ্যাকথা, নরহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার চলছে,
হত্যাকাণ্ড ও একের পর এক রক্তপাত সাধিত হচ্ছে।
এজন্য দেশ শোকপালন করছে,
দেশবাসী সকলে ম্লান হচ্ছে,
তাদের সঙ্গে বন্যজন্তু ও আকাশের পাখিরাও তেমনি করছে,
সমুদ্রের মাছগুলিও মিলিয়ে যাবে।
কিন্তু কেউ অভিযোগ না করুক, কেউ অনুযোগ না করুক,

কারণ তোমার বিরুদ্ধেই, হে যাজক, আমার অভিযোগ।
দিনের বেলায়ই তুমি হোঁচট খাচ্ছ,
রাতের বেলায় নবীও তোমার সঙ্গে হোঁচট খাচ্ছে,
তবে আমি তোমার মাতাকে তার সদ্‌জ্ঞান-অভাবের কারণে স্তব্ধ করে দেব,
আমার আপন জনগণকেই স্তব্ধ করা হবে।
যেহেতু তুমি সদ্‌জ্ঞান অগ্রাহ্য করেছ,
সেজন্য আমি যাজকরূপে তোমাকেই অগ্রাহ্য করব;
যেহেতু তুমি তোমার পরমেশ্বরের নির্দেশবাণী ভুলে গেছ,
সেজন্য আমি তোমার সন্তানদের কথা ভুলে যাব।
তারা সংখ্যায় যত বেশি ছিল,
আমার বিরুদ্ধে তত বেশি পাপ করল;
তাদের গৌরব যিনি, তাঁকে তারা দুর্নামের সঙ্গে বিনিময় করল।
আমার জনগণের পাপ—এতেই তারা নিজেদের পুষ্ট করে,
আমার জনগণের শঠতা—এর প্রতিই তাদের লোভ।
কিন্তু জনগণের যেমন দশা, যাজকেরও তেমন দশা—
তাদের আচরণের জন্য আমি তাদের শাস্তি দেব,
তাদের অপকর্মের প্রতিফল দেব।
তারা খাবে, কিন্তু তৃপ্তি পাবে না,
বেশ্যাগিরি করবে, কিন্তু তাদের বংশবৃদ্ধি হবে না,
কারণ তারা প্রভুকে মান্য করায় ক্ষান্ত হয়েছে।

হে যাজকেরা, একথা শোন,
ইস্রায়েলকুল, মনোযোগ দাও,
হে রাজকুল, কান পেতে শোন,
কারণ ন্যায্যতা-রক্ষা তোমাদেরই হাতে;
অথচ তোমরা মিস্পাতে ফাঁদস্বরূপ হয়েছ,
ও তাবরে পাতা জালস্বরূপ হয়েছ;
তারা সিত্তিমে গভীর একটা গর্ত খুঁড়েছে,
কিন্তু আমি তাদের সকলেরই দণ্ড দিতে যাচ্ছি।
এফ্রাইমকে আমি জানি,
ইস্রায়েলও আমার কাছে গোপন নয়।
এফ্রাইম, তুমি তো বেশ্যাগিরি করেছ!
ইস্রায়েল নিজেকে কলুষিত করেছে।
তাদের কাজকর্ম তাদের পরমেশ্বরের কাছে ফিরতে বাধা দেয়,
কারণ তাদের মধ্যে বেশ্যাচারের এক আত্মা বিরাজ করছে,
আর তারা প্রভুকে আর জানে না।
ইস্রায়েলের দম্ভ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়,
ইস্রায়েল ও এফ্রাইম নিজেদের অপরাধে নিজেরাই হোঁচট খাবে,
যুদাও হোঁচট খাবে তাদের সঙ্গে।
তাদের মেষপাল ও গবাদি পশু নিয়ে
তারা প্রভুর অন্বেষায় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তাঁকে পায় না,
কারণ তিনি তাদের কাছ থেকে চলে গেছেন।

প্রভুর প্রতি তারা অবিশ্বস্ত হয়েছে,
তারা যে উৎপন্ন করেছে জারজ সন্তান;
এখন অমাবস্যাই তাদের ও তাদের জমিজমা গ্রাস করবে।

শ্লোক সাম ১৪:১,২; হো ৪:১

প্র নির্বোধ মনে মনে বলে, 'পরমেশ্বর নেই।'
উ স্বর্গ থেকে প্রভু আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন, দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।
প্র দেশবাসীদের বিরুদ্ধে প্রভু অভিযোগ আনছেন: দেশে তো সততা নেই, সহৃদয়তা নেই, ঈশ্বরজ্ঞান নেই।
উ স্বর্গ থেকে প্রভু আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন, দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

দ্বিতীয় পাঠ - ফের্‌রান্দুস-লিখিত 'আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে তাত্ত্বিক পত্র' ১৪-১৫

যীশুখ্রীষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল

খ্রীষ্ট শ্রেয়তর এক সন্ধির নিশ্চয়তা স্বরূপ হলেন। তাছাড়া তারা সংখ্যায় অনেক যাজক হচ্ছিল, কারণ মৃত্যু তাদের বেশি দিন থাকতে দিচ্ছিল না। কিন্তু তিনি 'চিরকালের মত' থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়। এজন্য যারা তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম; কেননা তাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন।

সুতরাং তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয় বিধায় তিনি চিরকালের মত যাজক হয়ে থাকেন: যে হিসাবে তিনি যাজক হয়ে থাকেন, সেই হিসাবে মানুষ হয়ে থাকেন; যে হিসাবে মানুষ হয়ে থাকেন, সেই হিসাবে তিনি হীনতর বলে প্রতীয়মান। ফলত, হয় যাজকত্ব একদিন শেষ হবে, না হয় তিনি সবসময়ের মত হীনতর হয়ে থাকবেন; কেননা যাজক যাঁর যাজক, সেই ঈশ্বরের চেয়ে যাজক সবসময়ই হীনতর।

তথাপি যাজক দু' ধরনের কাজ সম্পাদন করে: হয় সাড়া পাবার জন্য মিনতি জানায়, না হয় সাড়া পেয়ে ধন্যবাদ জানায়; সে যখন মিনতি জানায়, তখন মিনতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করে; যখন ধন্যবাদ জানায়, তখন স্তুতি-বলিদান উৎসর্গ করে; যখন মিনতি জানায়, তখন পাপীদের প্রয়োজন উত্থাপন করে; যখন ধন্যবাদ জানায়, তখন অনুতপ্তদের কাছে দয়ার খাতিরে মঞ্জুর করা উপকারগুলি উল্লেখ করে; যখন মিনতি করে, তখন দোষীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; যখন ধন্যবাদ জানায়, তখন যারা ক্ষমা পেয়েছে তাদের আনন্দের সহভাগিতা করতে ইচ্ছা করে। এভাবে খ্রীষ্টও, যেহেতু তিনি এমন চিরকালীন যাজকত্বের অধিকারী যা অন্যান্য যাজকদের যাজকত্বের মত অনিত্য নয়, বরং তাঁর যাজকত্বকে মৃত্যু কখনও শেষ করে দিতে পারবে না, সেজন্য ক্রুশে নিজ দেহ বলিরূপে উৎসর্গ করে আমাদের জন্য মিনতি জানালেন, ও এখনও সকলের হয়ে মিনতি জানিয়ে থাকেন কারণ তাঁর ইচ্ছাই, আমরাও যেন ঈশ্বরের উদ্দেশে শুচিশুদ্ধ বলি হতে পারি।

কিন্তু যখন ঐশদয়া আমাদের মধ্যে পূর্ণরূপে সাধিত হবে, যখন মৃত্যু বিজয়ে কবলিত হবে, যখন আমাদের সমস্ত অমঙ্গল কেটে যাবে, যখন সমস্ত মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত হয়ে আমরা আর পাপ করব না, কষ্টও করব না, শয়তানের চাতুরি আমাদের ভোগ করতে হবে না, বরং পরম শান্তিসুখে রাজত্ব করব, তখন আমাদের হয়ে প্রার্থনা করার মত আর কিছু না থাকায় তিনি আমাদের হয়ে আর মিনতি করবেন না; কিন্তু ধন্যবাদ দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হবেন না।

কেননা আজ যেমন আমাদের যাজকের মধ্য দিয়ে দয়া প্রার্থনা করি, তেমনি আমরা যখন সেই সুখে অধিষ্ঠিত হব, তখন আমাদের যাজকের মধ্য দিয়ে স্তুতি-বলিদান উৎসর্গ করব। এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করে প্রেরিতদূত বলেন: *তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি স্তুতি-বলিদান।*

কারণ তিনি যদি এমন সময় যাজক-ভূমিকা ছেড়ে দিতেন, তাহলে আমরা তখন কার্‌ দ্বারাই বা স্তুতি-বলিদান উৎসর্গ করতে পারতাম? আমরা কি ঈশ্বরের স্তুতি ছাড়া চিরকাল থাকব? কিন্তু সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, সুখী

তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে। তাহলে আমরা যখন প্রশংসা নিত্যই করে থাকব, তখন অবশ্যই স্তুতি-বলিদান নিত্য উৎসর্গ করব, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি স্তুতি-বলিদান।*

সুতরাং খ্রীষ্ট সবসময়ের মত হবেন সেই যাজক যাঁর দ্বারা আমরা স্তুতি-বলিদান নিত্যই উৎসর্গ করে থাকব।

যাজক হিসাবে তিনি সবসময় হীনতর হবেন; তথাপি যেহেতু খ্রীষ্ট নিত্যই এক, সেজন্য তিনি নিজেই যাজক ও তিনি নিজেই সেই ঈশ্বর যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে ভক্তদের দ্বারা নিত্যই পূজিত, বন্দিত ও গৌরবান্বিত। তিনি আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন, আবার তিনিই আমাদের উপর দয়া বর্ষণ করেন; তিনিই ধন্যবাদ জানান, আবার তিনিই অনুগ্রহ দান করেন; আর যেহেতু তিনি নিজ মণ্ডলীর কাছে দৈনিক যজ্ঞ উৎসর্গ করার নিয়ম শিখিয়েছেন যাতে সাক্ষ্যমরদের জন্য ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা হয় ও সেই সকল পাপীর হয়ে প্রার্থনা করা হয় যারা এখনও পৃথিবীতে রয়েছে ও যারা ইতিমধ্যে জগৎ ত্যাগ করেছে, সেজন্য যতদিন আমরা এ দুঃখী অবস্থায় রয়েছি, ততদিন তিনি নিজেই আমাদের হয়ে মিনতি জানান, আর তিনি যখন আমাদের স্বর্গীয় করবেন, তখন আমাদের জন্য ধন্যবাদ জানাবেন; অতএব সেই শাশ্বতকালীন যাজক উভয় যাজকত্ব ক্ষেত্রে এমন যাজকত্বের অধিকারী যার কখনও শেষ হবে না। সুতরাং যে বাণী আমরা হিব্রুদের পত্রে পাঠ করে থাকি, সেই বাণী সত্যিই সত্য: *যীশুখ্রীষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল।*

শ্লোক হিব্রু ৪:১৪,১৬; রো ৩:২৫

প্র আমরা এক পরম মহাযাজককে পেয়েছি যিনি আকাশমণ্ডল অতিক্রম করেছেন—সেই ঈশ্বরপুত্র যীশু।
উ সেজন্য এসো, আমরা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকি।
প্র তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।
উ সেজন্য এসো, আমরা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ পি ৩:১১-১৮

ঈশ্বর বিশ্বস্ত: এসো, তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকি

যখন এই সমস্ত কিছু এইভাবে বিলীন হওয়ার কথা, তখন তোমাদের পক্ষে পবিত্র আচার-ব্যবহারে ও ভক্তিতে কী ধরনের মানুষই না হওয়া উচিত! তোমরা ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের প্রতীক্ষা কর! সেই দিনের আগমন ত্বরান্বিত করতে চেষ্টা কর! সেই দিনটিতে আকাশমণ্ডল জ্বলে উঠে বিলীন হবে, এবং মৌল যত উপাদান পুড়ে গিয়ে গলে যাবে। তাছাড়া, তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা এমন *এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর* প্রতীক্ষায় রয়েছি, যেখানে ধর্মময়তা নিত্যই বসবাস করে।

এজন্য, প্রিয়জনেরা, তোমরা যখন এসব কিছুর প্রতীক্ষায় রয়েছ, তখন তাঁর সম্মুখে নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয় হয়ে, শান্তিতে দাঁড়াবার জন্য সচেষ্ট থাক। আমাদের প্রভুর সেই অসীম সহিষ্ণুতাকে তোমরা পরিত্রাণ বলে মনে কর, যেমন আমাদের প্রিয় ভাই পলও তাঁর দেওয়া প্রজ্ঞা অনুসারে তোমাদের কাছে লিখেছেন: তাঁর সকল পত্রে এপ্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি একথা বলে থাকেন; তাঁর পত্রগুলিতে এমন কিছু কিছু কথা রয়েছে যা বোঝা কষ্টকর বটে; এবং জ্ঞান নেই, স্থিরতাও নেই, এমন মানুষেরা যেমন অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের কথার অর্থ বিকৃত করে, তেমনি তাঁর বক্তব্যের অর্থও বিকৃত করে—কিন্তু তাদের নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশে।

সুতরাং, প্রিয়জনেরা, তোমরা এই সবকিছু আগে থেকে জেনে সাবধান থাক, পাছে ধর্মহীনদের ভুলভ্রান্তির স্রোতে ভেসে গিয়ে তোমরা নিজেদের স্থিরতা থেকে সরে পড়; তোমরা বরং আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানলাভে বৃদ্ধিশীল হও। গৌরব তাঁরই—এখন ও অন্তিমকাল পর্যন্ত! আমেন।

শ্লোক ইসা ৬৫:১৭,১৮; প্রত্যা ২১:৫

প্র দেখ, আমি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তার জন্য তোমরা চিরকাল উল্লাস করবে,

পুলকে মেতে উঠবে।

℣ দেখ, আমি সমস্ত কিছু নতুন করে তুলছি।

℟ আমি যেরুসালেমকে পুলক-ভূমি, ও তার জনগণকে উল্লাস-ভূমি হবার জন্যই সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।

℣ দেখ, আমি সমস্ত কিছু নতুন করে তুলছি।

দ্বিতীয় পাঠ - মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি **উপদেশ ১:২৪**

মানবপুত্র আপন পিতার গৌরবে আগমন করবেন

আমাদের মুক্তিসাধক প্রভু স্থির করেছেন, তাঁর মনোনীতজনেরা বর্তমান জীবনের সঙ্কটের মধ্য দিয়ে ভাবী সুখের শ্রমশূন্য জীবনে এসে পৌঁছবে। এজন্য সুসমাচারে তিনি এক সময়ে এখনকার সংগ্রামের মহা পরিশ্রম, আর এক সময়ে শাশ্বত পুরস্কারের গৌরব বর্ণনা করেন, একদিকে যেন সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ভক্তদের কাছে একথা স্মরণ করাতে পারে যে, এজীবনে বিশ্রাম কখনও চাইতে নেই ; অন্য দিকে তারা বর্তমান কষ্টের শাশ্বত পুরস্কারের প্রত্যাশায় থাকলে যেন ভাবী প্রতিদানের মাধুর্য তাদের পার্থিব অমঙ্গলের বোঝা লঘুতর করে।

মানবপুত্র নিজের দূতদের সঙ্গে নিজ পিতার গৌরবে আসবেন, ও প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন। এ বচনে প্রভু শেষ বিচারের সেই দিনের কথা প্রকাশ্যেই চিহ্নিত করেন, যে দিনে, জগৎ দ্বারা বিচারিত হবার জন্য একসময়ে বিনম্রতায় ও অবমাননায় এলে পর তিনি মহাপ্রতাপে ও মহাগৌরবে সেই জগৎকে বিচার করতে পুনরাগমন করবেন। অর্থাৎ সেই দিনটি, যে দিনটিতে কঠোর বিচারকর্তা রূপে তিনি তাদেরই কাছ থেকে সিদ্ধকর্মের হিসাব দাবি করবেন, যাদের কাছে উদার দয়ার সঙ্গে তিনি আগে নিজ দানগুলির অনুগ্রহ দান করেছিলেন ; এবং প্রত্যেককে যার যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিয়ে তিনি মনোনীতদের আপন পিতার রাজ্যে চালিত করবেন ও দুর্জনদের শয়তানের সঙ্গে চিরন্তন আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

আর সঙ্গতভাবেই বলা হয়, মানবপুত্র নিজ পিতার গৌরবে আগমন করবেন। হ্যাঁ, মানবপুত্র নিজ পিতার গৌরবে আগমন করবেন, কারণ মানবস্বরূপে যিনি পিতার হীনতর, তিনি প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ রূপে পিতার সঙ্গে অনন্য ও একই গৌরবের ঈশ্বরত্বে আবির্ভূত।

তিনি প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন, বচনটি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ধার্মিকদের আনন্দিত করে ও দুর্জনদের সন্ত্রাসিত করে, কারণ যারা এখন শুভকর্ম সাধন করে ও দুর্জনদের অধর্মময় অত্যাচার ভোগ করে, ন্যায়বিচারকের আগমনে তারা দুর্জনদের হিংসার হাত থেকে মুক্তি পাবে, আর শুধু তা নয়, তারা নিজেদের ধর্মময়তা ও ধৈর্যের পুরস্কারও গ্রহণ করবে। অপরদিকে, যারা এখন পাপে লিপ্ত হয়ে বিচারকের ধৈর্য দুর্বলতা বলে গণ্য করে, বেশি দেরি করে অনুতাপ করার ফলে তারা ন্যায়বিচার অনুসারে চিরকালীন দণ্ডে দণ্ডিত হবে। সুসমাচারের এ বচনের সঙ্গে সামসঙ্গীত-রচয়িতাও একই কথা বলেন : *আমি গান করব কৃপা ও ন্যায়ের কথা, তোমার উদ্দেশে, প্রভু, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার :* তিনি গান করতে চান আগে কৃপা ও তারপরে ন্যায়ের কথা, কারণ প্রভু তাঁর প্রথম আগমনে যে সঞ্চয় আমাদের হাতে মঙ্গলময়তার সঙ্গে দিয়েছিলেন, তাঁর দ্বিতীয় আগমনে তিনি অধিক কঠোরতার সঙ্গেই সেই সঞ্চয় দাবি করবেন। কিন্তু সেই দুর্জন যে ঈশ্বরের দেওয়া দয়া তুচ্ছ করে, সে যে প্রতিফলদাতা বিচারকের ন্যায্যতা দ্বারা সন্ত্রাসিত হবে, তা ন্যায়সঙ্গত।

কিন্তু যে কেউ ঈশ্বরের দেওয়া দয়া-অনুগ্রহের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে রাখে, সে ন্যায্যতার রায় আনন্দের সঙ্গে অপেক্ষা করে, ও সেজন্য বিচারকের উদ্দেশে কৃপা ও ন্যায়ের কথা স্বচ্ছন্দেই গান করে। বাস্তবিকই, যেহেতু সকলের কাছে শেষ বিচারের সময় অনিশ্চিত, মৃত্যুক্ষণও যেহেতু প্রত্যেকের কাছে অনিশ্চিত, এবং যারা প্রতিশ্রুত পুরস্কারের আগমনের সময় না জানায় যেহেতু বর্তমান দুর্দশার কাল তাদের কাছে অধিক দীর্ঘ বলে মনে হতে পারত, সেজন্য সদ্‌গুরু ইচ্ছা করলেন, তিনি এখনও-মর্তবাসী নিজ শিষ্যদের কয়েকজনের কাছে শাশ্বত প্রতিশ্রুতির আনন্দ আগে থেকেই প্রকাশ করবেন। তাঁর অভিপ্রায়, তারা নিজেরা, ও যারা পরবর্তীকালে তাদের বাণী গ্রহণ করবে তারাও ভাবী প্রতিদানের প্রতীক্ষিত অনুগ্রহের কথা নিজেদের কাছে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বর্তমান প্রতিকূলতা একটু সহজে সহ্য করবে। এজন্য তিনি বলে চলেন, *আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা*

এখানে উপস্থিত রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে, যারা মানবপুত্রকে নিজের রাজ্যের প্রভাবে আসতে না দেখা পর্যন্ত কোনমতে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না।

শ্লোক প্রত্যা ২২:১২; যেরে ১৭:১০

প্র দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি;
উ দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।
প্র আমি যে প্রভু, আমি হৃদয় তলিয়ে দেখি, মন যাচাই করি।
উ দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হো ৫:১৫খ–৭:২

মনপরিবর্তন অকপট না হলে তা বৃথা

প্রভু একথা বলছেন:
তাদের সঙ্কটে তারা সযত্নেই আমার অনুসন্ধান করবে;
আর তখন বলবে,
'এসো, প্রভুর কাছে ফিরে যাই, তিনি আমাদের ছিঁড়ে ফেললেন,
কিন্তু আমাদের নিরাময় করবেন;
আমাদের আঘাত করলেন,
কিন্তু বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান।
দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন,
আর তৃতীয় দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন;
তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।
এসো, তাঁকে জানি, প্রভুকে জানবার জন্য ছুটে চলি,
ভোরের মতই সুনিশ্চিত তাঁর আগমন।
ঘন ঘন বৃষ্টির মতই তিনি আমাদের কাছে আসবেন,
আসবেন বসন্তের সেই জলবর্ষণের মত যা মাটিকে জলসিক্ত করে।'
এফ্রাইম, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব?
যুদা, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব?
সকালের মেঘের মতই তোমার প্রেম,
তা শিশিরেরই মত, যা প্রত্যূষে উবে যায়।
এজন্যই নবীদের দ্বারা আমি তাদের আঘাত করলাম,
আমার মুখের বচন দ্বারা তাদের সংহার করলাম,
আলোকের মতই উদিত হয় আমার বিচার:
কারণ আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়,
আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।
কিন্তু তারা আদমের মত সন্ধি লঙ্ঘন করেছে,
এই যে কোথায় তারা আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!
গিলেয়াদ তো অপকর্মাদের নগর,
তা রক্তে কলঙ্কিত।

ওত পেতে থাকা দস্যুদের মত
এক দল যাজক সিখেমের দিকের পথে নরহত্যা করে :
আহা, কেমন জঘন্য ব্যাপার!
বেথেলে আমি রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখেছি,
সেইখানে হয়েছে এফ্রাইমের বেশ্যাচার,
সেইখানে ঘটেছে ইস্রায়েলের কলুষ।
আমি যখন আমার আপন জনগণের দশা ফেরাব,
তখন তোমার জন্যও, হে যুদা, নিরূপিত থাকবে এক ফসল!
যখনই আমি ইস্রায়েলকে নিরাময় করতে চাই,
তখনই এফ্রাইমের শঠতা ও সামারিয়ার অপকর্ম প্রকাশ পায়;
কারণ প্রতারণাই তাদের চর্চা :
ভিতরে চোরের প্রবেশ,
বাইরে দস্যুর লুটতরাজ!
আমি যে তাদের সমস্ত অধর্ম স্মরণে রাখি,
একথা তারা কি ভাবেই না?
তাদের সমস্ত কর্ম চারদিকে তাদের ঘিরে রাখে,
সেইসব কিছু আমার মুখেরই সামনে উপস্থিত।

শ্লোক মথি ৯:১৩; হো ৬:৪,৬

প্র তোমরা গিয়ে এই বচনের অর্থ শিখে নাও,
উ আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।
প্র সকালের মেঘের মতই তোমার প্রেম, তা শিশিরেরই মত, যা প্রত্যূষে উবে যায়।
উ আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।

দ্বিতীয় পাঠ - লিয়নের সন্ন্যাসী মার্টিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৬**

এ সমস্ত কিছু খ্রীষ্টেই মূর্ত হয়ে উঠেছে

এসো, প্রভুর কাছে ফিরে যাই, তিনি আমাদের ছিঁড়ে ফেললেন, কিন্তু আমাদের নিরাময় করবেন; আমাদের আঘাত করলেন, কিন্তু বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান। যে ভক্তরা অধর্ম সাধনে প্রভুর কাছ থেকে দূরে গেছিল, এ বচন দ্বারা তারা শুভকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পরস্পরকে উৎসাহদান করে। তাই এ হল ভক্তদের কণ্ঠস্বর, ঠিক যেন আমরাই বলতাম, পাপ করে যাঁকে ত্যাগ করেছি, *এসো, সেই প্রভুর কাছে ফিরে যাই*, কারণ দেহধারণ করে তিনি নিজেই প্রথম আমাদের কাছে আসছেন, এবং নিজ যন্ত্রণাভোগ দ্বারা আমাদের বন্দিদশা স্বাধীনতায় পরিণত করে তিনি নিজেই *আমাদের নিরাময় করবেন।*

স্নেহময় পিতার মত আমাদের শাসন করে *তিনি আমাদের আঘাত করলেন*, কিন্তু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তিনি নিজেই *বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান, এবং দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন।* এ সমস্ত কিছু খ্রীষ্টেই মূর্ত হয়ে উঠেছে, কেননা বৃহস্পতিবারে সমর্পিত হয়ে ও শুক্রবারে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তিনি রবিবার ভোরে পুনরুত্থান করে পাতাল থেকে ফিরে এলেন। *আর তৃতীয় দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন; তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।* এ বাণী দ্বারা তিনি আমাদের দেখান যে, ইস্রায়েল ও যুদা যদি একই পুনরুত্থিত প্রভুতে বিশ্বাস রাখত, তাহলে তাদের একটিমাত্র পালক ও রাজা থাকতেন, সেই দাউদ তথা সেই খ্রীষ্ট যিনি মাংস অনুসারে দাউদকুলে জাত।

দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন, অর্থাৎ সেই দু' দিন যা তিনি সমাধিতে অতিবাহিত করলেন। *এবং তৃতীয় দিনে* মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে তিনি নিজের সঙ্গে *আমাদের পুনরুত্থিত করবেন* এবং এখন ও ভাবী কালেও আমরা নিরাময় হয়ে উঠে ও সঞ্জীবিত ও পুনরুত্থিত হয়ে *তাঁর সাক্ষাতে জীবনযাপন*

করব—হ্যাঁ, কারণ তাঁর অনুপস্থিতিতে আমরা মৃত অবস্থায় শুয়ে ছিলাম। উপরন্তু, এখন তাঁর অনুকরণের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর ঈশ্বরত্বের মহিমায় তাঁকে জানতে পারব, ও পরে স্বর্গারোহণের ফলে প্রভুকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারব। এজন্য লেখা আছে: *এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানবে।* পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে নবী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন কিছু বলতেন যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা ইতিমধ্যে খ্রীষ্টে বাস্তব রূপ পেয়ে গেছে।

আমাদের পক্ষে প্রথম দিন হল সেই দিন, যেদিনে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ করি; দ্বিতীয় দিন আত্মাদের বিশ্রামে ঘটে; তৃতীয় দিন সার্বজনীন পুনরুত্থানেই সাধিত। আরও, নবী যখন বলেন, আমরা পুনরুত্থিত হব ও *তাঁরই সাক্ষাতে জীবনযাপন করব,* তখন এ বাণী তাদেরও লক্ষ করতে পারে যারা পাতালে বন্দি অবস্থায় ছিল ও তৃতীয় দিনে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থান করল। তারপর নবী বলে চলেন, *ভোরের মতই সুনিশ্চিত তাঁর আগমন।* ভোর হল সেই আলোর উদয় যা অন্ধকার দূর করে দেয়; আরও স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি: এসো, খ্রীষ্টের কাছে ফিরে যাই, যেন ভোরের আগমনে যেমন রাতের অন্ধকার দূর করা হয়, তেমনি কুমারীগর্ভ সেই বাসর থেকে খ্রীষ্টের আগমনে পাপের যত অন্ধকার ঘুচে যায় ও সত্যের আলো প্রতীয়মান হয়।

শ্লোক হো ৬:২; ২ করি ৪:১৩-১৪

প্র দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন, আর তৃতীয় দিনে আমাদের
পুনরুত্থিত করবেন;
উ তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।
প্র একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরাও বিশ্বাস করি যে, প্রভু যীশুকে যিনি পুনরুত্থিত করেছেন,
তিনি যীশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন ও তোমাদের সঙ্গে নিজের কাছে স্থান দেবেন।
উ তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যুদ ১-৮,১২-১৩,১৭-২৫

নকল শিক্ষাগুরুরা ইতিমধ্যেই বিচারাধীন; বিবিধ বাণী

আমি যীশুখ্রীষ্টের দাস, যাকোবের ভাই যুদ। যারা পিতা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র ও যীশুখ্রীষ্টের জন্য সংরক্ষিত, সেই আহূতজনদের সমীপে: দয়া, শান্তি ও ভালবাসা প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

প্রিয়জনেরা, আমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমাদের সকলের পরিত্রাণ প্রসঙ্গে তোমাদের কাছে কিছু লিখব; কিন্তু অনুভব করলাম, তোমাদের উৎসাহিত করার জন্য এই বিষয়ে কিছুটা লেখা আমার কর্তব্য, তথা, পবিত্রজনদের কাছে একবার চিরকালের মত সম্প্রদান-করা সেই বিশ্বাসের প্রসঙ্গে। কেননা তোমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন ভক্তিহীন মানুষ গোপনে গোপনে অনুপ্রবেশ করেছে,—এই বিষয়ে দণ্ডের পাত্র হবার জন্য তারা তো বহুদিন থেকেই চিহ্নিত—যারা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় বিকৃত করে, এবং আমাদের একমাত্র অধিপতি ও প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে অস্বীকার করে।

এখন, যদিও তোমরা এই সবকিছু ভালই জান, তবু আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, প্রভু মিশর দেশ থেকে জনগণকে ত্রাণ করে পরবর্তীতে কিন্তু, যারা বিশ্বাস করতে অসম্মত ছিল, তাদের ধ্বংস করেছিলেন। আর যে স্বর্গদূতেরা তাদের দেওয়া অধিকার রক্ষা না করে বরং তাদের নির্ধারিত এলাকা ত্যাগ করেছিল, তাদের তিনি মহাদিনের সেই বিচারের জন্য ঘোর অন্ধকারের গভীরে চিরশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছেন। সদোম, গমোরা আর আশেপাশের শহরগুলোও পথভ্রষ্ট হয়ে একই প্রকারে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিকৃত যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছিল; এখন তারা চিরন্তন অগ্নিদণ্ড ভোগ করতে করতে আমাদের চোখের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তা সত্ত্বেও এই লোকেরা সেইসব কিছু করে চলছে: তাদের নিজেদের মরীচিকায় চালিত হয়ে তারা দেহকে কলুষিত করে, কর্তৃত্বকে অমান্য করে, এবং গৌরবের পাত্র যাঁরা, তাঁদের নিন্দা করে। তারা তোমাদের প্রীতিভোজের কলঙ্ক: সকলের মধ্যে বসে নির্লজ্জ হয়ে পেট ভরায়, কেবল নিজেদেরই লালন-পালন করে; তারা

বাতাসে ভেসে যাওয়া জলহীন মেঘের মত; ফসলের সময়ে ফলহীন গাছের মত—দু'বারই মৃত গাছের মত, শিকড় উপড়ে ফেলা গাছের মত! তারা সমুদ্রের এমন উৎক্ষিপ্ত ঢেউয়ের মত, যা নিজ নির্লজ্জতার ফেনা ছড়িয়ে ফেলে; তারা লক্ষ্যহীন ভাবে ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিষ্কের মত, যেগুলোর জন্য ঘোরতম অন্ধকার চিরকালের মত সঞ্চিত আছে।

কিন্তু, প্রিয়জনেরা, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের প্রেরিতদূতেরা যে সকল কথা আগে থেকে বলেছিলেন, তোমরা তা মনে রেখ; তাঁরা তোমাদের বলতেন, 'অন্তিমকালে এমন বিদ্রূপকারী মানুষের উদ্ভব হবে, যারা তাদের নিজেদের ভক্তিবিরুদ্ধ দুর্মতি অনুসারে চলবে।' তারাই তো বিভেদ ঘটায়—পার্থিব মনের মানুষ; আত্মাবিহীন মানুষ!

কিন্তু, প্রিয়জনেরা, তোমরা তোমাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপরে নিজেদের গেঁথে তোল, পবিত্র আত্মার প্রেরণায়ই প্রার্থনা কর, ঈশ্বরের ভালবাসায় নিজেদের রক্ষা কর, এবং অনন্ত জীবনলাভের জন্য আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দয়ার প্রতীক্ষায় থাক। এমন কয়েকজনের প্রতি—যারা টলমান—তোমরা মমতা দেখাও; অন্যজনকে তোমরা আগুন থেকে টেনে বের করে বাঁচাও; আবার অন্যজনদের প্রতি মমতা দেখাও, কিন্তু ভয়ের সঙ্গে!—তাদের দেহলালসায় কলঙ্কিত পোশাকও ঘৃণা কর।

যিনি হোঁচট খাওয়া থেকে তোমাদের রক্ষা করতে ও নিজের গৌরবের সাক্ষাতে অনিন্দনীয় অবস্থায় আনন্দের মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম, অনন্য ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্তা যিনি, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা তাঁরই গৌরব, মহিমা, প্রতাপ ও কর্তৃত্ব হোক সর্বকালের আগে, এখন ও সর্বকাল ধরে। আমেন।

শ্লোক তীত ২:১২-১৩; হিব্রু ১০:২৪ দ্রঃ

প্র এসো, আমরা এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি,
উ এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি।
প্র এসো, ভালবাসা ও সৎকর্ম সাধনে পরস্পরকে উদ্দীপিত করার জন্য সচেষ্ট থাকি,
উ এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৫৬:১,২,৩**

যিনি মঙ্গলময়, যিনি সমস্ত অমঙ্গল থেকে আমাদের মুক্ত করেন
এসো, সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে আল্লেলুইয়া গান করি

এসো, এসংসারে বিপদাপন্ন হয়ে থাকতেই আল্লেলুইয়া গান করি, যেন স্বর্গে বিপদমুক্ত হয়েই তা গান করতে পারি। আমরা বিপদাপন্ন কেন? তুমি কি চাও না, আমি নিজেকে বিপদাপন্ন বলে বিবেচনা করব, যখন একথা পড়ি: *পৃথিবীতে মানবজীবন প্রলোভন নয় কি?* তুমি কি চাও না, আমি নিজেকে বিপদাপন্ন বলে বিবেচনা করব, যখন আমাকে এ কথাও বলা হয়, *জেগে থাক ও প্রার্থনা কর, যেন প্রলোভনে না পড়?* তুমি কি চাও না, আমি নিজেকে বিপদাপন্ন বলে বিবেচনা করব, যখন আমি এখানে এতগুলো প্রলোভনের সম্মুখীন যে, প্রভুর প্রার্থনাও আমাদের একথা বলতে নির্দেশ করে: *আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি!* আমরা প্রতিদিন প্রার্থী, প্রতিদিন অপরাধী। তুমি কি চাও না, আমি নিজেকে বিপদাপন্ন বলে বিবেচনা করব, যখন প্রতিদিন পাপের ক্ষমা মিনতি করি, প্রতিদিন বিপদে সহায়তা প্রার্থনা করি? বস্তুত আমি যখন অতীত পাপের জন্য বলি, *আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি,* তখন ভাবী বিপদের জন্য আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে চলি: *আর আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিয়ো না।* জনগণও কেমন করে মনে করতে পারে, তারা মঙ্গলে আছে, যখন আমার সঙ্গে বলে ওঠে, *কিন্তু অনিষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার কর?* কিন্তু তবুও, ভাইবোনেরা, এখনও অমঙ্গলের মধ্যে থাকতেও, এসো, আমরা সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের উদ্দেশে আল্লেলুইয়া গান করি, যিনি অমঙ্গল থেকে আমাদের নিস্তার করেন।

এখানকার যত বিপদ ও যত প্রলোভনের মাঝেও অন্যদের দ্বারা ও আমাদের দ্বারা গান করা হোক 'আল্লেলুইয়া।' *ঈশ্বর বিশ্বস্ত, তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির পক্ষে অতিরিক্ত প্রলোভন ঘটতে দেবেন না।* সুতরাং এসো, এখানেও গান করি, আল্লেলুইয়া। মানুষ এখনও অপরাধী, ঈশ্বর কিন্তু বিশ্বস্ত। তিনি তো বলেননি, 'তোমাদের প্রতি প্রলোভন ঘটতে দেবেন না,' কিন্তু বলেন, *তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির পক্ষে অতিরিক্ত প্রলোভন ঘটতে দেবেন না; বরং প্রলোভনের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করে দেবেন, তোমরা যেন সহ্য করতে পার।* প্রলোভনে প্রবেশ করেছ; ঈশ্বর কিন্তু প্রস্থানের উপায়ও দেবেন, যেন সেই প্রলোভনে তোমার বিনাশ না হয়; ঠিক যেন কুমোরের পাত্রের মত তোমাকে উপদেশ দ্বারা গড়া হচ্ছে ও পীড়নের আগুন দ্বারা পোড়ানো হচ্ছে। কিন্তু যখন প্রবেশ কর, তখন একথা ভাব যে, তুমি প্রস্থান করবেই, কারণ ঈশ্বর বিশ্বস্ত: *তিনি প্রবেশে ও প্রস্থানে তোমাকে রক্ষা করবেন।*

কিন্তু এ দেহ যখন অমর ও অক্ষয়শীল হয়ে উঠবে, তখন সমস্ত প্রলোভনও মরবে, কারণ তখন *দেহ মৃত*; দেহ মৃত কেন? তার কারণ, *পাপের কারণেই দেহ মৃত; কিন্তু আত্মা তো জীবন*; কেন? তার কারণ, আত্মা ধর্মময়তার কারণেই জীবন। তবে আমরা কি দেহকে মৃত বলে ত্যাগ করব? না, কিন্তু কথাটা শোন, *যিনি যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রীষ্টযীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের মরদেহকেও সঞ্জীবিত করে তুলবেন।* আমাদের দেহ এখন পার্থিব, সেসময় কিন্তু আত্মিক হবে।

আহা, ঊর্ধ্বের সেই আল্লেলুইয়া কতই না ধন্য! কতই না বিপদমুক্ত! কতই না শত্রুবিহীন! সেখানে কোন শত্রু থাকবে না, সেখানে কোন বন্ধুও মরবে না। সেখানে ঈশ্বরের প্রশংসা ধ্বনিত হবে, ঠিক যেমন এখানেও ঈশ্বরের প্রশংসা ধ্বনিত, কিন্তু এখানে বিপদাপন্নদের মুখে, সেখানে বিপদমুক্তদের মুখে ধ্বনিত; এখানে মৃত্যুদণ্ডিতদের মুখে, সেখানে নিত্য বিজয়ীদের মুখেই ধ্বনিত; এখানে প্রত্যাশায়, সেখানে বাস্তবেই ধ্বনিত; এখানে নির্বাসনের দেশে, সেখানে মাতৃভূমিতেই ধ্বনিত।

আমার ভাইবোনেরা, এসো, এখানেও গান করি—বিশ্রাম ভোগ করার জন্য নয়, কিন্তু শ্রম থেকে একটু আরাম পাবার জন্যই গান করি। পথযাত্রীরা যেভাবে গায়, সেভাবেই গাই: গাও বটে, কিন্তু পথে চল; গাইতে গাইতে শ্রম থেকে সান্ত্বনা পাও, কিন্তু অলসতায় আসক্ত হয়ো না; গাও, আবার কিন্তু পথে চল। চল, এর মানে কি? এগিয়ে চল, শুভকর্ম সাধনেই এগিয়ে চল। কেননা প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে তারাও আছে যারা অধর্মেই এগিয়ে চলে। তুমি এগোলে তার মানে হল যে ঠিকই চল; কিন্তু শুভকর্মেই এগিয়ে চল, নির্ভুল বিশ্বাসে এগিয়ে চল, সদাচরণে এগিয়ে চল: গাইতে গাইতে চল।

শ্লোক তোবিত ১৩:১৭,১৮ দ্রঃ

প্র যেরুসালেম, তোমার রাস্তা-ঘাট খাঁটি সোনায় নির্মিত হবে, তোমার মধ্যে ধ্বনিত হবে আনন্দগান,
উ ও তোমার বাড়ি-ঘরে সকলে গেয়ে উঠবে: আল্লেলুইয়া!
প্র তুমি উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিতা হবে: দূর থেকে বহু দেশ আসবে তোমার কাছে,
উ ও তোমার বাড়ি-ঘরে সকলে গেয়ে উঠবে: আল্লেলুইয়া!

২৪শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হো ৮:১-১৪

রাজাদের, মূর্তিপূজা ও মিথ্যা উপাসনা-কর্মের বিরুদ্ধে বাণী

মুখে তুরি দাও!

ঈগল পাখির মত সর্বনাশ প্রভুর গৃহের উপর নেমে আসছে!
কারণ তারা আমার সন্ধি লঙ্ঘন করেছে,
নির্দেশগুলোর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে;
ইস্রায়েল নাকি আমার কাছে চিৎকার করে বলে:
'হে আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তোমাকে স্বীকার করি!'
অথচ ইস্রায়েল যা মঙ্গল তা দূরে ফেলে দিয়েছে;
তাই শত্রু তার পিছনে ধাওয়া করবে।
তারা রাজাদের বানিয়েছে—কিন্তু আমার সম্মতিতে নয়;
তারা নেতাদের নিযুক্ত করেছে—কিন্তু আমার অজান্তে;
তাদের সোনা-রুপো দিয়ে দেবমূর্তি তৈরি করেছে—কিন্তু তাদের সর্বনাশ হবেই।
সামারিয়া, তোমার বাছুর আমি তুচ্ছই করি!
ওদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ জ্বলে উঠল;
নিজেদের নিষ্কলঙ্ক করতে আর কতকাল ওরা দেরি করবে?
কেননা সেই বাছুর ইস্রায়েল দ্বারাই গড়া,
তা একটা কারুকর্মীর হাতের কাজ, তা ঈশ্বর নয়;
টুকরো টুকরো করা হবেই সামারিয়ার সেই বাছুর!
তারা বাতাস বুনেছে, তাই ঝঞ্ঝাই সংগ্রহ করবে।
তাদের গমে শিষ থাকবে না,
গজে উঠলেও তা কখনও ময়দা দেবে না,
দিলেও, তা ভিনদেশীরাই গ্রাস করবে।
ইস্রায়েলকেও গ্রাস করা হয়েছে;
এখন তারা জাতিসকলের মধ্যে হীন পাত্রেরই মত।
তারা তো আসিরিয়া পর্যন্তই গেল,
সেই আসিরিয়া, যা এমন বন্য গাধা যে একাকীই থাকে;
এফ্রাইম নিজের জন্য প্রেমিকদের কিনে নিয়েছে;
জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের কিনে নিয়েছে বিধায়
এখন আমি এদের সকলকে একত্রে ঘিরে ফেলব;
তারা শীঘ্রই টের পাবে সেই রাজাধিরাজের বোঝা!
এফ্রাইম নিজের পাপের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি উত্তরোত্তর গাঁথতে থাকে,
কিন্তু এই যজ্ঞবেদিগুলিই তাদের পক্ষে পাপের অবকাশ।
তার জন্য আমি হাজার বিধিনিয়ম লিখে গেছি,
কিন্তু সেইসব বিজাতীয় একজনের কাছ থেকে আগত বলেই গণ্য।
তারা আমার কাছে বলি উৎসর্গ করে থাকে,
সেই পশুর মাংসও খেয়ে থাকে,
কিন্তু প্রভু তা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রাহ্য করবেন না;
তিনি তাদের অপরাধ স্মরণ করবেন,
তাদের পাপের শাস্তি দেবেন,
তাদের মিশরে ফিরে যেতে হবে।
সত্যিই, ইস্রায়েল তার নিজের নির্মাতাকে ভুলে গেছে,
নিজের জন্য নানা প্রাসাদ গেঁথেছে;
আর এদিকে যুদা সুরক্ষিত নগর উত্তরোত্তর নির্মাণ করে থাকে;

কিন্তু তাদের শহরে শহরে আমি আগুন প্রেরণ করব,
আর সেই আগুন গ্রাস করবে তাদের সেই দুর্গসকল।

শ্লোক রো ১:১৮,২১,২৩

℣ যারা অধর্মের মধ্যে সত্যকে প্রতিরোধ করে, ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে সেই মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপরে প্রকাশিত হচ্ছে;
℟ ঈশ্বরকে জেনেও তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে গৌরব আরোপ করেনি, ধন্যবাদও জানায়নি।
℣ অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরবকে ক্ষয়শীল মানুষের সাদৃশ্যে গড়া প্রতিমূর্তির সঙ্গে বিনিময় করেছে;
℟ ঈশ্বরকে জেনেও তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে গৌরব আরোপ করেনি, ধন্যবাদও জানায়নি।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যাণ্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'বেদির পরমারাধ্য সাক্রামেন্ত'

২য় বিভাগ ১

জগতের পরিত্রাণ কালশ্রেণী অনুসারে বিভক্ত ও বিন্যস্ত

খ্রীষ্টের খাদ্যই জগতের পরিত্রাণ; বস্তুত জগৎ সেই পরিত্রাণের জন্য ক্ষুধিত, তার জন্য আবার পিপাসিত, কারণ পরিত্রাণ তার পানীয়। তিনি জল না দিলে কেবা জল পেতে পারে? আর তিনি যাকে পরিত্রাণ করেন, সে ছাড়া কেইবা পরিত্রাণ পেতে পারে?

কিন্তু জগৎ যার জন্য পিপাসিত, সেই পরিত্রাণ তিনি এক দিকে সেই বিষয়েই সাধিত করেন যা প্রস্তুতি সংক্রান্ত, আর এক দিকে সেই বিষয়ে যা মুক্তি সংক্রান্ত, ও আর এক দিকে সেই বিষয়ে যা চরম সিদ্ধি সংক্রান্ত।

প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিষয় হল সেই সব কিছু যা তিনি ভাবী মুক্তি পূর্বদৃষ্টান্ত দেবার উদ্দেশ্যে জগতের শুরু থেকে তাঁর আগমনকাল পর্যন্ত নিজ পুণ্যজনের মধ্যে সাধন করলেন। মুক্তি সংক্রান্ত বিষয় হল সেই সমস্ত মঙ্গল কাজ যা খ্রীষ্ট যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান পর্যন্ত নিজ জীবনকালে সাধন করলেন ও ভোগ করলেন। আর পরম সিদ্ধি সংক্রান্ত বিষয় হল পুনরুত্থানের গোটা গৌরব। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে বলেন, *আজ ও কাল আমি রোগ-নিরাময় করি, এবং তৃতীয় দিনে আমার লক্ষ্যে পৌঁছব।*

জগতের পরিত্রাণ তিন কালশ্রেণীক্রমে, অর্থাৎ প্রস্তুতি, কর্ম-সাধন ও কর্মফল অনুসারে, তথা দৃষ্টান্ত, অনুগ্রহ ও গৌরব অনুসারে বিভক্ত ও বিন্যস্ত। সর্বপ্রথমে পিতা ঈশ্বর ত্রাণকর্তার প্রতিশ্রুতি সহ যাকোবের কাছে পরিত্রাণ প্রেরণ করলেন; তারপর, ত্রাণকর্তার আগমনের মধ্য দিয়ে তিনি রাজাদের তথা সকল পুণ্যজনদের কাছে পরিত্রাণ দান করলেন; শেষে নিজ রাজাকে মহাবিজয় প্রদান ক'রে, নিজ অভিষিক্তজনের প্রতি, সেই দাউদের প্রতি ও তাঁর বংশধরদের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখিয়ে তিনি ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান দ্বারা পরিত্রাণকর্মের সিদ্ধি ঘটালেন।

আমাদের এ পরিত্রাণকর্ম খ্রীষ্ট দ্বারা প্রাচীনকাল থেকে শুরু করেই সাধিত হল। ঘটনা ও কালের গোটা ব্যবস্থা তাঁর দ্বারা এ লক্ষ্যেই চালিত ছিল, এবং যা কিছু এ উদ্দেশ্যে সহযোগিতা দান করত, সেই সব কিছুতে বিশ্বনির্মাতা নিজেও প্রীত হলেন, কারণ সবকিছু ছিল তাঁর গৌরবার্থে, যেমনটি লেখা আছে: *তুমি ধরণীর মুখ নবীন করে তোল। প্রভুর গৌরব হোক চিরকাল; আপন কর্মকীর্তি নিয়ে প্রভু আনন্দিত হোন।*

নিজের আগমনের আগে তিনি যা সাধন করেছিলেন, কেবল তা নিয়ে তিনি আনন্দিত হননি, আসল সৃষ্টিকে নিয়েই তিনি আনন্দিত হলেন; তবু জগতে এসে তিনি আমাদের অধর্মের কশাঘাত সানন্দে আপন করলেন। আমি কি বলব, তিনি আনন্দিত না দুঃখিত ছিলেন? আনন্দিত ও দুঃখিত, কথা দু'টোই ঠিক, কেননা তাঁর বিষয়ে লেখা আছে: *তিনি আনন্দে মেতে ওঠেন তেমন বীরের মত যে পথে দৌড়োয়।* আবার তিনি নিজে এ কথাও বলেন, *আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন।* তিনি নিপীড়নের জ্বালায় ও আমাদের জন্য ধারণ করা সেই কঠোর জীবনেই শুধু দেহের যন্ত্রণা ভোগ করেননি, কিন্তু নিজের প্রাণেই আসল দুঃখ অনুভব করলেন—তথাপি স্বচ্ছন্দেই তা গ্রহণ করলেন।

সুখী হলেও তিনি সত্যি দুঃখার্ত হতে চাইলেন, তবু সেই দুঃখ সুখ বিহীন ছিল না, কারণ তাঁর পক্ষে সুখ দুঃখ থেকেই উদ্ভূত ছিল। এজন্য তিনি বলেন, আমি একান্তই বাসনা করেছি, *আমার যন্ত্রণাভোগের আগে তোমাদের*

সঙ্গে এই পাস্কাভোজে বসব।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সাধিত আমাদের পরিত্রাণকর্ম হল পিতার ইচ্ছা, হল খ্রীষ্টের খাদ্য : তিনি এরই জন্য ক্ষুধিত, এ ইঙ্গিত করেই তিনি ক্রুশে বলেন, *আমার তেষ্টা পেয়েছে*; এ-ই আরোগ্যদায়ী পানীয়, এ-ই আনন্দদায়ী আঙুররস, এ-ই সত্যকার আঙুরলতার সত্যকার ফল, অর্থাৎ সেই খ্রীষ্টের ফল যিনি বলেন, *আমিই সত্যকার আঙুরলতা।*

শ্লোক সাম ১০৫:৭,৮,৯,১০; রো ১৫:৮

প্র তিনিই তো প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর,
উ তিনি চিরকাল স্মরণে রাখেন তাঁর সন্ধি, সেই যে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন আব্রাহামের সঙ্গে ; তিনি তা বিধিরূপেই স্থির করেছিলেন যাকোবের জন্য—চিরকালীন সন্ধিরূপেই।
প্র আমার কথা এ : খ্রীষ্ট পরিচ্ছেদিতদের সেবক হলেন ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্যতার উদ্দেশেই, অর্থাৎ তিনি যেন কুলপতিদের প্রতি উচ্চারিত সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন।
উ তিনি চিরকাল স্মরণে রাখেন তাঁর সন্ধি, সেই যে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন আব্রাহামের সঙ্গে ; তিনি তা বিধিরূপেই স্থির করেছিলেন যাকোবের জন্য—চিরকালীন সন্ধিরূপেই।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এস্থার ১:১-৩,৯-১৩,১৫-১৬,১৯; ২:৫-১০,১৬-১৭

রাজ-প্রসন্নতা থেকে বিচ্যুতা ভাস্তি রানী ;
রানীপদে এস্থার

আহাসুয়েরোসের সময়ে, সেই যে আহাসুয়েরোস হিন্দুস্থান থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত একশ' সাতাশটা প্রদেশের উপরে রাজত্ব করতেন, ঠিক সেসময়ে আহাসুয়েরোস রাজা সুসা রাজপুরীতে রাজাসনে আসীন হয়ে তাঁর রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে তাঁর প্রজাপ্রধানদের ও পরিষদদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করলেন। পারস্য ও মেদিয়া দেশের সমস্ত সেনাপতি, গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রদেশপালকে তাঁর সাক্ষাতে সম্মিলিত হলেন। ভাস্তি রানীও আহাসুয়েরোসের রাজপ্রাসাদে মহিলাদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করলেন।

সপ্তম দিন, যখন রাজা আঙুররসে উৎফুল্ল ছিলেন, তখন মেহুমান, কিল্থা, হার্বোনা, বিগ্থা, আবাগ্থা, জেথার ও কার্কাস—আহাসুয়েরোস রাজার ব্যক্তিগত পরিচর্যায় নিযুক্ত এই সাতজন কঞ্চুকীকে তিনি আজ্ঞা দিলেন, যেন তারা রাজমুকুটে পরিবৃতা ভাস্তি রানীকে রাজার সামনে নিয়ে আসে, যাতে লোকদের ও প্রজাপ্রধানদের কাছে তাঁর সৌন্দর্য দেখানো হয়; কেননা তিনি দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু কঞ্চুকীরা রাজার আদেশ আনলে ভাস্তি রানী সেই আদেশমতে আসতে রাজি হলেন না। রাজা খুবই ক্ষুব্ধ হলেন, তাঁর অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। তখন রাজা বিধানপন্ডিতদের কাছে তাঁর জিজ্ঞাস্য উপস্থাপন করলেন, কেননা রাজ-সম্বন্ধীয় যে কোন ব্যাপার বিধান ও রাজনীতিতে অভিজ্ঞ তেমন পন্ডিতদের সামনেই আলোচনা করার প্রথা ছিল। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কঞ্চুকীরা আহাসুয়েরোস রাজার আদেশ জানালে ভাস্তি রানী সেই আদেশ মেনে নিল না, সুতরাং বিধান অনুসারে তার বিষয়ে কেমন ব্যবহার করতে হবে?'

মেমুখান তখন রাজা ও প্রজাপ্রধানদের সামনে এই উত্তর দিলেন, 'ভাস্তি রানী যে শুধু মহারাজের কাছে অপরাধ করেছেন, তা নয়, কিন্তু সেই সমস্ত প্রজাপ্রধান ও সমস্ত জাতির কাছেও অপরাধ করেছেন, যারা আহাসুয়েরোস রাজার সকল প্রদেশের অধিবাসী। যদি রাজা ভাল মনে করেন, তবে "ভাস্তি আহাসুয়েরোস রাজার সম্মুখে আর আসতে পারবেন না" তেমন রাজপত্র জারি করা হোক; এবং এর অন্যথা যেন না হয়, এজন্য এই রাজাজ্ঞা পারসিকদের ও মেদীয়দের বিধানে অন্তর্ভুক্ত হোক। তারপর মহারাজ ভাস্তির চেয়ে যোগ্য একটি নারীকে রানী-মর্যাদায় উন্নীত করুন।'

সেসময় সুসা রাজপুরীতে বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর একজন ইহুদী বাস করতেন যাঁর নাম মোর্দেকাই; তিনি ছিলেন

কীশের প্রপৌত্র, শিমেইয়ের পৌত্র, যায়িরের সন্তান। যুদা-রাজ যেকোনিয়ার সঙ্গে যে সকল লোক বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার দ্বারা বন্দি অবস্থায় উপনীত হয়েছিল, তাদের মধ্যে কীশকেও যেরুসালেম থেকে দেশছাড়া করা হয়েছিল। মোর্দেকাই নিজের জেঠার কন্যা হাদাসাকে অর্থাৎ এস্থারকে লালন-পালন করেছিলেন, কারণ এস্থারের পিতা কি মাতা আর ছিলেন না। মেয়েটি সুন্দরী ও রূপবতী ছিলেন; তাঁর পিতামাতার মৃত্যুর পরে মোর্দেকাই তাঁকে আপন মেয়ের মতই গ্রহণ করেছিলেন।

সেই রাজাজ্ঞা ও রাজপত্র জারীকৃত হলে যখন সুসা রাজপুরীতে অনেক মেয়েকে হেগাইয়ের তত্ত্বাবধানে রাখা হল, তখন এস্থারকেও রাজপ্রাসাদে নেওয়া হল ও নারী-রক্ষক সেই হেগাইয়ের তত্ত্বাবধানে রাখা হল। হেগাই তরুণীতে প্রীত হল আর তাঁর প্রতি অনুগ্রহের চোখে তাকাল; সে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরন ও খাদ্যের জন্য যত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যবস্থা করল, প্রাসাদের সাতজন বাছাই করা দাসীকে তাঁর জন্য নিযুক্ত করল, এমনকি তাঁর জন্য ও তাঁর দাসীদের জন্য অন্তঃপুরের সবচেয়ে ভাল স্থান ব্যবস্থা করল। এস্থার নিজের জাতির বা গোত্রের পরিচয় দিলেন না, কারণ মোর্দেকাই তা জানাতে তাঁকে নিষেধ করেছিলেন।

স্ত্রীলোকদের পক্ষে বারো মাসব্যাপী নিয়মিত প্রস্তুতির পর আহাসুয়েরোস রাজার সামনে যাবার জন্য এক একটি মেয়ের পালা আসত; কেননা তাদের প্রস্তুতির জন্য এত দিন লাগত, বস্তুত ছ'মাস গন্ধরসের তেলের জন্য, এবং বাকি ছ'মাস সেই সুগন্ধি ও প্রসাধনী-সামগ্রীর জন্য, যা নারী-সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে সাধারণত ব্যবহৃত; রাজার কাছে যেতে হলে প্রত্যেকটি যুবতীর জন্য এ-ই ছিল নিয়ম; সে রাজপ্রাসাদে যাওয়ার সময়ে অন্তঃপুর থেকে যা কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইত, তাকে তা নিতে দেওয়া হত। সে সন্ধ্যাবেলায় যেত, ও পরদিন সকালে উপপত্নীদের রক্ষক রাজকঞ্চুকী শায়াশ্গাজের কাছে দ্বিতীয় অন্তঃপুরে ফিরে আসত; রাজা তার প্রতি প্রীত হয়ে তার নাম ধরে না ডাকালে সে রাজার কাছে আর যেত না।

তাই রাজার রাজত্বকালের সপ্তম বর্ষের দশম মাসে অর্থাৎ টেবেৎ মাসে এস্থারকে রাজপ্রাসাদে আহাসুয়েরোস রাজার কাছে আনা হল; এবং রাজা অন্য সকল নারীর চেয়ে এস্থারেরই প্রতি বেশি আসক্ত হলেন, অন্য সকল যুবতীর চেয়ে তিনিই রাজার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও কৃপার পাত্রী হলেন; তাই রাজা তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে ভাস্তির পদে তাঁকেই রানী করলেন।

শ্লোক সাম ১১৩:৫-৮; লুক ১:৫১-৫২

প্র কেইবা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর মত, ঊর্ধ্বলোকে আসীন যিনি, আনত হয়ে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করেন?

উ তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন তাকে আসন দিতে নেতৃবৃন্দের মাঝে।

প্র তিনি গর্বিতদের বিক্ষিপ্ত করেছেন তাদের হৃদয়ের মতলবে; ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে, বিনম্রদের করেছেন উন্নীত।

উ তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন তাকে আসন দিতে নেতৃবৃন্দের মাঝে।

দ্বিতীয় পাঠ - প্রবার কাছে সাধু আগস্তিনের পত্র **১৩০শ পত্র ৮:১৫,১৭–৯:১৮**

মনোবাঞ্ছাই প্রার্থনার প্রাণ

আমাদের কী যাচনা করা দরকার বা আমরা যথোচিত ভাবে প্রার্থনা করছি কিনা, এধরনের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে নিজেদের অস্থির না করে আমরা বরং কেন সামসঙ্গীতের সঙ্গে একথা বলব না, *প্রভুর কাছে আমার শুধু এই যাচনা—এইটুকু মাত্র অন্বেষণ করি—আমি প্রভুর গৃহে বাস করতে চাই আমার জীবনের সমস্ত দিন, প্রভুর কান্তির উপর যেন দৃষ্টি রাখতে পারি, তাঁর মন্দির দর্শনে মুগ্ধ হতে পারি।* একটা দিন যায় একটা দিন আসে, এতে তো সেপ্রকার দিনের পরম্পরা নেই, একটা দিনের অন্তও আর একটা দিনের সূচনা নয়; কিন্তু সকল দিন অন্তহীন হয়ে একসঙ্গে মিলে রয়েছে, আর এ দিনগুলি যে জীবনের অধিকার, সেই জীবনও অন্তহীন।

এ ধন্য জীবন অর্জন করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং প্রকৃত জীবন আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন—বেশি কথায় নয়, ঠিক যেন যত বেশি কথা আমরা বলব তত বড় সাড়া পাব। কেননা আমরা তাঁরই কাছে প্রার্থনা করি যিনি—

স্বয়ং প্রভুর বাণী অনুসারে—আমরা যাচনা করার আগেও আমাদের সকল প্রয়োজন জানেন।

আমরা যাচনা করার আগে যিনি আমাদের সকল প্রয়োজন জানেন, তিনি যে আমাদের প্রার্থনা করতে আদেশ করেন, একথা আমাদের কেমন যেন অদ্ভুত লাগতে পারে, আমরা যদি না উপলব্ধি করি যে, আমাদের প্রভু ঈশ্বর আমাদের ইচ্ছা জানবার জন্য তত তৎপর নন, কারণ তা তাঁর জানা কথা; তিনি বরং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদের বাসনা সতেজ করতেই অভিপ্রায় করেন, তিনি যা দিতে প্রস্তুত, তা যেন আমরা পেতে পারি। বস্তুত তাঁর দান খুবই মহান, কিন্তু তা পেতে আমরা ছোট ও সঙ্কীর্ণ। এজন্য আমাদের বলা হয়, *তোমরাও হৃদয় খুলে দাও; অবিশ্বাসীদের সঙ্গে অসঙ্গত সংসর্গের জোয়ালে নিজেদের আবদ্ধ হতে দিয়ো না।*

দান সত্যিই মহান: কোন চোখ তা কখনও দেখেনি কারণ তার কোন রঙ নেই, কোন কানও তা কখনও শোনেনি কারণ তার কোন শব্দ নেই, কোন মানুষের অন্তরেও তা কখনও প্রবেশ করেনি কারণ মানুষের হৃদয়েরই বরং সেখানে প্রবেশ করার কথা। আমাদের বিশ্বাস যত গভীরতর, আমাদের আশা যত দৃঢ়তর, ও আমাদের ভালবাসা যত উজ্জ্বলতর, তত মহত্তর পরিমাণে সেই দান ধারণ করতে পারব।

এজন্য আমরা এ বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে অবিরত বাসনায় প্রার্থনা করে থাকি; কিন্তু তবুও নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট কালে আমরা ঈশ্বরের কাছে কথায়ও প্রার্থনা করি, যাতে এ কথাগুলোর মধ্য দিয়ে নিজেদের উদ্দীপিত করি, ও সেইসঙ্গে নিজেদের সচেতন করি সেই বাসনায় কতটুকু অগ্রসর হয়েছি, ও তার বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিক সচেষ্ট হতে নিজেদের অনুপ্রাণিত করি। কেননা বাসনা যত উজ্জ্বলতর হবে, বাসনার ফল তত মহত্তর হবে। সুতরাং প্রেরিতদূত যখন বলেন, *অবিরত প্রার্থনা কর,* তখন এ বাণীর অর্থ এছাড়া কী হতে পারে যে, যিনিই মাত্র তা দান করতে পারেন, অবিরত আকাঙ্ক্ষায় তাঁর কাছে সেই ধন্য জীবন যাচনা কর—এমন জীবন যা অনন্ত না হলে শূন্য!

শ্লোক যেরে ২৯:১৩,১২,১১

প্র তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে।
উ তোমরা আমাকে ডাকবে, আমার কাছে এসে প্রার্থনা করবে, আর তখনই আমি তোমাদের সাড়া দেব।
প্র আমার পরিকল্পনা শান্তিরই পরিকল্পনা, অমঙ্গলের পরিকল্পনা নয়, যেন তোমাদের দিতে পারি একটা ভবিষ্যৎ, একটা আশা।
উ তোমরা আমাকে ডাকবে, আমার কাছে এসে প্রার্থনা করবে, আর তখনই আমি তোমাদের সাড়া দেব।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হো ৯:১-১৪

দুঃখ ও নির্বাসন সংক্রান্ত ভাববাণী

হে ইস্রায়েল, তত আনন্দ-ফুর্তি করো না,
জাতিসকলের মতও উল্লাসে মেতে উঠো না,
কারণ তুমি বেশ্যাচার করার জন্য
তোমার আপন পরমেশ্বরকে ছেড়ে দূরে গেছ;
শস্যের যত খামারে তোমার বেশ্যাগিরির মজুরি ভালবেসেছ।
খামার বা আঙুরমাড়াইকুণ্ড তাদের খাদ্য দেবে না,
নতুন আঙুররসও তাদের আশাভ্রষ্ট করবে।
তারা প্রভুর দেশে আর বাস করবে না,
এফ্রাইমকে মিশরে ফিরে যেতে হবে,
ও আসিরিয়ায় অশুচি খাদ্য খেতে হবে।

তারা প্রভুর উদ্দেশে আঙুররস-নৈবেদ্য আর ঢালবে না,
তাদের সমস্ত বলিদান তাঁর প্রীতিকর হবে না।
শোকের রুটিই হবে তাদের রুটি,
যারা তা খাবে, তারা অশুচি হবে।
তাদের রুটি হবে কেবল তাদেরই জন্য, যেহেতু প্রভুর গৃহে তা প্রবেশ করবে না।
মহাপর্বদিনে তোমরা তখন কী করবে?
কী করবে প্রভুর পর্বোৎসবে?
দেখ, তারা বিনাশ থেকে রেহাই পাবে,
কিন্তু মিশর তাদের ঘিরে ফেলবে,
মেম্ফিস হবে তাদের কবরস্থান।
তাদের যত রুপোর পাত্র হবে বিছুটিগাছের অধিকার,
তাদের তাঁবুতে তাঁবুতে গজে উঠবে কাঁটাগাছ।
দণ্ডের দিনগুলি এসে গেছে,
প্রতিফল-দানের দিনগুলি এবার উপস্থিত,
—একথা ইস্রায়েল জ্ঞাত হোক:
নবী উন্মাদ, অনুপ্রাণিত মানুষ নির্বোধ—
এসব কিছুর কারণ হল তোমার বহু অপরাধ, তোমার ভারী বিদ্বেষ।
আমার পরমেশ্বরের সঙ্গে যে নবী, সে-ই এফ্রাইমের প্রহরী,
কিন্তু তার সকল পথে রয়েছে ব্যাধের ফাঁদ,
তার আপন পরমেশ্বরের গৃহেও রয়েছে বিদ্বেষ।
গিবেয়ার সময়ের মতই তারা অত্যন্ত ভ্রষ্ট,
কিন্তু তিনি তাদের অপরাধ স্মরণ করবেন,
তাদের পাপের শাস্তি দেবেন।
আমি মরুপ্রান্তরে আঙুরফলের মত ইস্রায়েলকে পেয়েছিলাম;
আমি ডুমুরগাছের অগ্রিম আশুপক্ব ফলের মত তোমাদের পিতৃপুরুষদের দেখেছিলাম;
কিন্তু তারা বায়াল-পেওরের কাছে এসে পৌঁছেই
সেই লজ্জাকর বস্তুর উদ্দেশে নিজেদের নিবেদন করল,
তাদের ভালবাসার বস্তুর মত ঘৃণ্য হয়ে পড়ল।
এফ্রাইমের গৌরব উড়ে যাবে পাখির মত,
আর প্রসব হবে না, গর্ভ ও গর্ভধারণও আর হবে না।
যদিও তারা সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে,
তারা মানুষ হবার আগেই তাদের আমি উচ্ছেদ করব;
ধিক্ তাদের, যদি আমি তাদের ত্যাগ করি কোন দিন!
আমি তো দেখতে পাচ্ছি,
এফ্রাইমকে আমি দেখতাম নবীন ঘাসের মাঠে রোপিত তুরসের মত;
তাই এফ্রাইম তার সন্তানদের নিয়ে যাবে জবাইখানায়!
প্রভু, তাদের দাও …; তাদের তুমি কী দেবে?
তাদের অনুর্বর গর্ভ ও শুষ্ক বুক দাও!

শ্লোক সাম ৬০:৩,১৩; হো ৯:৭

℣ হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের ত্যাগ করেছ, করেছ ভগ্নচূর্ণ; তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে, এখন ফিরে এসো আমাদের

কাছে।

℣ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তায় এসো, বৃথাই যে মানুষের দেওয়া পরিত্রাণ।

℟ দণ্ডের দিনগুলি এসে গেছে, প্রতিফল-দানের দিনগুলি এবার উপস্থিত।

℣ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তায় এসো, বৃথাই যে মানুষের দেওয়া পরিত্রাণ।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ২য় পুস্তক ৫

সুখী সেই মানুষ, যে প্রভুতে ভরসা রাখে

ইহুদী জাতির মানুষেরা সত্যিই অসাধারণ নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে মনে করেছিল, তারা শত্রুর হাতে কখনও পড়বে না, শত্রুরা তাদের কখনও আক্রমণ করবে না, এমনকি মনে করেছিল, চূড়ান্ত অপকর্ম সাধন করলেও ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ করলেও তারা শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করে যেতে পারবে। বস্তুত তারা প্রতিমার সামনে প্রণিপাত করল, ও বট ও বেল গাছের নিচে বেদি ও মন্দির নির্মাণ করে পরমপবিত্র ঈশ্বরের গৌরব অবজ্ঞা করে অসার দেব-দেবীর কাছে অর্ঘ্য নিবেদন করল।

যেরুসালেম-বাসীদের কাছে যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে এ বাণী দেওয়া হল: *তোমরা আর বলো না, 'প্রভুর মন্দির, প্রভুর মন্দির, এই তো প্রভুর মন্দির!' কারণ তোমরা যদি তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার না কর, তাহলে আমি এ স্থানের এমন দশা ঘটাব যেভাবে শীলোর বেলায় ঘটিয়েছি।* নবী মিখার মধ্য দিয়েও তিনি তাদের আঘাত করেছিলেন, তিনি তো বলেছিলেন, *তার নেতারা উপহারের আশাতেই বিচার সম্পাদন করে, তার যাজকেরা অর্থলালসাতেই নির্দেশবাণী দেয়, তার নবীরা টাকার লোভে দৈববাণী উচ্চারণ করে। এমনকি প্রভুর উপর নির্ভর করে বলে: 'আমাদের মধ্যে কি প্রভু নেই? কোন অমঙ্গল আমাদের নাগাল পাবে না!' এজন্য, তোমাদের কারণে, সিয়োন লাঙল দ্বারা চাষ করা মাটির মত হবে, যেরুসালেম ধ্বংসস্তূপের ঢিপি হবে, এবং গৃহের পর্বত হবে ঝোপে ভরা উচ্চস্থান!*

তিনি এখানে যেকোনিয়ার মন্দিরগুলোর ধ্বংসের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন, ও সেই ইস্রায়েলীয়দের নিন্দা করেন, যারা তেমন অমঙ্গলের মধ্যে থাকলেও ও তীব্রতম ও প্রায়ই অপরিহার্য দুর্দশার মধ্যে থাকলেও অবস্থা বুঝেই এমন প্রতিকার নিতে অস্বীকার করল, যা দ্বারা স্বর্গীয় প্রসন্নতা তুষ্ট করতে পারত। প্রকৃতপক্ষে তাদের কান্না ও মিনতি করা উচিত ছিল, ঈশ্বরের গৃহে আরোহণ করা, তপস্যাকাল আহ্বান করাও উচিত ছিল, কেবল ঈশ্বরের কাছে ত্রাণশক্তি চেয়ে এ যাচনা করাও উচিত ছিল, তিনি যেন পথভ্রষ্টদের অপরাধ ভুলে যান।

অন্য নবীর মুখ দিয়ে তিনি তাদের কাছে এও শেখাচ্ছিলেন: *যাজকেরা, চটের কাপড় কোমরে জড়িয়ে বিলাপ কর; যজ্ঞবেদির সেবক যারা, তোমরাও চিৎকার কর; এসো, আমার পরমেশ্বরের সেবক যারা, চটের কাপড়ে সারারাত জেগে কাটাও, কারণ তোমাদের পরমেশ্বরের গৃহ শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য থেকে বঞ্চিত। উপবাস-কাল ঘোষণা কর, জনসভা আহ্বান কর, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহে প্রবীণদের ও দেশনিবাসী সকলকে সমবেত কর, প্রভুর কাছে হাহাকার করে বল, হায়, হায়, সেই দিন!* অতএব এ সমস্ত কিছু করেই অনন্য ত্রাণকর্তাকে প্রসন্ন করা উচিত ছিল। অথচ তারা আস্থা ও গর্বে স্ফীত হয়ে এ সমস্ত কিছু করতে চিন্তাটুকুও করল না, বরং পিতৃপুরুষদের ধর্মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করে সেই উচ্চস্থানে ফিরে গেল।

চারদিকে স্ত্রীলোকদের ও ছেলেদের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, তারা তো ক্ষুধা ও তেষ্টায় পরিশ্রান্তই ছিল; বাস্তবিকই অবরুদ্ধ এক নগরীতে তেমন কিছু ঘটা স্বাভাবিক।

অথচ মনপরিবর্তন লাভের জন্যই চিৎকার করা ও ঈশ্বরের সামনে চোখের জল ফেলা দরকার ছিল! তিনি বলেছিলেন, তোমরা যুদ্ধ শুরু করার আগে, তোমরা খড়্গ হাতে তুলে নেওয়ার আগে, শত্রুদের প্রতিরোধ করার আগেই নগরী মরদেহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সুতরাং পরিত্রাণ লাভের জন্য এ উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় যে, এ সমস্ত কিছু দিয়ে যে কেউ ত্রাণকর্তা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করতে সক্ষম, বিরাট বিপদের সম্মুখীন হলেও সে ধর্মরীতি অনুসারেই তা পালন করবে। ঠিক একথা ইঙ্গিত করে ধন্য দাউদ গান করেন, *হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, সুখী সেই মানুষ, যে তোমার উপর ভরসা রাখে।*

শ্লোক সাম ১০৬:৪৭,৪

℣ আমাদের ত্রাণ কর গো প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, বিজাতিদের মধ্য থেকে আমাদের সংগ্রহ কর,
℟ আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের প্রতি ধন্যবাদ জানাতে পারি, গর্ব করতে পারি
তোমার প্রশংসাগানে।
℣ তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে স্মরণে রেখ, প্রভু; তোমার পরিত্রাণদানে আমাকে দেখতে এসো,
℟ আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের প্রতি ধন্যবাদ জানাতে পারি, গর্ব করতে পারি
তোমার প্রশংসাগানে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এস্থার ৩:১-১৩,১৪-১৫

ইহুদীরা মহাবিপদের সম্মুখীন

সেসময়, আহাসুয়েরোস রাজা উচ্চতর পদে উন্নীত করার জন্য আগাগীয় হাম্মেদাথার সন্তান হামানকে বেছে নিলেন। তাকে উচ্চতর পদে উন্নীত করে তিনি তার সকল সহপরিষদের চেয়ে তাকেই উচ্চতর আসন দিলেন। তাই রাজার যে পরিষদেরা রাজদ্বারে থাকত, তারা সকলে হামানের সামনে হাঁটুপাত ও প্রণিপাত করত, কারণ রাজা তার সম্বন্ধে ঠিক এই আজ্ঞা করেছিলেন; কিন্তু মোর্দেকাই হাঁটুপাতও করতেন না, প্রণিপাতও করতেন না। এজন্য রাজার যে পরিষদেরা রাজদ্বারে থাকত, তারা মোর্দেকাইকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রাজার আজ্ঞা কেন অমান্য করেন?' কিন্তু তবুও প্রত্যেক দিন তাঁকে একথা বললেও তিনি তাদের কথায় কান দিতেন না। শেষে তারা ব্যাপারটা হামানকে জানাল; আসলে তারা দেখতে চাচ্ছিল, মোর্দেকাই নিজের ব্যবহারে স্থির থাকবেন কিনা, কারণ তিনি তাদের কাছে নিজের ইহুদী পরিচয় দিয়েছিলেন। হামান নিজে যখন দেখল যে, আসলে মোর্দেকাই তার সামনে হাঁটুপাতও করতেন না, প্রণিপাতও করতেন না, তখন তার অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। আর যেহেতু তাকে বলা হয়েছিল মোর্দেকাই কোন্ জাতের মানুষ, সেজন্য সে ভাবল যে, সে যে তাঁর উপর হাত তুলবে, কেবল তা-ই করা তাকে মানাবে না, বরং মোর্দেকাইয়ের জাতিকে, আহাসুয়েরোসের সমগ্র রাজ্যে যত ইহুদী ছিল, তাদের সকলকেই বিনাশ করবে বলে স্থির করল।

আহাসুয়েরোস রাজার দ্বাদশ বর্ষের প্রথম মাসে, অর্থাৎ নিসান মাসে, হামানের সাক্ষাতে দিন ও মাস নির্ধারণ করার জন্য 'পুর' অর্থাৎ গুলিবাঁট করা হল। গুলিবাঁট দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনেই পড়ল; তখন হামান আহাসুয়েরোস রাজাকে বলল, 'আপনার রাজ্যের সকল প্রদেশ জুড়ে জাতিগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়া এমন জাতি আছে যা নিজেকে পৃথক রেখেছে; অন্য সকল জাতির বিধানের চেয়ে এ জাতির বিধান ভিন্ন, মহারাজের বিধানও তারা মানে না; সুতরাং তাদের থাকতে দেওয়া মহারাজের উচিত নয়। মহারাজ এতে প্রীত হলে, তবে তাদের বিনাশ-দণ্ড জারি করা হোক, আর আমি রাজভাণ্ডারে রাখার জন্য রাজকর্মাধ্যক্ষদের হাতে দশ হাজার তলন্ত রুপো দেব।' তখন রাজা হাত থেকে আঙটি খুলে তা আগাগীয় হাম্মেদাথার সন্তান সেই ইহুদীদের নির্যাতক হামানকে দিলেন। রাজা হামানকে বললেন, 'টাকাটা রাখ; আর সেই জাতির বিষয়ে তুমি যা খুশি কর।' প্রথম মাসের ত্রয়োদশ দিনে রাজসচিবদের আহ্বান করা হল; সেদিন সব দিক থেকে হামানের সমস্ত আজ্ঞা অনুসারে রাজার নিযুক্ত ক্ষিতিপালদের ও প্রত্যেক প্রদেশের প্রদেশপালদের এবং প্রত্যেক জাতির প্রধানদের কাছে, প্রত্যেক প্রদেশের বর্ণমালা অনুসারে ও প্রত্যেক জাতির ভাষা অনুসারে পত্র লেখা হল। তেমন রাজপত্র আহাসুয়েরোস রাজার নামে লেখা হল ও রাজার আঙটির সীল দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করা হল। পত্রগুলো রাজদূতদের দ্বারা রাজার অধীনস্থ সকল প্রদেশে পাঠানো হল, তাতে এই হুকুম লেখা ছিল যে, আদার মাসের, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনে, একই দিনেই, যুবা-বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রীলোক সমেত সমস্ত ইহুদী মানুষকে সংহার, হত্যা ও বিনাশ করা হবে, এবং তাদের সম্পদ লুট করা হবে।

এই রাজাজ্ঞা যেন প্রত্যেক প্রদেশে বিধান রূপেই জারি করা হয়, এজন্য তার নানা অনুলিপি সকল জাতির কাছে প্রকাশ করা হল, যেন সেই দিনটির জন্য সকলে প্রস্তুত থাকে। রাজার আদেশে রাজদূতেরা যত শীঘ্রই রওনা

হল; এমনকি, সুসা রাজপুরীতে রাজাজ্ঞাটা সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকারী করা হল। এবং রাজা ও হামান উৎসব ও পান করতে করতে সুসা নগরী হতভম্ব হয়ে পড়ল।

শ্লোক এস্থার ৪:১৭খ; সাম ৪৪:২৭; এস্থার ৪:১৭জ

প্র প্রভু, প্রভু, সর্বশক্তিমান রাজা, সমস্ত কিছুই তোমার ক্ষমতার অধীন; তোমার দৃঢ় ইচ্ছায় কেউই তোমার সামনে দাঁড়াতে পারে না:

উ তোমার কৃপার দোহাই সাধন কর আমাদের মুক্তিকর্ম!

প্র আমার প্রার্থনা শোন: আমাদের শোক আনন্দে পরিণত কর;

উ তোমার কৃপার দোহাই সাধন কর আমাদের মুক্তিকর্ম!

দ্বিতীয় পাঠ - প্রবার কাছে সাধু আগস্তিনের পত্র **১৩০শ পত্র ৯:১৮—১০:২০**

প্রার্থনার নির্দিষ্ট কাল

এসো, আমরা সবসময় সেই ধন্য জীবনের বাসনা পোষণ করি, যে জীবন প্রভু ঈশ্বর থেকে আগত; এসো, সবসময় প্রার্থনা করি। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজন রয়েছে, যা যা কোন ভাবে আমাদের বাসনা শিথিল করতে পারে, সেই সমস্ত চিন্তা ও কাজ থেকে প্রার্থনা-কর্মের দিকেই নির্দিষ্ট সময়ে মন ফিরিয়ে নিতে হবে, এবং প্রার্থনার বাণীর দিকে মনোযোগ রেখে আমাদের বাসনার বিষয়বস্তুতে মন নিবদ্ধ রাখতে হবে, পাছে যে বাসনা শিথিল হতে যাচ্ছিল তা একেবারে শীতল হয় ও ঘন ঘন ইন্ধনের অভাবে নিভে যায়।

তোমাদের যাচনা ঈশ্বরের সামনে জ্ঞাত হোক, প্রেরিতদূতের এ বাণীর অর্থ এ নয় যে, ঈশ্বরের কাছে তাই জ্ঞাত করা দরকার যা উচ্চারিত হওয়ার আগেও তাঁর কাছে জানা ছিল; বরং অর্থ এরূপ: বাগাড়ম্বরের মধ্য দিয়ে মানুষের সমর্থনের জন্য নয়, কিন্তু গভীর ভরসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই সমর্থনের জন্য যাচনাটি আমাদের কাছে জ্ঞাত হোক।

ব্যাপারটা এপ্রকার হলে, অর্থাৎ শুভ ও প্রয়োজনীয় কর্মের অন্য চাপ না থাকলে—যদিও এ ক্ষেত্রেও, যেমন আগে বলেছি, অবিরত প্রার্থনার বাসনা থাকা উচিত—, তবে দীর্ঘ সময় প্রার্থনায় রত থাকা অনুচিত ও বৃথা নয়। কেননা যদিও বেশ কয়েকজন মনে করে, বহু কথা ব্যয় করে প্রার্থনা করা ও দীর্ঘ সময় প্রার্থনায় রত থাকা এক, তবু তা নয়। বহু কথা এক ব্যাপার, দীর্ঘস্থায়ী ভক্তি অন্য ব্যাপার। আর আসলে স্বয়ং প্রভুর বিষয়ে লেখা আছে, তিনি প্রার্থনায় রত হয়ে রাত কাটাতেন, ও গেথসেমানি বাগানে দীর্ঘ সময় ধরে প্রার্থনায় রত ছিলেন। এতে তিনি আমাদের জন্য একটা আদর্শ ছাড়া আর কীবা দেখাতে অভিপ্রায় করছিলেন? তিনি তো বর্তমান কালে প্রসন্নতার খাতিরে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন, আবার তিনি সনাতন কালে পিতার সঙ্গে সাড়া দেন।

লোকে বলে, মিশরে সন্ন্যাসীরা ঘনঘন প্রার্থনা করেন, তবু এক একটা প্রার্থনা অতি সংক্ষিপ্ত ও শীঘ্রই উচ্চারিত, পাছে সকল প্রার্থীর প্রয়োজনীয় সেই একমন অতিরিক্ত কথার ফলে উবে যায় ও মনোযোগ নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ে। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা যথেষ্ট স্পষ্টভাবে এ কথাও দেখান যে, মনোযোগ বেশিক্ষণ অক্ষুণ্নভাবে রক্ষা করতে না পারলে যেমন প্রার্থনাকাল জোর করে দীর্ঘতর করা উচিত নয়, তেমনি মনোযোগ টিকে থাকলে প্রার্থনা ঘন ঘন বন্ধ করাও চলে না।

সুতরাং প্রার্থনা থেকে প্রলাপ দূরে থাকুক, কিন্তু মনোযোগ যতক্ষণ ভক্তিপূর্ণ থাকে, ততক্ষণ মিনতি অব্যহত থাকুক। কেননা প্রার্থনাকালে বেশি কথা বলা ঠিক যেন প্রয়োজনীয় ব্যাপারে নিষ্প্রয়োজনীয় কথা ব্যয় করা। কিন্তু অনেক প্রার্থনা করা বলতে যাঁর কাছে প্রার্থনা করি তাঁর দরজায় অবিরত ও ভক্তিপূর্ণ ভাবে ঘা দেওয়া বোঝায়।

প্রার্থনা-কর্তব্য তো কথার চেয়ে হৃদয়ের আর্তনাদে, ও প্রলাপের চেয়ে অশ্রুজলেই উত্তমরূপে পালিত। ঈশ্বর আমাদের অশ্রুজল নিজের সামনেই রাখেন; আমাদের আর্তনাদও তাঁরই কাছে গোপন নয়—তিনি তো বাণী দ্বারা সমস্ত কিছু নির্মাণ করলেন, ও মানবীয় কথার সন্ধান করেন না।

শ্লোক সাম ৮৮:২-৩; ইসা ২৬:৮

প্র প্রভু, ত্রাণেশ্বর আমার, দিনমানে চিৎকার করলাম, রাতে তোমার সামনে থাকি।
উ আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে যেতে পারে যেন।
প্র তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।
উ আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে যেতে পারে যেন।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হো ১০:১-১৫

রাজা ও সেই বাছুর ধ্বংসিত হবেই

ইস্রায়েল উর্বরতম আঙুরলতা ছিল, তাতে প্রচুর ফল ধরত;
কিন্তু তার ফল যত প্রচুর হত, সে তত যজ্ঞবেদি গাঁথত;
তার মাটি যত উৎকৃষ্ট হত, সে তত সুন্দর করত নিজ স্মৃতিস্তম্ভ।
তাদের হৃদয় পিচ্ছিল;
এখন তারা এর জন্য দণ্ড বহন করবে।
তিনি নিজে তাদের যত যজ্ঞবেদি ভেঙে ফেলবেন,
তাদের যত স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করবেন।
তখন তারা বলবে: 'আমাদের আর রাজা নেই,
কারণ আমরা প্রভুকে ভয় করিনি;
কিন্তু রাজাও কিবা করতে পারতেন?'
তারা অসার কথা বলে, মিথ্যা শপথ করে, নানা সন্ধি স্থির করে:
তাই ন্যায়বিচার মাঠের রেখায় রেখায় বিষগাছের মত ছড়িয়ে পড়ে।
সামারিয়ার অধিবাসীরা বেথ্-আবেনের সেই বাছুরটার জন্য উদ্বিগ্ন,
সেখানকার লোকেরা তার জন্য শোকপালন করে, তার পূজারিরাও তাই করে;
তার সেই যে গৌরব এখন আমাদের কাছ থেকে দূর করা হচ্ছে,
তার জন্য তারা মেতে উঠুক!
তাকেও মহান রাজার উপঢৌকন রূপে আসিরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে;
তখন এফ্রাইম লজ্জাবোধ করবে,
ইস্রায়েল তার সেই মন্ত্রণার জন্য লজ্জায় লাল হয়ে যাবে।
জলের উপরে খড়টুকরোর মত
সামারিয়া ও তার রাজা ভেসে ভেসে মিলিয়ে যাবে।
শঠতার যত উচ্চস্থান—যা ইস্রায়েলের পাপস্বরূপ—
সবই বিনষ্ট হবে,
তাদের সমস্ত যজ্ঞবেদির উপরে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ গজে উঠবে;
তারা পাহাড়পর্বতকে বলবে: 'আমাদের ঢেকে ফেল,'
উপপর্বতগুলোকে বলবে: 'আমাদের উপরে পড়।'
হে ইস্রায়েল, গিবেয়ার দিনগুলি থেকেই তুমি পাপ করে আসছ;
সেইখানে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছিল,
শঠতার বংশের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম,
তা কি গিবেয়াতে তাদের ধরবে না?

আমি তাদের দণ্ড দিতে আসছি;
তাদের বিরুদ্ধে জাতিসকল একজোট হবে,
কারণ তারা তাদের দ্বিগুণ শঠতার সঙ্গে লেগে আছে।
এফ্রাইম এমন পোষ-মানা গাভী,
যা শস্য মাড়াই করতে ভালবাসে;
কিন্তু তার সেই সুন্দর ঘাড়ের উপরে
আমি জোয়ালটা ভারী করে দেব;
আমি এফ্রাইমকে লাঙলে লাগাব,
যাকোবকে হাল টানতে হবে।
নিজেদের জন্য তোমরা ধর্মময়তার উদ্দেশে বীজ বোন,
কৃপা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ কর;
তোমাদের ফেলানো জমি চাষ কর:
প্রভুর অন্বেষণ করার সময় এসে গেছে,
যতদিন তিনি না এসে তোমাদের উপরে ধর্মময়তা বর্ষণ করেন।
তোমরা অপকর্ম চাষ করেছ,
অধর্ম-ফসল সংগ্রহ করেছ,
মিথ্যার ফল ভোগ করেছ।
তুমি তোমার রথে ও তোমার বহু বহু যোদ্ধায় ভরসা রেখেছ বলে
তোমার শহরগুলোর বিরুদ্ধে জেগে উঠবে যুদ্ধের কোলাহল,
ও তোমার যত দৃঢ়দুর্গের হবে সর্বনাশ।
যুদ্ধের দিনে সাল্‌মান যেমন বেথ্‌-আর্বেলের সর্বনাশ ঘটিয়েছিল,
এবং মাকে আছাড় মেরে ছেলেদের উপরেই টুকরো টুকরো করা হয়েছিল,
হে বেথেল, তোমার মহা অপকর্মের জন্য তোমার প্রতি তেমনি করা হবে:
প্রভাতে ইস্রায়েলের রাজা মিলিয়ে যাবে!

শ্লোক হো ১০:৮; মথি ২৪:২২

প্র শঠতার যত উচ্চস্থান—যা ইস্রায়েলের পাপস্বরূপ—সবই বিনষ্ট হবে;
উ তারা পর্বতগুলোকে বলবে: আমাদের ঢেকে ফেল; উপপর্বতগুলোকে বলবে: আমাদের উপরে পড়।
প্র সেই দিনগুলোর সংখ্যা যদি কমিয়ে দেওয়া না হত, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পেত না।
উ তারা পর্বতগুলোকে বলবে: আমাদের ঢেকে ফেল; উপপর্বতগুলোকে বলবে: আমাদের উপরে পড়।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **১:২**

নিজেদের জন্য জ্ঞানের আলো উজ্জ্বল কর

সুখী তারা, নিখুঁত যাদের পথ, প্রভুর বিধানে যারা চলে। সুখী তারা, যারা তাঁর নির্দেশমালা পালন করে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে যারা তাঁর অন্বেষণ করে। আহা, বাণী বিন্যাস কত সুন্দর, শিক্ষা ও অনুগ্রহে কতই না পরিপূর্ণ! তিনি তো আগে বলেন না *সুখী তারা, যারা তাঁর নির্দেশমালা পালন করে,* কিন্তু আগে বলেন, *সুখী তারা, নিখুঁত যাদের পথ;* কারণ তত্ত্বের আগে জীবনেরই অন্বেষণ করা প্রয়োজন; বস্তুত তত্ত্ব বিনাও উত্তম জীবন অনুগ্রহে পূর্ণ, কিন্তু জীবন বিনা তত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ নয়। তাছাড়া অমঙ্গলকর প্রাণে প্রজ্ঞার সঞ্চার হয় না, সেজন্য লেখা আছে, *দুর্জন আমার অন্বেষণ করে, কিন্তু আমাকে পাবে না,* কারণ অধর্মে মনশ্চক্ষু অন্ধ হয়, আর অপকর্মে অন্ধকারময় হলে মানুষ গভীর রহস্যগুলির সন্ধান পেতে পারে না। তাই প্রথম কাজ হল, জীবনের অশুভ কর্ম উচ্ছেদ করা ও জীবনাচরণ সংস্কার করা। এমন অনুক্রম অনুসারে এই সমস্ত কিছু নির্ধারণ ক'রে যাতে অপরাধের সংস্কার থাকে ও পবিত্রতার অনুগ্রহও থাকে, তবেই আমরা শিক্ষণীয় তত্ত্ব অধ্যয়নে মন দিতে পারব—তাও কিন্তু যথারীতি ও যথা নিয়ম

অনুসারে, অর্থাৎ আগে নীতিবিদ্যা ও পরে রহস্যময় বিদ্যা। প্রথমগুলি জীবন সংক্রান্ত, দ্বিতীয়গুলি জ্ঞান সংক্রান্ত, ফলত তুমি যদি পরমসিদ্ধি লাভ করতে ইচ্ছা কর, তবে জেনে রেখ যে, জ্ঞান বিনা জীবন নেই, আবার জীবন বিনাও জ্ঞান নেই: বরং উভয় পরস্পর পরিপূরক। এজন্য শাস্ত্র বলে, *নিজেদের জন্য তোমরা ধর্মময়তার উদ্দেশে বীজ বোন,* জীবনের ফল সংগ্রহ কর, নিজেদের জন্য জ্ঞানের আলো উজ্জ্বল করে তোল। তিনি তো আগে বলেন না, *উজ্জ্বল করে তোল,* আগে বলেন, *বীজ বোন,* আবার তিনি কেবল *ধর্মময়তার উদ্দেশে বীজ বোন* বলেন না, কিন্তু পরে এ কথাও বলেন, *জীবনের ফল সংগ্রহ কর,* আর এভাবে জ্ঞানের আলো উজ্জ্বল করে তোল, যাতে পরমসিদ্ধি চোখে দেখার ফলে শুধু নয়, সংগ্রহ করা ফলগুলিতেই প্রমাণিত হতে পারে। প্রথম সামসঙ্গীতও একই পদ্ধতি পালন করে: আগে পথ চলতে, পরে বিধান জপ করতে শেখায়। বস্তুত দুর্জনদের মন্ত্রণায় যে চলেনি, সে ভক্তি ও ধর্মময়তার পথও ছাড়েনি; তাই যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তাকে সুখী বলা হয়, কারণ সৎপথে চ'লে ও প্রভুর বিধান নিশিদিন জপ ক'রে সে সুখী হওয়ার অনুগ্রহ লাভ করে।

শ্লোক প্রবচন ২৩:২৬; ১:৯; ৫:১

℣ সন্তান আমার, তোমার আস্থা আমার উপর স্থাপন কর, তোমার চোখ আমার সমস্ত পথে নিবদ্ধ থাকুক।
℟ তা উভয়ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ।
℣ সন্তান আমার, আমার প্রজ্ঞার প্রতি মনোযোগ দাও, আমার সুবুদ্ধির প্রতি কান দাও।
℟ তা উভয়ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এস্থার ৪:১-১৭

সকল ইহুদীদের বিনাশ করার জন্য হামানের হুকুম

ব্যাপারটা জানতে পেরে মোর্দেকাই নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, চটের কাপড় পরলেন ও মাথায় ছাই মেখে নিলেন। পরে নগরীর মধ্যস্থলে গিয়ে জোর গলায় তিক্তকণ্ঠে চিৎকার করতে লাগলেন। তিনি রাজদ্বার পর্যন্ত গেলেন, কিন্তু চটের কাপড়ে রাজদ্বারে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। আর প্রত্যেক প্রদেশের যে কোন জায়গায় রাজার আদেশ ও তাঁর আজ্ঞাপত্র এসে পৌঁছলেই সেখানকার ইহুদীদের মধ্যে মহাশোক, উপবাস, কান্না ও বিলাপ হল, এবং অনেকের জন্য চট ও ছাই-ই বিছানা হল।

যখন এস্থার রানীর দাসীরা ও কঞ্চুকীরা এসে তাঁকে কথাটা জানাল, তখন তিনি মনোবেদনায় অভিভূত হলেন। মোর্দেকাই যেন চটের পরিবর্তে পোশাক পরেন, এই মর্মে তিনি তাঁকে পোশাক পাঠালেন, কিন্তু মোর্দেকাই তা নিতে চাইলেন না। তখন এস্থার নিজের সেবায় নিযুক্ত রাজকঞ্চুকী হাথাককে ডেকে তাকে আজ্ঞা দিলেন, যেন মোর্দেকাইয়ের কাছে গিয়ে অনুসন্ধান করে, ব্যাপারটা কী, ও কেন তিনি সেইভাবে ব্যবহার করছেন।

হাথাক রাজদ্বারের উল্টো দিকে নগরীর যে খোলা জায়গা রয়েছে সেখানে মোর্দেকাইয়ের কাছে গেল, এবং মোর্দেকাই তাঁর নিজের প্রতি যা যা ঘটেছিল, এবং ইহুদীদের বিনাশ করার জন্য হামান যে পরিমাণ রুপোর টাকা রাজভাণ্ডারে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এই সমস্ত কথা তাকে জানালেন। এবং তাদের বিনাশ করার জন্য যে আজ্ঞাপত্র সুসায় জারি করা হয়েছিল, তার একটা অনুলিপি তাকে দিলেন, এস্থারের অবগতির জন্য তা যেন তাঁকে দেখানো হয়; আবার তার মাধ্যমে তিনি এস্থারকে রাজার কাছে গিয়ে তাঁর দয়া প্রার্থনা করতে ও স্বজাতির হয়ে অনুরোধ রাখতে আজ্ঞা দিলেন।

তিনি তাঁকে বলে পাঠালেন: 'তোমার নিম্নাবস্থার সেই দিনগুলির কথা মনে রাখ, যখন আমার নিজের হাত তোমার মুখে খাবার দিত; কেননা, রাজার পরে পদমর্যাদায় যিনি দ্বিতীয় পদের অধিকারী, সেই হামান আমাদের প্রাণদণ্ড ঘটাবার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে। প্রভুকে ডাক, আমাদের সপক্ষে রাজার কাছে কথা বল, মৃত্যু থেকে আমাদের নিস্তার কর!'

ফিরে এসে হাথাক মোর্দেকাইয়ের কথা এস্থারকে জানাল, আর এস্থার মোর্দেকাইয়ের কাছে এই উত্তর দিয়ে বলে পাঠালেন, 'রাজ-পরিষদেরা ও প্রদেশগুলির অধিবাসীরা সকলেই একথা জানে যে, পুরুষ কি মহিলা, যে

কেউ আহূত না হয়ে ভিতরের প্রাঙ্গণে রাজার সামনে যায়, তার জন্য একটামাত্র ব্যবস্থা নেওয়া হবে—প্রাণদণ্ড! সে-ই মাত্র রেহাই পাবে, যার দিকে রাজা সোনার রাজদণ্ড বাড়াবেন। এখন কথা এ, আজ ত্রিশ দিন চলে গেল, কিন্তু রাজার কাছে যাবার জন্য আমাকে এখনও আহ্বান করা হয়নি।' এস্থারের এই কথা মোর্দেকাইকে জানানো হল, আর তিনি এস্থারকে এই উত্তর দিয়ে বলে পাঠালেন, 'রাজপ্রাসাদে আছ বিধায়ই সমস্ত ইহুদীর মধ্যে কেবল তুমিই নিষ্কৃতি পাবে, তা মনে করো না। না! এই সময়ে তুমি যদি নীরব থাক, তবে অন্য জায়গা থেকেই ইহুদীদের সহায়তা ও উদ্ধার আসবে, কিন্তু তুমি তোমার পিতৃকুলের সঙ্গে বিনষ্ট হবে। আর কে জানে? হয় তো ঠিক এই সময়ের জন্যই তোমাকে রানীপদে উন্নীত করা হয়েছে!'

তখন এস্থার মোর্দেকাইয়ের কাছে এই উত্তর দিয়ে বলে পাঠালেন, 'তুমি গিয়ে সুসায় উপস্থিত সমস্ত ইহুদীকে জড় করে আমার জন্য উপবাস কর; তিন দিন ধরে দিনরাত কিছুই খাবে না, কিছুই পান করবে না। আমার পক্ষ থেকে, আমি ও আমার দাসীরা একইভাবে উপবাস করে থাকব; তারপর আমি রাজার কাছে যাব, তা বিধানবিরুদ্ধ হলেও যাব; আর যদি আমাকে বিনষ্ট হতে হয়, হব।' মোর্দেকাই চলে গেলেন, এবং এস্থারের নির্দেশমত কাজ করলেন।

শ্লোক এস্থার ৪:১৭ট; তোবিত ১৩:২; যুদিথ ৬:১৯ দ্রঃ

প্র প্রভু, তুমি ছাড়া আমার অন্য সহায়তা নেই; তুমি যে শাস্তি দাও, আবার ক্ষমা কর,
উ যন্ত্রণাভুক্ত এ জনগণের পাপ ক্ষমা কর।
প্র স্বর্গেশ্বর প্রভু, আমাদের জাতির অবমাননার বিষয়ে দয়া কর:
উ যন্ত্রণাভুক্ত এ জনগণের পাপ ক্ষমা কর।

দ্বিতীয় পাঠ - প্রবার কাছে সাধু আগস্তিনের পত্র **১৩০শ পত্র ১১:২১–১২:২২**

প্রভুর প্রার্থনা

আমাদের পক্ষে কথা প্রয়োজন, যেন কথার মধ্য দিয়ে নিজেদের কাছে মনে করিয়ে দিতে পারি ও ভাবতেও পারি আমাদের যাচনার বস্তু; আমরা কিন্তু যেন মনে না করি যে, কথা দ্বারা প্রভুকে কিছু শেখাতে পারি বা তাঁকে আমাদের ইচ্ছায় নত করতে পারি।

সুতরাং যখন বলি, *তোমার নাম পবিত্রিত হোক,* তখন এমন বাসনা করতে নিজেদের উদ্দীপিত করি, যেন তাঁর সেই নাম, যা সবসময়ই পবিত্র, মানুষদের কাছেও পবিত্র বলে গণ্য হয়, অর্থাৎ কিনা সেই নামের যেন নিন্দা না হয়। তাছাড়া তেমন কথা ঈশ্বরের পক্ষে নয়, মানুষের পক্ষেই কল্যাণকর।

তারপর আমরা বলি, *তোমার রাজ্যের আগমন হোক;*—আমরা চাইলে বা না চাইলেও সেই রাজ্যের আগমন হবেই; তবু সেই বাণী উচ্চারণ করে আমরা আমাদের বাসনা সেই রাজ্যের প্রতিই উদ্দীপ্ত করে তুলি, যেন সেই রাজ্য আমাদের জন্য আসে, আর আমরা যেন সেই রাজ্যে রাজত্ব করার যোগ্য হয়ে উঠি।

যখন বলি, *তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক,* তখন তাঁর কাছে বাধ্যতাই প্রার্থনা করি, যেন তাঁর ইচ্ছা যেমন স্বর্গে দূতদের দ্বারা পালিত, তেমনি আমাদের দ্বারাও পালিত হয়।

যখন বলি, *আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দান কর,* তখন সেই 'আজ' বলতে এ বর্তমানকাল বোঝায়, যে কালে আমরা হয় উৎকৃষ্ট একটিমাত্র বস্তু উল্লেখ করায় প্রয়োজনীয় সব কিছুই যাচনা করি—অর্থাৎ কিনা 'রুটি' শব্দ দ্বারা আমরা সবকিছু বোঝাতে চাই—না হয় ভক্তদের সেই সাক্রামেন্ত যাচনা করি, যা এ বর্তমানকালে প্রয়োজনীয়—এ বর্তমানকালের জন্য তত নয়, বরং শাশ্বত আনন্দ পাবার জন্যই প্রয়োজনীয়।

যখন বলি, *আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি,* তখন নিজেদের কাছে স্মরণ করিয়ে দিই, আমরা কী যাচনা করি, ও ক্ষমা পাবার জন্য আমাদের পক্ষে কী করণীয়।

যখন বলি, *আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিয়ো না,* তখন এমন যাচনা করতে অনুপ্রাণিত হই, যাতে তাঁর সহায়তার অভাবে আমরা প্রবঞ্চিত হয়ে প্রলোভনে নিজেদের প্রশ্রয় না দিই, বা ভারাক্রান্ত হয়ে প্রলোভনে পতিত

না হই।

যখন বলি, *অমঙ্গল থেকে আমাদের নিস্তার কর,* তখন নিজেদের কাছে একথা স্মরণ করিয়ে দিই যে, যে মঙ্গলে আমরা আর কোন অমঙ্গল ভোগ করব না, সেই মঙ্গলে আমরা এখনও থাকি না। এ যাচনা প্রভুর প্রার্থনার শেষাংশেই উচ্চারিত, তবু তার অর্থ খুবই ব্যাপক: যে কোন দুরবস্থায় থাকুক না কেন মানুষ এ বচন দ্বারাই নিজ আর্তনাদ ব্যক্ত করুক, এ বচন জপ করেই চোখের জল ফেলুক, এ বচন থেকেই প্রার্থনা করতে শুরু করুক, এ বচন ধ্যানেই প্রার্থনায় রত থাকুক, এ বচন উচ্চারণেই প্রার্থনা শেষ করুক।

এ সমস্ত বচনের মধ্য দিয়ে আসল ব্যাপার মনে করিয়ে দেওয়া সত্যিই প্রয়োজন ছিল, কেননা অন্য যত বচন প্রার্থীর ভক্তি জাগাবার জন্য বা উজ্জ্বল করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলোতে আমরা নতুন এমন কিছু বলি না, প্রভুর প্রার্থনায় যার উল্লেখ নেই—অবশ্য আমরা যদি প্রভুর প্রার্থনা উপযুক্ত ও যথোচিত ভাবেই বলি! প্রার্থনাকালে যে কেউ এমন কথা ব্যবহার করে যা প্রভুর প্রার্থনার সঙ্গে মিলতে পারে না, তার প্রার্থনা অনুচিত নাও হতে পারে, তবু দৈহিক বটে। আর যখন একথা ভাবি যে, যারা পবিত্র আত্মায় নবজন্ম নিয়েছে, তাদের পক্ষে কেবল আত্মিক ভাবেই প্রার্থনা করা উচিত, তখন আমি বুঝতে পারি না, দৈহিক প্রার্থনা কেমন করে অনুচিত নাও হতে পারে।

শ্লোক ২ মা ১:৫,৩

℣ প্রভু তোমাদের প্রার্থনা শুনুন, তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন;
℟ প্রতিকূলতার সময়ে তিনি তোমাদের ত্যাগ না করুন।
℣ তিনি তোমাদের সকলকে এমন সদিচ্ছা মঞ্জুর করুন, যেন তোমরা তাঁকে আরাধনা কর এবং তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর।
℟ প্রতিকূলতার সময়ে তিনি তোমাদের ত্যাগ না করুন।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হো ১১:১-১১

ঈশ্বরের ভালবাসা প্রতিশোধের চেয়েও গভীর

প্রভু একথা বলছেন:
ইস্রায়েল যখন তরুণ ছিল, আমি তখন তাকে ভালবাসলাম,
মিশর থেকে আমার সন্তানকে ডেকে আনলাম।
কিন্তু আমি তাদের যত ডাকতাম,
তারা আমা থেকে তত দূরে চলে যেত;
তারা বায়াল-দেবদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করত,
দেবমূর্তির উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত।
এফ্রাইমকে আমিই হাঁটতে শিখিয়েছিলাম,
নিজেই তাদের হাত ধরে রাখতাম,
কিন্তু আমি যে তাদের যত্ন করছিলাম, তা তারা বুঝল না।
আমি মানবতা-বন্ধন দিয়ে, প্রেম-বাঁধন দিয়েই তাদের আকর্ষণ করতাম;
তাদের পক্ষে আমি এমন একজনেরই মত ছিলাম,
যে আপন শিশুকে মুখের কাছে তুলে নেয়;
তার দিকে হাত বাড়িয়ে আমি তার খাদ্য দিতাম।
সে মিশর দেশে ফিরে যাবে না,

আসিরিয়াই বরং হবে তার রাজা,
তারা যে আমার কাছে ফিরে আসতে অসম্মত হয়েছে!
তাদের শহরগুলির উপরে খড়্গ নেমে পড়বে,
তাদের নগরদ্বারের অর্গল ধ্বংস করবে,
তাদের মতলবের কারণে তাদের গ্রাস করবে।
আমার আপন জনগণ আমাকে ছেড়ে বিপথে যেতে প্রবণ,
ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলতে আহূত হলেও
তারা কেউই ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলতে জানে না।
এফ্রাইম, কেমন করে আমি তোমাকে ত্যাগ করব?
ইস্রায়েল, কেমন করে পরের হাতে তোমাকে তুলে দেব?
কেমন করে তোমাকে আদ্‌মার মত করব?
কেমন করে তোমার প্রতি সেইভাবে ব্যবহার করব
যেইভাবে ব্যবহার করেছিলাম জেবোইমের প্রতি?
আমার মধ্যে হৃদয় উৎপাটিত হচ্ছে,
আমার অন্ত্ররাজি করুণায় দগ্ধ হচ্ছে।
আমি আমার উত্তপ্ত ক্রোধ জ্বলে উঠতে দেব না,
এফ্রাইমের সর্বনাশ আর ঘটাব না,
কারণ আমি ঈশ্বর, মানুষ নই;
আমি তোমার মধ্যে সেই পবিত্রজন,
তোমার কাছে রোষভরে আসব না।
তারা প্রভুর অনুসরণ করবে,
তিনি সিংহের মত গর্জনধ্বনি তুলবেন:
আর তিনি যখন গর্জনধ্বনি তুলবেন,
তখন তাঁর সন্তানেরা পশ্চিম থেকে ছুটে আসবে,
তারা মিশর থেকে চড়ুই পাখির মত,
আসিরিয়া থেকে কপোতের মত ছুটে আসবে,
আর আমি তাদের আপন আবাসে তাদের বাস করাব।
প্রভুর উক্তি।

শ্লোক হো ১১:৮,৯; যেরে ৩১:৩

℣ আমার মধ্যে হৃদয় উৎপাটিত হচ্ছে, আমার অন্ত্ররাজি করুণায় দগ্ধ হচ্ছে—প্রভুর উক্তি।
℟ আমি আমার উত্তপ্ত ক্রোধ জ্বলে উঠতে দেব না, কারণ আমি ঈশ্বর, মানুষ নই।
℣ আমি চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি।
℟ আমি আমার উত্তপ্ত ক্রোধ জ্বলে উঠতে দেব না, কারণ আমি ঈশ্বর, মানুষ নই।

দ্বিতীয় পাঠ - সিয়েনার সাধ্বী কাথারিনা-লিখিত 'ঐশ যত্নশীলতার সংলাপ' ১৩

ঈশ্বর দয়ার অতল সাগর

হে আমার মধুময় প্রভু, তোমার জনগণের উপর ও পবিত্র মণ্ডলীর নিগূঢ়দেহের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর। আমি তোমাকে কতই না অপমান করেছি, ও কতগুলো অমঙ্গলের কারণ ও মাধ্যম হয়েছি—তেমন একটিমাত্র জঘন্য জীবের সম্মান গ্রহণ করার চেয়ে অনেককেই ক্ষমা ও জ্ঞানের আলো দান করেই তুমি অধিক গৌরবান্বিত হবে।

আমি নিজেকে জীবিত, ও তোমার জনগণকে মৃত দেখলে তবে আমার এমন কী হত? এমন কী হত যদি, যে

মণ্ডলী আলো হবার জন্যই জন্ম নিয়েছে, আমার পাপের ফলে ও অন্য মানুষদের পাপের ফলে আমি যদি তোমার প্রিয় কনে সেই মণ্ডলীকে অন্ধকারেই নিমজ্জিত দেখতাম?

অতএব, প্রেম যখন মানুষকে তোমার প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে সৃষ্টি করতে তোমাকেই উদ্দীপ্ত করেছে, তখন আমি সেই অসৃষ্ট প্রেমের খাতিরে তোমার জনগণের জন্য দয়া প্রার্থনা করি।

কোন্ কারণেই বা তুমি মানুষকে এত মর্যাদায় ভূষিত করেছিলে? কারণটা অবশ্যই সেই অনির্বচনীয় প্রেম, যা দ্বারা তুমি নিজের মধ্যে তোমার সৃষ্টজীবকে দেখে তার প্রেমে পড়েছ।

কিন্তু যে উৎকৃষ্ট মর্যাদায় তুমি তাকে রেখেছিলে, পাপের ফলে সে সেই মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। যে প্রেমাগ্নি দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছিলে, আবার সেই প্রেমাগ্নি দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে তুমি মানবজাতির কাছে তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার উপায় দান করতে ইচ্ছা করেছ। এজন্য তুমি তোমার অদ্বিতীয় পুত্র সেই বাণীকে আমাদের দান করেছ।

তিনি আমাদের ও তোমার মধ্যে মধ্যস্থ হলেন। আমাদের অধর্ম নিজের দেহে দণ্ডিত করে তিনি নিজে আমাদের ধর্মময়তা হলেন। তিনি সেই আদেশের প্রতি বাধ্য হলেন, যে আদেশ তুমিই, হে সনাতন পিতা, তাঁকে দিয়েছিলে যখন তাঁকে আমাদের মানবতা পরিয়েছিলে। আহা, কেমন প্রেমের অতল সাগর! তেমন উৎকৃষ্টতাকে তেমন হীনাবস্থায় তথা আমাদের মানবদশায় অবতীর্ণ দে'খে কোন্ হৃদয় দয়ায় বিগলিত না হবে?

আমরা তোমার প্রতিমূর্তি, এবং মানুষের ও তোমার নিজের মধ্যে তুমি যে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত করেছ, সেই সংযোগ গুণে তুমিও আমাদের প্রতিমূর্তি—এতে তুমি আদমের বিকৃত মানবতার হীনতর মেঘে নিজের সনাতন ঈশ্বরত্বকে আবৃত করেছ!

এর কারণ কী? নিশ্চয়ই প্রেম!

এ অবর্ণনীয় প্রেমের খাতিরে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, মিনতি জানাই: তোমার সৃষ্টজীবদের প্রতি করুণা দেখাও।

শ্লোক সাম ১০১:১-৩

প্র আমি গান করব কৃপা ও ন্যায়ের কথা, তোমার উদ্দেশে, প্রভু, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার।
উ ঘরে আমি অন্তরের সততায় আচরণ করব।
প্র নিখুঁত পথে প্রবুদ্ধ হয়ে চলব, তুমি কবে আমার কাছে আসবে?
উ ঘরে আমি অন্তরের সততায় আচরণ করব।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এস্থার ৪:১৭ঞ-১৭ভ

এস্থার রানীর প্রার্থনা

এস্থার রানী তেমন মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে প্রভুর কাছে আশ্রয় নিলেন। পর্বীয় পোশাক ছেড়ে দুর্দশা ও শোকের কাপড় পরলেন; দামী সুগন্ধি তেলের বদলে মাথায় ছাই ও গোবর মেখে নিলেন; কঠোরভাবে দেহসংযম করলেন, এবং তাঁর আগেকার আনন্দপূর্ণ অলঙ্কারের স্থান এখন তাঁর ছিঁড়ে ফেলা চুলে ভরে গেল। পরে তিনি এই বলে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সেই প্রভুকে মিনতি জানালেন: 'হে আমার প্রভু, হে আমাদের রাজা, তুমি অদ্বিতীয়! আমার সহায়তায় এসো, আমি তো একাকিনী, আর তুমি ছাড়া আমার অন্য সহায়তা নেই; আমার সামনে মহাবিপদ উপস্থিত! জন্ম থেকে, আমার মাতাপিতার কোলে থাকতেই আমি একথা শুনেছি যে, তুমি, প্রভু, সকল দেশের মধ্য থেকে ইস্রায়েলকে, ও তাঁদের পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদেরই তোমার চিরকালীন উত্তরাধিকার হবার জন্য বেছে নিয়েছ, এবং তাঁদের কাছে যা করবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তাঁদের প্রতি সেইমত করেছ।

কিন্তু আমরা এখন তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি, আর তুমি আমাদের শত্রুদের হাতে আমাদের তুলে দিয়েছ,

কারণ আমরা তাদের দেবতাদের প্রতি গৌরব আরোপ করেছি। প্রভু, তুমি ধর্মময়!

কিন্তু এখন আমাদের দাসত্বের তিক্ততা তাদের কাছে আর যথেষ্ট হচ্ছে না; না, তাদের দেবতাদের কাছে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে, তোমার আপন ওষ্ঠ যে বিধি উচ্চারণ করেছে, তারা তা বাতিল করে দেবে, তোমার উত্তরাধিকারকে নিঃশেষ করবে, যারা তোমার প্রশংসা করে, তাদের মুখ স্তব্ধ করে দেবে, তোমার গৃহের গৌরব ও তোমার যজ্ঞবেদি নিভিয়ে দেবে, অপরদিকে তারা বিজাতীয়দের মুখ খুলে দেবে, তারা যেন অসার দেবতাদের প্রশংসা করে ও রক্তমাংসের একটা রাজার প্রতি দৈবমর্যাদা চিরকালের মত আরোপ করে।

প্রভু, তোমার রাজদণ্ড ছেড়ে দিয়ো না এমন দেবতাদের হাতে যাদের কোন অস্তিত্বও নেই। এমনটি হতে দিয়ো না যে, আমাদের পতন হবে তাদের হাসির কারণ। বরং তাদের এই সঙ্কল্প তাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে ফেরাও, এবং যে মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে এই নির্যাতন চালাচ্ছে, দারুণ শাস্তিদানে তাকে দণ্ডিত কর।

প্রভু, স্মরণ কর! আমাদের সঙ্কটের দিনে দেখা দাও! আমাকে, এই আমাকে সাহস দান কর, হে দেবতাদের রাজা, হে সমস্ত কর্তৃত্বের প্রভু!

আমি যখন সিংহের সম্মুখীন হব, তখন আমার মুখে সুচিন্তিত বাণী রাখ; তার হৃদয়কে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে ফেরাও, সেই শত্রু ও তার মত যারা, তারা সকলেই যেন বিনষ্ট হয়!

আর এই আমাদের, তোমার হাত দ্বারা তুমি আমাদের নিস্তার কর, আমার সহায়তায় এসো, আমি তো একাকিনী, আর তুমি ছাড়া, প্রভু, আমার পক্ষে অন্য কেউ নেই!

তুমি সবকিছুই জান; এও জান যে, ভক্তিহীনদের গৌরব আমার বিতৃষ্ণার পাত্র, আমি অপরিচ্ছেদিতদের ও সমস্ত বিজাতীয়দের শয্যা ঘৃণা করি। তুমি আমার প্রয়োজন জান, এও জান যে, যেদিন আমাকে রাজপ্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়, সেদিন যে কাপড় আমার মাথা ভূষিত করে, আমি রাজমর্যাদার সেই প্রতীক-চিহ্নও ঘৃণা করি—দূষিত একটা কাপড়ের মতই তা ঘৃণা করি; এবং আমার বিরতির দিনে তা মাথায় জড়াই না। তোমার এই দাসী হামানের খাবার টেবিলে বসেনি, রাজার ভোজসভাকেও মর্যাদা দেয়নি, পানীয়-নৈবেদ্যের পানীয়ও মুখে দেয়নি। না, যেদিন তোমার দাসী এই নবীন অবস্থায় এসেছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে তোমাতে ছাড়া, হে প্রভু, আব্রাহামের ঈশ্বর, অন্য কিছুতেই আনন্দ পায়নি।

যাঁর শক্তি সকলকেই নত করে হে ঈশ্বর, হতভাগাদের কণ্ঠস্বর শোন! দুর্জনদের হাত থেকে আমাদের নিস্তার কর, আমার নিজের ভয় থেকে আমাকে নিস্তার কর!'

শ্লোক এস্থার ৪:১৭থ,দ,জ; প্রজ্ঞা ১২:১০ দ্রঃ

প্র আমাকে সাহস দান কর, হে দেবতাদের রাজা, হে সমস্ত কর্তৃত্বের প্রভু,
উ আমার মুখে সুচিন্তিত বাণী রাখ।
প্র অনুতাপ করার সুযোগ দাও। যারা তোমার স্তুতিগান করে, তাদের মুখ স্তব্ধ করা হবে, এমনটি হতে দিয়ো না;
উ আমার মুখে সুচিন্তিত বাণী রাখ।

দ্বিতীয় পাঠ - প্রবার কাছে সাধু আগস্তিনের পত্র **১৩০শ পত্র ১২:২২–১৩:২৪**

এমন কিছু পাবে না, যা এ প্রার্থনায় নিহিত নয়

যে বলে, *তাদের চোখে যেমন আমাদের মাঝে নিজেকে দেখিয়েছ পবিত্র, আমাদের চোখে তেমনি তাদের মাঝে নিজেকে দেখাও মহান, ও তোমার যাজকেরা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হোক, সে তোমার নাম পবিত্রিত হোক* ছাড়া আর কী বলে?

যে বলে, *হে পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ, সে তোমার রাজ্যের আগমন হোক* ছাড়া আর কী বলে?

যে বলে, *তোমার কথামত আমার চরণ সুস্থির কর, অপকর্ম যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে, সে তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক* ছাড়া আর কী বলে?

যে বলে, *আমাকে দরিদ্রতা বা ঐশ্বর্য দিয়ো না, সে আমাদের দৈনিক রুটি অদ্য আমাদের দাও* ছাড়া আর কী বলে?

যে বলে, *প্রভু, দাউদের কথা, তাঁর সেই দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ কর, ও প্রভু, আমি যদি এমন কিছু করে থাকি, আমার হাতে যদি কোন অন্যায় থাকে, যারা আমার অমঙ্গল করেছে, তাদের কাছে যদি অমঙ্গল ফিরিয়ে দিয়ে থাকি, সে আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি* ছাড়া আর কী বলে?

যে বলে, *শত্রুদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর, পরমেশ্বর আমার, আক্রমণকারীদের হাত থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ, সে অমঙ্গল থেকে আমাদের নিস্তার কর* ছাড়া আর কী বলে?

আর তুমি যদি পবিত্র শাস্ত্রে সকল পুণ্য বচনের মধ্য দিয়ে যাও, তবে আমি মনে করি, তুমি এমন কিছুই পাবে না যা প্রভুর প্রার্থনায় অন্তর্ভুক্ত ও নিহিত নয়। সুতরাং প্রার্থনাকালে আমরা একই বিষয়বস্তু প্রার্থনা করলেও ভিন্ন ভিন্ন কথা ব্যবহার করতে পারি; কিন্তু ভিন্ন বিষয়বস্তু প্রার্থনা করা উচিত নয়।

এ সমস্ত কিছু আমাদের নিজেদের জন্য, আমাদের আত্মীয়স্বজনদের জন্য, অপরিচিতদের জন্য, এবং—কোন সন্দেহ নেই!—শত্রুদেরও জন্য যাচনা করা উচিত, যদিও প্রার্থীর হৃদয়ে উদিত হয় বা ভেসে ওঠে এমন মনোভাব, যা আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব-সম্পর্কের দূরত্ব বা সান্নিধ্য অনুসারে এক ব্যক্তির প্রতি ও আর এক ব্যক্তির প্রতি ভিন্ন।

আমি মনে করি, তুমি প্রার্থনার মনোভাব শুধু নয়, প্রার্থনার বিষয়বস্তুও পেয়েছ—আমার নির্দেশ অনুসারে নয় বটে, কিন্তু তাঁরই নির্দেশ অনুসারে যিনি প্রসন্ন হয়ে আমাদের সকলকে শিক্ষা দান করেছেন।

সুখময় জীবনের অন্বেষণ করা উচিত, তেমন জীবন লাভের জন্য প্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা দরকার। সুখময় বলতে কী বোঝায়, এবিষয়ে বহু লোক বহুপ্রকার ব্যাখ্যা দেয়; আমরা কিন্তু তত লোক ও তত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করব কেন? ঈশ্বরের শাস্ত্রে সংক্ষিপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী রূপে লেখা আছে, *সুখী সেই জাতি, প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর।* আমরা যেন এ জাতির মানুষ হতে পারি ও ঈশ্বরের দর্শন পেতে ও তাঁর সঙ্গে নিত্যজীবন যাপন করতে পারি, এসো, এ বচন মনে রাখি: *আদেশের লক্ষ্য হল এমন ভালবাসা, যা শুদ্ধহৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উদ্গত।* এ তিন সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে সদ্বিবেকের স্থানে আশা রাখা হয়েছে। সুতরাং বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা প্রার্থীকে ঈশ্বরের কাছে চালিত করে; বা অন্য কথায়, প্রভুর প্রার্থনায় প্রভুর কাছে যা যা যাচনা করা হয়, যে তা বিশ্বাস করে, প্রত্যাশা করে, বাসনা করে ও ধ্যান করে, ঈশ্বরের কাছে সে-ই চালিত হবে।

শ্লোক সাম ১০২:২,১৮; ১৩০:২

প্র ওগো প্রভু, আমার প্রার্থনা শোন, আমার এ চিৎকার তোমার কাছে যেতে পারে যেন:
উ তুমি তো অবহেলিত মানুষের প্রার্থনা অবজ্ঞা করো না।
প্র মনোযোগ দিয়ে কান পেতে শোন আমার এ মিনতির কণ্ঠ:
উ তুমি তো অবহেলিত মানুষের প্রার্থনা অবজ্ঞা করো না।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হো ১৩:১–১৪:১

শেষ দণ্ডাজ্ঞা

এফ্রাইম যখন কথা বলত, তখন ইস্রায়েলে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিত;
কিন্তু বায়াল-দেবের ব্যাপারে দোষী হওয়ায় সে মরল।
তবু তারা পাপ করে চলছে,
তাদের রুপো দিয়ে তারা ছাঁচে ঢালাই করা এমন প্রতিমা তৈরি করল,

যা তাদের নিজেদেরই পরিকল্পিত দেবমূর্তি:
সবগুলোই কারুশিল্পীর কাজমাত্র।
সেগুলোর বিষয়ে লোকে বলে: 'কেমন বলির উৎসর্গকারী মানুষ!
বাছুরগুলিকেই তারা চুম্বন করে!'
তাই তারা হবে সকালের মেঘের মত,
শিশিরের মত যা প্রত্যূষে উবে যায়,
তুষের মত যা খামার থেকে দূরে ফেলা হয়,
ধূমের মত যা জানালা থেকে চলে যায়।
অথচ আমিই মিশর দেশের সেই সময় থেকে
তোমার পরমেশ্বর প্রভু!
আমাকে ছাড়া তুমি আর কোন ঈশ্বরকে জানবে না,
আমি ব্যতীত ত্রাণকর্তা বলে আর কেউ নেই।
আমিই মরুপ্রান্তরে, সেই ভয়ঙ্কর তৃষ্ণার দেশে, তোমাকে যত্ন করেছি।
তাদের সেই চারণমাঠে তারা পরিতৃপ্ত হল,
আর পরিতৃপ্ত হলে তাদের হৃদয় গর্বিত হল,
এজন্যই তারা আমাকে ভুলে গেল।
তাই আমি তাদের পক্ষে সিংহের মত হব,
চিতাবাঘের মত পথের ধারে ওত পেতে থাকব,
শাবক-বঞ্চিতা ভালুকীর মত তাদের আক্রমণ করব,
তাদের হৃদয়ের পরদা ছিঁড়ে ফেলব,
আর সেখানে সিংহীর মত তাদের গ্রাস করব:
বন্যজন্তুই তাদের দীর্ণ-বিদীর্ণ করবে।
ইস্রায়েল, এই যে তোমার সর্বনাশ!
আমি ব্যতীত কেইবা তোমার পক্ষে সহায়করূপে দাঁড়াবে?
তোমার সেই রাজা কোথায়, সে যেন তোমাকে ত্রাণ করতে পারে?
তোমার সকল শহরে কোথায় তোমার নেতারা,
ও সেই গণশাসকেরা, যাদের বিষয়ে তুমি বলতে:
'আমাকে রাজা ও জনপ্রধান দাও?'
ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তোমাকে এক রাজা দিলাম,
এবং কুপিত হয়ে এখন তাকে ফিরিয়ে নিলাম।
এফ্রাইমের অপরাধ ভাল করে আটকে আছে,
তার পাপ গচ্ছিত রাখা আছে।
প্রসবিনী নারীর যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা তাকে ধরবে,
কিন্তু সে অবোধ সন্তান,
আসল সময়ে গর্ভের নির্গম-স্থানে উপস্থিত হয় না।
আমি কি পাতালের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করব?
মৃত্যু থেকে কি তাদের আবার মুক্ত করব?
হে মৃত্যু, কোথায় তোমার মহামারী?
হে পাতাল, কোথায় তোমার হত্যাকাণ্ড?
দয়া আমার চোখ থেকে লুক্কায়িত হবে।
এফ্রাইম তার ভাইদের মধ্যে সমৃদ্ধ হোক:

আসবেই সেই পুববাতাস,
প্রান্তর থেকে উঠে আসবেই প্রভুর ফুৎকার,
তা তার যত জলের উৎস শুষ্ক করবে,
তার যত ঝরনা শুকিয়ে দেবে,
তার ধনকোষের সমস্ত বহুমূল্য পাত্র কেড়ে নেবে।
সামারিয়া তার নিজের দণ্ড বহন করবে,
কারণ সে তার আপন পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।
তারা খড়্গের আঘাতে পড়বে,
তাদের শিশুদের আছড়িয়ে টুকরো টুকরো করা হবে,
বিদীর্ণ করা হবে গর্ভবতী যত নারীর উদর।

শ্লোক হো ১৩:৬,৯,৪

প্র তাদের সেই চারণমাঠে তারা পরিতৃপ্ত হল, আর পরিতৃপ্ত হলে তাদের হৃদয় গর্বিত হল, এজন্যই তারা আমাকে ভুলে গেল।

উ ইস্রায়েল, এই যে তোমার সর্বনাশ! আমি ব্যতীত কেইবা তোমার পক্ষে সহায়করূপে দাঁড়াবে?

প্র আমিই মিশর দেশের সেই সময় থেকে তোমার পরমেশ্বর প্রভু! আমাকে ছাড়া তুমি আর কোন ঈশ্বরকে জানবে না, আমি ব্যতীত ত্রাণকর্তা বলে আর কেউ নেই।

উ ইস্রায়েল, এই যে তোমার সর্বনাশ! আমি ব্যতীত কেইবা তোমার পক্ষে সহায়করূপে দাঁড়াবে?

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৩য় পুস্তক ১

আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা খ্রীষ্টে নিহিত

ধন্য নবী যেরেমিয়া সুসমাচারের জীবনধারণ ও ধর্মময়তা খ্রীষ্টেই দেখাতে গিয়ে সত্যাকাঙ্ক্ষীদের কাছে একথা বলতেন, *তোমরা পথে পথে দাঁড়িয়ে দেখ; অতীতকালের মার্গের কথা, উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রে সেই পথে চল। তবে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।*

বস্তুতপক্ষে পুণ্যবান নবীদের বাণী হল প্রভুর পথ, ও মোশীর বিধান হল খ্রীষ্ট সংক্রান্ত রহস্যগুলির এমন পূর্বপ্রচার যা কেমন যেন প্রতীক ও দৃষ্টান্তের আকারেই ব্যক্ত। তাই তেমন পথগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা সৎপথ তথা খ্রীষ্টীয় জীবনের আদেশ জানতে শিখি, ও সেই পথে অগ্রসর হতে হতে আমাদের প্রাণের প্রকৃত ও আত্মিক বিশ্রাম পাই। এজন্য একথা লেখা আছে যে, *ধার্মিকদের পথ সমতল* করা হয়েছে।

আর আসলে, আমরা যখন বিশ্বাস-বাণী ঘোষণা করে ধর্মময় হয়ে উঠি ও পুণ্য দীক্ষাস্নান দ্বারা অতিশয় ও পরিপূর্ণ রূপে শুচীকৃত হই, তখন কি সেই পথ সত্যিই সরল ও সমতল নয়? তবু ধার্মিকদের পথ অন্য প্রকারেও সমতল, কেননা শত্রুরা পরাজিত হলে, শয়তানের কর্তৃত্ব দূর করা হলে ও সমস্ত বাধা অতিক্রম করা হলে আর কীবা থাকতে পারে যা ভক্তদের রোধ করতে বা উদ্বিগ্ন করতে পারে?

তুমি কিন্তু এ কথাও বিবেচনা কর, ধার্মিকদের পথ একবার সমতল করা হলে কেমন করে প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলো বাতিল করা দরকার। কেননা তিনি এমনি বলেন না যে, প্রভুর পথ হল বিচার-পথ এবং এর ফলে বৃষের আহুতি, মেষের বলি বা আঙুররস ও ধূপের অর্ঘ্যেই সেই বিচার সিদ্ধ; তিনি বরং একথা বলেন যে, বিচার হল ধর্মময়তার নামান্তর। বিচার বলতে ধর্মময়তা বোঝানোই হল ঐশঅনুপ্রাণিত শাস্ত্রের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, যেমনটি ধন্য দাউদও বলেন, *রাজার মর্যাদা বিচার ভালবাসে*, অর্থাৎ কিনা রাজা ধর্মময়তা ভালবাসেন। যে রাজ্য ধর্মময়তা ভালবাসে, সেই সমস্ত রাজ্য ঈশ্বরের ও মানুষের দৃষ্টিতে সম্মানের যোগ্য। সুতরাং প্রভুর পথ হল বিচার-পথ, আর যারা এ সরল পথে পা বাড়ায়, তিনি তাদের আনন্দের মধ্যেই চালিত করেন, আর তারা বলে ওঠে, *আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু; তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।* হ্যাঁ, আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা সেই খ্রীষ্টেই নিহিত: আমরা নিত্যই তাঁর স্মৃতি পালন করি, তিনি সত্যিই আমাদের

প্রাণের অভিলাষ, কারণ তাঁর দ্বারাই আমরা পরিত্রাণ পাই।

শ্লোক সাম ৩১:২,৪

প্র প্রভু, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়, আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।
উ তোমার ধর্মময়তায় আমাকে রেহাই দিও।
প্র তুমিই তো আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ, তোমার নামের দোহাই আমাকে চালনা কর, দেখাও পথ।
উ তোমার ধর্মময়তায় আমাকে রেহাই দিও।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - এস্থার ৫:১-৫; ৭:২-১০

এস্থারের আয়োজিত ভোজ;
হামানের ফাঁসি

তৃতীয় দিনে, প্রার্থনা শেষে তিনি শোকের কাপড় ছেড়ে তাঁর পূর্ণ গৌরবে নিজেকে সজ্জিতা করলেন। সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠে তিনি সেই ঈশ্বরকে ডাকলেন, যিনি সকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন ও সকলের পরিত্রাণ সাধন করেন; তিনি দু'জন দাসীকে সঙ্গে নিলেন; একজনের উপর মধুর কোমলতার সঙ্গে ভর করছিলেন, অপর একজন তাঁর পিছু পিছু এসে তাঁর উত্তরীয় উচ্চ করে রাখছিল। তাঁর সৌন্দর্যের জ্যোতিতে তাঁর চেহারা গোলাপী দেখাচ্ছিল, তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দ ও প্রেম বিকিরণ করছিল, অথচ তাঁর হৃদয় ছিল ভয়ে অবরুদ্ধ। সকল রাজদ্বার একটার পর একটা পার হয়ে তিনি হঠাৎ রাজার সাক্ষাতে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা রাজাসনে আসীন ছিলেন, ছিলেন তাঁর সমস্ত রাজকীয় পোশাকে পরিবৃত, সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তায় উজ্জ্বল—একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য! তিনি মহিমাপূর্ণ মুখমণ্ডল উচ্চ করে রোষের আতিশয্যে তাঁর দিকে তাকালেন। রানী মূর্ছা গেলেন, তাঁর মুখের রঙ ফেকাশে হল, তাঁর মাথা তাঁর সঙ্গিনী দাসীর উপর পড়ল। কিন্তু ঈশ্বর রাজার মন কোমলতায় ফেরালেন, আর রাজা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে রাজাসন থেকে লাফ দিয়ে তাঁকে নিজের বাহুতে বরণ করলেন। এস্থারের জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁকে বরণ করে তিনি আশ্বাসজনক কথা বলতে থাকলেন; তিনি বললেন, 'এস্থার, ব্যাপারটা কী? আমি তোমার ভাই! সাহস ধর, তোমাকে মরতে হবে না; আমাদের আজ্ঞা শুধু জনসাধারণেরই জন্য। কাছে এসো!' সোনার রাজদণ্ড উচ্চ করে তা তাঁর গলায় রাখলেন, এবং তাঁকে চুম্বন করে বললেন, 'আমার সঙ্গে কথা বল!' এস্থার তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমার চোখে আপনাকে ঈশ্বরের এক দূতের মত দেখাচ্ছিল, আপনার গৌরবের সামনে আমার হৃদয় আলোড়িত হল। কেননা, প্রভু, আপনি অপরূপ, আপনার মুখমণ্ডল প্রসাদে পরিপূর্ণ।' কিন্তু একথা বলতে বলতে তিনি আবার মূর্ছা গেলেন; তাতে রাজা আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, আর তাঁর পরিষদেরা সকলে এস্থারকে উজ্জীবিত করতে চেষ্টা করতে লাগল।

রাজা তখন বললেন, 'এস্থার রানী, ব্যাপারটা কী? আমাকে বল, তোমার কী যাচনা? রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হলেও তা তোমাকে দেওয়া হবে।' এস্থার উত্তরে বললেন, 'মহারাজ এতে প্রীত হলে, তবে আমি আপনার জন্য যে ভোজের আয়োজন করেছি, মহারাজ ও হামান সেই ভোজে আসুন।' রাজা বললেন, 'হামানকে সঙ্গে সঙ্গে আসতে বল, যেন এস্থারের বাসনা পূর্ণ হয়।' তাই এস্থার যে ভোজের আয়োজন করেছিলেন, রাজা ও হামান সেই ভোজে গেলেন।

দ্বিতীয় দিনেও ভোজ শেষের দিকে রাজা এস্থারকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এস্থার রানী, আমাকে বল, তোমার কী অনুরোধ? আমি তা পূরণ করব। তোমার কী যাচনা? রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হলেও, তুমি ইচ্ছা করলে তা তোমার হবে।' এস্থার রানী উত্তরে বললেন, 'মহারাজ, আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, যদি মহারাজ ভাল মনে করেন, তবে আমার নিজের প্রাণ মঞ্জুর করা হোক—এ আমার অনুরোধ; এবং আমার আপন জাতির প্রাণকে রেহাই দেওয়া হোক—এ আমার যাচনা। কারণ আমি ও আমার স্বজাতি, সংহার, হত্যা ও বিনাশের উদ্দেশ্যেই এই আমাদের বিক্রি করা হয়েছে। কেবল দাস-দাসী হবার জন্যই আমাদের যদি বিক্রি করা হত, তবে আমি নীরব থাকতাম; কিন্তু এই পরিস্থিতিতে, মহারাজের যে ক্ষতি করা হচ্ছে, আমাদের নির্যাতকের

পক্ষে তার ক্ষতিপূরণ করার সাধ্য হবে না।' আহাসুয়েরোস রাজা সঙ্গে সঙ্গেই এস্থার রানীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যার অন্তর এমন মতলবে ভরা, সে কে? সে কোথায়?' এস্থার উত্তরে বললেন, 'সেই নির্যাতক? সেই শত্রু? সে তো এই দুর্জন হামান!' তখন হামান রাজার ও রানীর সামনে সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ল। রোষ-ভরা অন্তরে রাজা ভোজ ছেড়ে রাজপ্রাসাদের উদ্যানে চলে গেলেন; আর হামান এস্থার রানীর কাছে নিজের প্রাণ ভিক্ষার জন্য সেখানে দাঁড়াল, কেননা সে স্পষ্টই দেখল যে, রাজার পক্ষ থেকে তার বিনাশ অবধারিত।

রাজা প্রাসাদের উদ্যান থেকে ভোজ-কক্ষে ফিরে আসছেন, এমন সময় এস্থার যে আসনে বসে আছেন, হামান তার উপরে পড়ে রয়েছে; তখন রাজা বলে উঠলেন, 'এ কি! লোকটা আমার নিজের বাড়ির মধ্যে, আমার চোখের সামনেই কি রানীকে মানভ্রষ্টাও করবে?' রাজার মুখ থেকে এই কথা বেরিয়ে আসামাত্র হামানের মুখে একটা পরদা দেওয়া হল। রাজার উপস্থিতিতে হার্বোনা নামে একজন কঞ্চুকী বলল, 'ওই যে! সেই পঞ্চাশ হাত উচ্চ ফাঁসিকাঠও আছে; যা হামান সেই মোর্দেকাইয়ের জন্যই তৈরি করেছিল, যিনি একসময় মহারাজের বড় সুবিধার জন্য কথা বলেছিলেন; তা তার নিজের বাড়িতেই প্রস্তুত আছে।' রাজা বললেন, 'একে তাতে ঝুলিয়ে দাও!' ফলে হামান মোর্দেকাইয়ের জন্য যে ফাঁসিকাঠ তৈরি করেছিল, ঠিক তাতেই তাকে ঝুলানো হল; এবং রাজার ক্রোধ প্রশমিত হল।

শ্লোক এস্থার ১০:৩চ; ই:৪৮:২০

প্র ইস্রায়েল ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করল, এবং প্রভু তাঁর আপন জনগণের পরিত্রাণ সাধন করলেন আর এই সমস্ত অমঙ্গল থেকে আমাদের নিস্তার করলেন,

উ ঈশ্বর এমন চিহ্ন ও মহা অলৌকিক লক্ষণ দেখালেন, দেশগুলির মাঝে যার সমান কখনও দেখা দেয়নি।

প্র আনন্দোচ্ছ্বাসের কণ্ঠে একথা ঘোষণা কর: প্রভু তাঁর আপন দাস যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করেছেন,

উ ঈশ্বর এমন চিহ্ন ও মহা অলৌকিক লক্ষণ দেখালেন, দেশগুলির মাঝে যার সমান কখনও দেখা দেয়নি।

দ্বিতীয় পাঠ - প্রবার কাছে সাধু আগস্তিনের পত্র **১৩০শ পত্র ১৪:২৫-২৬**

কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না

তুমি হয় তো আমাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা কর, কেনই বা প্রেরিতদূত বলেছেন, *কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না!* আমরা নিশ্চয়ই এমন কথা ধরে নিতে পারব না যে, তিনি নিজে বা যাঁদের কাছে তিনি সেই কথা বলছিলেন, তাঁরাও প্রভুর প্রার্থনা জানতেন না। অথচ যিনি সম্ভবত উপযুক্ত ভাবে প্রার্থনা করতে পারতেন, সেই প্রেরিতদূতও নিজেকে তেমন অজ্ঞতা থেকে মুক্ত বলে দেখাননি: বস্তুত তিনি মহা মহা দর্শন লাভের ফলে যেন গর্ববোধ না করেন, যখন তাঁর দেহে একটা কাঁটা ঢোকানো হল ও শয়তানের একটা অপদূত তাঁকে চপেটাঘাত করছিল, তখন তিনি তেমন পরীক্ষা থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রভুর কাছে তিন বার প্রার্থনা করায় একথা প্রমাণিত হয় যে, কীবা প্রার্থনা করা উচিত, তিনিও তা জানতেন না। শেষে উত্তর দিয়ে ঈশ্বর বুঝিয়ে দিলেন, কেন তেমন পুণ্যবান মানুষ যা যাচনা করছিলেন তা পাচ্ছিলেন না, ও তা না পাওয়ার কারণ কী; ঈশ্বর বলেছিলেন, *আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট! আমার পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।*

সুতরাং এ সমস্ত যন্ত্রণা-জ্বালার মাঝে—এগুলো এমন যা উপকারী আবার অপকারী হতে পারে—কীবা প্রার্থনা করা উচিত, তা আমরা জানি না; কিন্তু, যেহেতু এ সমস্ত কিছু কঠোর, বিরক্তিকর ও আমাদের দুর্বলতার বিরোধী, সেজন্য সাধারণ একটা মানবীয় বাসনা অনুসারে আমরা প্রার্থনা করে থাকি যাতে সেই সবকিছু আমাদের কাছ থেকে দূর করে দেওয়া হয়। তবু আমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রতি এমন ভক্তি দেখানো উচিত, তিনি আমাদের কাছ থেকে সেই সব দূর করে না দিলেও আমরা যেন মনে না করি, তিনি আমাদের ভুলে গেছেন, বরং ভক্তিপূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে এমন মঙ্গলের প্রত্যাশা করব যা অমঙ্গলের চেয়ে মহান; কেননা এভাবেই *পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।* এ সকল কথা এ উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে, যাতে কেউ, যা যাচনা না করা ভাল, গভীর প্রত্যাশার সঙ্গে ঠিক তাই যাচনা ক'রে যখন সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পায়, তখন যেন গর্বে স্ফীত না হয়; আবার যেন ঈশ্বরের দয়া বিষয়ে নিরাশ না হয় যখন গভীর প্রত্যাশার সঙ্গে যা যাচনা করেছিল তা পায়নি—কেননা এমনটি হতে পারে যে, যে

মঙ্গলদান সে চাচ্ছিল, তাতে হয় তো তার মঙ্গল হত না বা তার সর্বনাশই ঘটত। তাই দেখা যাচ্ছে, এ সমস্ত বিষয়ে কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা জানি না।

অতএব, আমরা যা প্রার্থনা করেছি, তার বিপরীত ঘটলে আমরা তা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে ও সবকিছুতে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেদের নিশ্চিত করব যে, আমাদের ইচ্ছা যা চাচ্ছিল, তার চেয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা যা চাচ্ছিল তা-ই অধিক উচিত। ঠিক এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থ খ্রীষ্ট নিজেও আমাদের আদর্শ দিয়ে বলেছিলেন, *হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক*; কিন্তু মানবস্বরূপ অনুসারে তাঁর যে মানব-ইচ্ছা ছিল, তা রূপান্তরিত করে তিনি বলে চলেছিলেন, *তবু আমার যা ইচ্ছা তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা তা-ই হোক। এজন্যই একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে অনেকে ধর্মময় হয়ে উঠল।*

শ্লোক মথি ৭:৭,৮; সাম ১৪৫:১৮

প্র যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; যে যাচনা করে, সে পায়,
উ যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।
প্র যারা অন্তর দিয়ে তাঁকে ডাকে, প্রভু তার কাছে কাছে থাকেন।
উ যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হো ১৪:২-১০

মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান;
পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি

প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো;
কারণ তুমি তোমার নিজের শঠতায় হোঁচট খেয়েছ।
তোমাদের বক্তব্য প্রস্তুত করে প্রভুর কাছে ফিরে এসো;
তাঁকে বল: 'সমস্ত শঠতা দূর করে দাও;
যা ভাল, তাই গ্রহণ কর,
তবেই আমরা বৃষের চেয়ে আমাদের ওষ্ঠই তোমার কাছে নিবেদন করব।
আসিরিয়া আমাদের ত্রাণ করবে না,
আমরা ঘোড়ায় আর চড়ব না,
আমাদের আপন হাতের রচনাকে আর কখনও 'আমাদের ঈশ্বর' বলব না,
কারণ তোমারই কাছে পিতৃহীন স্নেহ পায়।'
আমি তাদের অবিশ্বস্ততা থেকে তাদের নিরাময় করব,
সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাদের ভালবাসব,
কারণ আমার ক্রোধ তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে।
আমি ইস্রায়েলের পক্ষে হব শিশিরের মত,
সে লিলিফুলের মত ফুটবে,
লেবাননের গাছের মত শিকড় গাড়বে,
তার পল্লব ছড়িয়ে পড়বে,
জলপাইগাছের মত হবে তার শোভা,
লেবাননের মত হবে তার সৌরভ।
তারা আমার ছায়ায় বাস করতে ফিরে আসবে,

শস্য সঞ্জীবিত করে তুলবে,
আঙুরখেত ফলপ্রসূ করবে,
তাদের আঙুররস লেবাননের আঙুররসের মত সুখ্যাত হবে।
দেবমূর্তির সঙ্গে এফ্রাইমের এখন আর কী সম্পর্ক?
আমিই তো সাড়া দিচ্ছি, আমিই তার উপর দৃষ্টি রাখছি;
আমি সতেজ দেবদারুগাছের মত,
আমার দোহাইতে যে তুমি ফলবান!
কে এমন প্রজ্ঞাবান যে এই সমস্ত কথা বুঝতে পারবে?
কে এমন সুবিবেচক যে এই সমস্ত কিছুর অর্থ জানতে পারবে?
কেননা প্রভুর সমস্ত পথ সরল,
ধার্মিকেরাই সেই সকল পথে চলে,
কিন্তু দুর্জনেরা সেই সমস্ত পথে হোঁচট খায়।

শ্লোক হো ১৪:৫; যোয়েল ৪:২১

প্র আমি তাদের অবিশ্বস্ততা থেকে তাদের নিরাময় করব, সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাদের ভালবাসব,
উ কারণ আমার ক্রোধ তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে।
প্র 'আমি তাদের রক্ত নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করি, হ্যাঁ, তা নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করি!' এবং প্রভু সিয়োনে বসবাস করবেন,
উ কারণ আমার ক্রোধ তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ থেওদরেতোস-লিখিত 'প্রভুর দেহধারণ' ২৬-২৭

আমি তাদের সঙ্কট থেকে তাদের মুক্ত করব

নিজের বিষয়ে যে যন্ত্রণা পূর্বকথিত হয়েছিল, যীশু স্বেচ্ছায় সেই যন্ত্রণার দিকে ধাবিত হন: তেমন যন্ত্রণার কথা তিনি শিষ্যদের কাছে বারবার পূর্ব ঘোষণা করেছিলেন, এমনকি পিতর যখন সেই কথা শুনে অসন্তোষ দেখিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁকে ভর্ৎসনাও করেছিলেন, এবং এ সত্য দেখিয়েছিলেন যে, সেই যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই জগতের পরিত্রাণ সাধিত হওয়ার কথা। এজন্য যারা তাঁকে ধরতে আসছিল, তিনি তাদের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন: *তোমরা যাকে খুঁজছ, আমিই সে!*

অভিযুক্ত হয়ে তিনি উত্তর দেন না; লুকিয়ে থাকতে পারলেও তিনি লুকিয়ে থাকলেন না যদিও অন্য সময়ে তারা তাঁকে ধরবার জন্য ওত পেতে থাকলে তিনি নিরাপদে চলে গেছিলেন। তাছাড়া তিনি যেরুসালেমের উপর কাঁদলেন—সেই যে যেরুসালেম নিজ অবিশ্বাস দ্বারা তাঁর মৃত্যু ঘটাচ্ছিল—, এবং যেরুসালেমের সেই বিখ্যাত মন্দিরকে সম্পূর্ণ বিনাশদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

নিতান্ত জঘন্য একটা লোক তাঁকে মাথায় আঘাত করবে, এও তিনি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করলেন। লোকে তাঁকে চপেটাঘাত করল, মুখে থুথু দিল, অপমান করল, নিপীড়ন করল, কশাঘাত করল এবং শেষে ক্রুশে দিল।

ক্রুশদণ্ডে তিনি সঙ্গী রূপে দস্যুদেরই গ্রহণ করলেন, একজন এক পাশে আর একজন অপর পাশে—তারা এমন দস্যু যারা খুনী ও ধূর্ত মানুষ বলে পরিগণিত ছিল। তিনি পিত্তি ও অমঙ্গলকর এক আঙুরলতা থেকে সির্কাও গ্রহণ করলেন, এবং আঙুরলতার শাখা বা আঙুরগুচ্ছের স্থানে কাঁটারই মুকুটে ভূষিত হলেন।

বেগুনি রঙের কাপড়ে সজ্জিত হয়ে তিনি তাচ্ছিল্যের রাজা হলেন, আর তারা একটা নল দ্বারা তাঁকে মারধর করল। তাঁর বুক বর্শার আঘাতে বিদীর্ণ হল। শেষে তাঁকে সমাধিমন্দিরে দেওয়া হল।

আমাদের পরিত্রাণের জন্যই তিনি এ সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে চাইলেন। কেননা যারা পাপ দ্বারা নিজেদের বশীভূত হতে দিয়েছিল, তারা সকলে পাপের দণ্ডের অধীন হয়েছিল; তিনি কিন্তু পাপমুক্ত হয়েও ন্যায্যতার গোটা পথ অতিবাহিত করার পর পাপীদের দণ্ডের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন, ও নিজ ক্রুশ দ্বারা প্রাচীন অভিশাপের

দলিলপত্র বিনষ্ট করলেন। এবিষয়ে পল বলেন, *খ্রীষ্টই মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন, কেননা লেখা আছে, যাকেই গাছে ঝুলানো হয়, সে অভিশপ্ত।* কাঁটার মুকুট গ্রহণ করায় তিনি আদমের দণ্ড শেষ করে দিলেন, সেই যে দণ্ড আদম পাপ করলে পর শুনেছিলেন: *তোমার কারণে ভূমি অভিশপ্ত: তা তোমার জন্য কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন করবে।* পিত্তি গ্রহণ করায় তিনি মরজীবনের যত তিক্ততা ও জ্বালা, ও সকল মানুষের দুঃখকষ্ট নিজের মধ্যে গ্রহণ করলেন। সির্কা পান করে তিনি মানুষদের বিকৃতির জন্য নিজেকেই দোষী করলেন, তাতে তারা শ্রেয়তর অবস্থা লাভ করতে পারল।

বেগুনি রঙের কাপড় তাঁর রাজ্যের প্রতীক, সেই নল দ্বারা দেখানো হয় শয়তানের শক্তি কত না দুর্বল ও অস্থায়ী; চপেটাঘাত আমাদের মুক্তির দিকে অঙুলি নির্দেশ করে—আমাদের যা প্রাপ্য, তিনি সেই দণ্ড, তিরস্কার ও আঘাত নিজের মাথায় তুলে নিলেন।

আদমের বুক থেকে সেই নারী উদ্ভূত হয়েছিলেন, যিনি নিজ পাপ দ্বারা মৃত্যু প্রসব করেছিলেন; কিন্তু নব আদম সেই খ্রীষ্টের বুক থেকে সেই জীবন-জল নির্গত হল যা দু'টো জলস্রোত দ্বারা জগৎকে সঞ্জীবিত করে থাকে: প্রথমটা দীক্ষাকুণ্ডে আমাদের নবীকৃত করে ও অমর জীবন দান করে; দ্বিতীয়টা আমাদের নবজন্মের পর ঐশভোজে আমাদের পরিপুষ্ট করে তোলে—ঠিক যেমন দুধ শিশুদের পরিপুষ্ট করে পূর্ণগঠিত করে।

শ্লোক ইসা ৫৩:৫; ১ পি ২:২৪

প্র তিনি আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন; আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল।

উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

প্র তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বারুক ১:১৪–২:৫; ৩:১-৮

অনুতপ্ত জনগণের মিনতি

আমরা এই যে পুস্তক তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, তা তোমাদের পাঠ করতেই হবে—প্রভুর গৃহে, প্রকাশ্যেই, পর্বটি উপলক্ষে ও উপযুক্ত দিনগুলিতে। তোমরা এই কথা বলবে: ধর্মময়তা আমাদের ঈশ্বর প্রভুরই; আমাদের রয়েছে শুধু মুখমণ্ডলে লজ্জা, যেমনটি আজ ঘটছে ইহুদীদের ও যেরুসালেম-বাসীদের বেলায়, আমাদের রাজাদের ও সমাজনেতাদের বেলায়, আমাদের যাজকদের, আমাদের নবীদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের বেলায়; কেননা আমরা প্রভুর সম্মুখে পাপ করেছি, তাঁর প্রতি অবাধ্য হয়েছি, এবং আমাদের সামনে প্রভু যে বিধিনিয়ম রেখেছিলেন, সেগুলির পথে চলার জন্য আমাদের ঈশ্বর প্রভু যে কণ্ঠস্বর শুনিয়েছিলেন, আমরা তাঁর সেই কণ্ঠস্বরে কান দিইনি। যে দিন থেকে প্রভু মিশর থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে এনেছিলেন, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে অবিশ্বস্ততা দেখাতে ক্ষান্ত হইনি, বরং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে অসম্মত হয়েছি। তাই আমরা আজও দেখতে পাচ্ছি, আমাদের উপরে কত অমঙ্গলই না নেমে পড়েছে; এবং প্রভু আমাদের কাছে দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশ মঞ্জুর করার জন্য যখন মিশর থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে এনেছিলেন, তখন তিনি তাঁর আপন দাস মোশীর মধ্য দিয়ে যে অভিশাপের হুমকি দিয়েছিলেন, তাও আমাদের উপর এসে পড়েছে। আমাদের ঈশ্বর প্রভু যে নবীদের আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, তাঁদের বাণীতে কান না দিয়ে আমরা তাঁর কণ্ঠস্বরেই কান দিইনি; বরং আমরা প্রত্যেকেই যে যার ধূর্ত হৃদয়ের গতি অনুসরণ করে বিজাতীয় দেবতাদের সেবা করেছি ও তা-ই করেছি, আমাদের ঈশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়।

এজন্য প্রভু আমাদের বিরুদ্ধে, ইস্রায়েলকে যারা শাসন করে আমাদের সেই বিচারকদের বিরুদ্ধে, আমাদের রাজাদের ও সমাজনেতাদের বিরুদ্ধে, এবং ইস্রায়েলের ও যুদার প্রতিটি মানুষের বিরুদ্ধে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা বাস্তবে ঘটালেন। তিনি যেরুসালেমে যা ঘটালেন, তা আকাশমণ্ডলের নিচে কোথাও কখনও ঘটেনি—ঠিক যেভাবে মোশীর বিধানে লেখা আছে; পর্যায়টা এমন যে, একজন তার নিজের ছেলের দেহমাংস, আর একজন তার নিজের মেয়ের দেহমাংস খেত। উপরন্তু, প্রভু আশেপাশের সকল রাজ্যের হাতে তাদের ছেড়ে দিলেন; যে জাতিগুলির মাঝে তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলেন, তাদের তিনি করলেন সেই সকল জাতির বিদ্রূপ ও বিতৃষ্ণার বস্তু। বিজয়ী হওয়ার চেয়ে তারা বরং হল অধীন, কারণ তাঁর কণ্ঠস্বরে কান না দেওয়ায় আমরা আমাদের ঈশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছিলাম।

হে সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, সঙ্কটাপন্ন এক প্রাণ, বিপদগ্রস্ত এক আত্মা তোমার কাছে চিৎকার করছে! শোন, প্রভু, এবং দয়া কর, কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। তুমি তো নিত্য সমাসীন, আর আমরা নিত্য মরণমুখী। হে সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, ইস্রায়েলের মৃতজনদের প্রার্থনা শোন, যারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছিল, তাদের সন্তানদের এই প্রার্থনা শোন; সেসময় তারা তো তাদের ঈশ্বর প্রভুর কণ্ঠস্বরে কান দেয়নি, তাই এখন এই সমস্ত অমঙ্গল আমাদের আঁকড়ে ধরে আছে। আমাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্মরণে রেখো না, এখন বরং স্মরণে রেখ তোমার প্রতাপ ও তোমার নাম; তুমিই তো আমাদের ঈশ্বর প্রভু, আর আমরা, হে প্রভু, তোমার প্রশংসাগান করব, কারণ তুমি এজন্যই আমাদের হৃদয়ে তোমার ভয় সঞ্চার করেছ, যেন আমরা তোমার নাম করতে প্রেরণা পাই। আমাদের এই নির্বাসনের দেশে আমরা তোমার প্রশংসাগান করব, কারণ আমাদের হৃদয় থেকে আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের সমস্ত শঠতা দূর করেছি, যারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছিল। দেখ, আজও আমরা নির্বাসিত ও বিক্ষিপ্ত; যারা আমাদের ঈশ্বর প্রভুকে ছেড়ে দূরে গেছিল, আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের সমস্ত শঠতার কারণে আমরা এখন বিদ্রূপ, অভিশাপ ও দণ্ডের বস্তু।

শ্লোক এফে ২:৪-৫; বারুক ২:১২ দ্রঃ

প্র হে অপার করুণাময় পরমেশ্বর, তুমি এমনই মহাপ্রেমে আমাদের ভালবেসেছ যে,
উ অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তুমি খ্রীষ্টের সঙ্গে সঞ্জীবিত করে তুলেছ।
প্র হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, আমরা পাপ করেছি; তোমার সকল আদেশ ভঙ্গ করেছি;
উ অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তুমি খ্রীষ্টের সঙ্গে সঞ্জীবিত করে তুলেছ।

দ্বিতীয় পাঠ - প্রবার কাছে সাধু আগস্তিনের পত্র **১৩০শ পত্র ১৪:২৭—১৫:২৮**

পবিত্র আত্মা আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন

যে কেউ প্রভুর কাছে একটা বিষয়ই মাত্র যাচনা করে ও সেটা মাত্র অন্বেষণ করে, তার সেই যাচনা নিশ্চিত ও নিরাপদ, আর তা পেয়ে সে এমন ভয় করে না যে, তাতে তার অমঙ্গল হবে; কিন্তু যথোচিত ভাবে প্রার্থনা করে সে অন্য যা কিছু পাবে, সেটা ছাড়া তাতে তার উপকার হবে না। সেই বিষয় হল একমাত্র ও সত্যকার জীবন, তথা একমাত্র ধন্য জীবন, আমরা যেন অমর হয়ে ও দেহে ও আত্মায় অক্ষয়শীল হয়ে প্রভুর মঙ্গলময়তা চিরকালের মত দেখতে পাই। এই একমাত্র বিষয় লাভের উদ্দেশ্যেই বাকি সমস্ত কিছুর অন্বেষণ করা হয় ও যথোচিত ভাবে আকাঙ্ক্ষা করা হয়। যে কেউ এ জীবন পাবে, বাকি যা কিছু চাইবে তাও পাবে, এবং তেমন জীবনে অবস্থান করে সে এমন কিছু বাসনা করতে পারবে না, যা অনুচিত।

এ জীবনেই রয়েছে জীবন-জলের উৎস, আর যতদিন আমরা প্রত্যাশায় জীবনযাপন করি ও তাঁর পক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে যা দেখতে প্রত্যাশা করি যতদিন তা দেখতে না পাই, ততদিন প্রার্থনাকালে তেমন জলের জন্যই আমাদের পিপাসিত হওয়া উচিত। আপাতত তাঁর সামনে আমাদের সমস্ত বাসনা উপস্থিত করে থাকি, যেন তাঁর গৃহের প্রাচুর্যে মত্ত হতে পারি ও তাঁর অমৃতধারায় আমাদের তৃষ্ণা মেটাতে পারি, কারণ তাঁরই কাছে রয়েছে জীবনের উৎস, ও তাঁর আলোতেই আমরা দেখি আলো। তাই যখন আমাদের বাসনা তাঁর মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত হবে, তখন এমন কিছু বাকি থাকবে না, যা চোখের জল ফেলে যাচনা করতে হবে, বরং যা পেয়েছি তা আনন্দের

সঙ্গেই ভোগ করব।

তথাপি, যেহেতু এ শান্তি এমন, যা আমাদের বোধের অতীত, সেজন্য প্রার্থনাকালেও তেমন শান্তি যাচনা করে আমরা কীবা প্রার্থনা করা উচিত তা জানি না; কেননা তার নিজের স্বরূপ অনুসারে যা ভাবতেও পারি না, তা অবশ্যই জানতেও পারি না। ভাবার সময়ে যা কিছু আমাদের মনের সামনে এসে উপস্থিত হয়, আমরা যখন জানি যে সেই সব আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু নয়, তখন আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রকৃত চেহারা না জানলেও আমরা সেই সবই দূর করে দিই, প্রত্যাখ্যান করি, অবজ্ঞাও করি।

তাই আমাদের মধ্যে এমন গুণ রয়েছে যা আমি 'অভিজ্ঞ অজ্ঞতা' বলে অভিহিত করব, কিন্তু তেমন অজ্ঞতা সেই পবিত্র আত্মায় অভিজ্ঞ, যিনি আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সহায়তা দান করেন। কেননা প্রেরিতদূত যখন বলেন, *আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি,* তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন, *একই প্রকারে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন। আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী, যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ রাখেন।*

আমরা কিন্তু যেন ভুল বুঝে মনে না করি যে, পরমত্রিত্বে যিনি অপরিবর্তনশীল ঈশ্বর, ও পিতা ও পুত্রের সঙ্গে একেশ্বর, তিনি ঠিক যেন এমন একজন যিনি ঈশ্বর যা, তিনি তা নন, সেইভাবে পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ রাখেন। আসলে একথা লেখা আছে, *তিনি পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ রাখেন,* কারণ তিনি পবিত্রজন সকলকে প্রার্থনায় উদ্দীপিত করেন, যেমনটি লেখা আছে, *তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের পরীক্ষা করেন, কারণ জানতে চান তোমরা তাঁকে ভালবাস কিনা,* অর্থাৎ তিনি এমনটি করেন তোমরাই যেন বুঝতে পার তাঁকে ভালবাস কিনা।

তাই পবিত্র আত্মা অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে পবিত্রজন সকলকে প্রার্থনায় উদ্দীপিত করেন, তাঁদের অন্তরে এমন মহাবিষয়ের বাসনা সঞ্চার করেন, যে মহাবিষয় এখনও অজানা হলেও তবু আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রত্যাশায় থাকি। বাস্তবিকই, বাসনার বস্তু যখন আমাদের কাছে অজানা, তখন কেমন করে তা বর্ণনা করতে পারি? কেননা তা যদি আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপেই অজানা থাকত, তবে তা বাসনাও করতে পারতাম না; অন্য দিকে যদি তা দেখতে পেতাম, তবে আর্তনাদ করে তা যাচনা করতাম না।

শ্লোক রো ৮:২৬; জাখা ১২:৯,১০

প্র কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না;
উ স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।
প্র প্রভুর উক্তি: সেদিন আমি দাউদকুলের উপর ও যেরুসালেমের অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ ও মিনতির আত্মা বর্ষণ করব:
উ স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ১৫:১-৫,৩২-৩৫; ১৬:১-৮

যুদা-রাজ আজারিয়া, যোথাম ও আহাজ

ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সপ্তবিংশ বর্ষে যুদা-রাজ আমাজিয়ার সন্তান আজারিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন; তিনি ষোল বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে বাহান্ন বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেখোলিয়া, তিনি যেরুসালেম-নিবাসিনী। আজারিয়া প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন, তাঁর পিতা

আমাজিয়া যেমন কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে। তথাপি উচ্চস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত ও ধূপ জ্বালাত। প্রভু রাজাকে আঘাত করলেন, আর রাজা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তীব্র চর্মরোগে আক্রান্ত হলেন; তিনি আলাদা একটা ঘরে বাস করতেন। রাজার সন্তান যোথাম প্রাসাদ পরিচালনা করতেন ও দেশের লোকদের শাসন করতেন।

রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকার দ্বিতীয় বর্ষে উজ্জিয়ার সন্তান যোথাম রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেরুসা, তিনি সাদোকের কন্যা। যোথাম প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন; তাঁর আপন পিতা উজ্জিয়া যেমন কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে। তথাপি উচ্চস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত ও ধূপ জ্বালাত। তিনি প্রভুর গৃহের উচ্চতর দ্বার গাঁথলেন।

রেমালিয়ার সন্তান পেকার সপ্তদশ বর্ষে যুদা-রাজ যোথামের সন্তান আহাজ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। আহাজ কুড়ি বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন; তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের মত তাঁর আপন পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন না। না, তিনি ইস্রায়েল-রাজাদের পথে চললেন, এমনকি, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তাদের জঘন্য প্রথা অনুসারে তিনি নিজের ছেলেকেও আগুনের মধ্য দিয়ে পার হতে বাধ্য করলেন। তাছাড়া তিনি নানা উচ্চস্থানগুলিতে, নানা পাহাড়ের উপরে ও প্রতিটি সবুজ গাছের তলায় বলি উৎসর্গ করতেন ও ধূপ জ্বালাতেন।

সেসময়েই আরাম-রাজ রেজিন ও রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকা যেরুসালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন; তাঁরা যেরুসালেম অবরোধ করলেন, কিন্তু তা জয় করতে পারলেন না। কিন্তু এদোমের রাজা এদোমের জন্য এলাৎ পুনর্জয় করলেন; তিনি সেখান থেকে ইহুদীদের তাড়িয়ে দিলেন, আর এদোমীয়েরা তা দখল করে সেখানে বসতি করল—আজ পর্যন্ত। আহাজ আসিরিয়া-রাজ তিগ্লাৎ-পিলেজারের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, 'আমি আপনার দাস ও আপনার সন্তান। আপনি এসে আরাম-রাজের হাত থেকে ও ইস্রায়েলের রাজার হাত থেকে আমাকে ত্রাণ করুন, তারা যে আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।'

শ্লোক প্রজ্ঞা ৬:১,২১; প্রবচন ১:৭

প্র শোন, রাজারা, বুঝতে চেষ্টা কর; সারা পৃথিবীর অধিপতিরা, উদ্বুদ্ধ হও।
উ হে জাতিগুলির রাজনেতারা, প্রজ্ঞাকে সম্মান কর।
প্র প্রভুভয়ই সদ্‌জ্ঞানের সূত্রপাত।
উ হে জাতিগুলির রাজনেতারা, প্রজ্ঞাকে সম্মান কর।

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি **প্রভুর আগমন, উপদেশ**

সমগ্র পৃথিবী প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ

যে বছর উজ্জিয়া রাজার মৃত্যু হয়, সেই বছরে আমি দেখতে পেলাম, উচ্চ ও উন্নত এক সিংহাসনে প্রভু সমাসীন। সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ। আহা, আকাঙ্ক্ষিত কাল; আহা, প্রসন্নতার কাল! এমন কাল, যা প্রত্যেক পুণ্যজন প্রতিদিন প্রার্থনাকালে বাসনা করে বলে, *তোমার রাজ্যের আগমন হোক; তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক।* সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ। আমি এ পৃথিবী দেখতে পাচ্ছি, তার উপর তো পা বাড়িয়ে আছি; এ পৃথিবী অনুভব করছি—আমি তো এ পৃথিবী: পৃথিবী দুটোতে শ্রম রয়েছে, রয়েছে হাহাকার, ঈশ্বরের গৌরবের চেয়ে ক্রোধই রয়েছে। এসংসারের অধিপতি এখনও অবিশ্বাস-সন্তানদের মধ্যে রাজত্ব করছে; সে প্রতিদিন বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, আর পুণ্যজনদের মধ্যে প্রায়ই এমন কেউ নেই, যে তার উত্তেজনা অনুভব করে না। অথচ সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ। বস্তুত আমি জানি, এই যে পৃথিবীর উপর আমি পা বাড়িয়ে আছি, একদিন তা ক্ষয়শীলতার দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে, নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী হবে, ও যিনি একদিন সিংহাসনে বসবেন তিনি বলবেন, *দেখ, আমি সমস্ত কিছু নতুন করে তুলছি।* কিন্তু এ পৃথিবী যা আমি বহন করছি, তাও হবে ঈশ্বরের গৌরবে পরিপূর্ণ। আদমে যে পৃথিবী অভিশপ্ত হয়েছিল, আজকের মত তা

আমার জন্য কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন করে: পৃথিবী অসুস্থ ও পীড়িত, ধীর ও ভারী, বহু উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগে আক্রান্ত, বহু রোগে নিমজ্জিত। তবু *প্রাণ আমার, কেন অবসন্ন তুমি? তুমি কেন আমার মধ্যে গর্জন কর?* সমগ্র পৃথিবীই তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হবে!

কিন্তু এ সমস্ত কিছু কবে ঘটবে? তিনি যখন উচ্চ সেই সিংহাসনে বসে *আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন,* ও পর্বতের উপরে যে গৌরব রূপান্তরিত প্রভুর মুখে দেখা দিয়েছিল সেই গৌরব পুনরুত্থানের পরে সনাতন অমরত্বে গৃহীত হয়ে এই পৃথিবীতে দেখা দেবে, তখন আমরা *এক নতুন সঙ্গীত* গান করব, ও *ধার্মিকদের তাঁবুতে তাঁবুতে আনন্দচিৎকার ও জয়ধ্বনি* ধ্বনিত হবে: *দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে, বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে, মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে।*

তবেই আমরা জানতে পারব সেই রূপান্তর কেমন; এখন কিন্তু আমাদের দেহ মরণশীল, এমনকি মৃত, যেভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *পাপের কারণে আমাদের দেহ মৃত।* তাই আমাদের দেহ এখন মরা, অশুচি, অসুস্থ, জঘন্য, নশ্বর; কিন্তু একদিন এ দেহ সেই প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হবে, যিনি আমাদের মরা মাংস সঞ্জীবিত করবেন, আমাদের অশুচি মাংস শুচীকৃত করবেন, আমাদের অসুস্থ মাংস নিরাময় করবেন, ও নশ্বর এ মাংস অবিনশ্বর করে তুলবেন। প্রশ্ন করি: দেহের ভাবী সুখ যখন তেমন মহান, তখন আত্মার আনন্দ কেমন হবে?

সৃষ্টজীবের মধ্যে স্রষ্টাকে দর্শন, স্রষ্টার মধ্যে স্রষ্টাকে ভালবাসা, স্রষ্টার মধ্যে ও সৃষ্টজীবেরও মধ্যে স্রষ্টার প্রশংসা—এ হবে আমাদের আনন্দের কারণ। *মন্দির তাঁর বসনের প্রান্তভাগে পরিপূর্ণ ছিল।* কোন্ মন্দির? প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে: *পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির!* যদিও আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের দেহও ঈশ্বরের মন্দির, তবু আত্মাই বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের মন্দির—এ তো সেই মন্দির, যেখানে বর্তমান জীবন অতিবাহিত হতে হতে আমরা ঈশ্বরের কাছে সেই বলি উৎসর্গ করি যা তিনি অবজ্ঞা করেন না, তথা আমাদের ভগ্নচূর্ণ হৃদয়। এ তো সেই মন্দির, যেখানে এ দেহের ক্ষয়শীলতা শেষ হলে ও আমরা সনাতন জ্যোতির রাজ্যে স্থানান্তরিত হলে ও ঈশ্বর আমাদের সমস্ত অশ্রুজল মুছিয়ে দিলে আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে সেই স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করব যে স্তুতি-যজ্ঞের বিষয়ে ইসাইয়ার মুখ দিয়ে তিনি নিজে বলেছিলেন, *স্তুতি-যজ্ঞ, সেই তো আমার প্রতি সম্মান।* প্রভু, এ বর্তমানকালে আমাদের অনুতাপের বলি তোমাকে প্রসন্ন করুক, যাতে তুমি যখন উচ্চ সেই সিংহাসনে বসবে, তখন স্তুতি-যজ্ঞই তোমার প্রতি সম্মান।

শ্লোক সাম ৭২:১৮,১৯

প্র ধন্য প্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তিনিই আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক।
উ ধন্য তাঁর গৌরবময় নাম চিরকাল!
প্র সমস্ত পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হোক। আমেন, আমেন।
উ ধন্য তাঁর গৌরবময় নাম চিরকাল!

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - বারুক ৩:৯-১৫,২৪–৪:৪

ইস্রায়েলের পরিত্রাণ প্রজ্ঞাতেই বিরাজিত

শোন, ইস্রায়েল, জীবনের আজ্ঞাবলি,
কান পেতে শোন, যেন বুঝতে পার, সদ্বিবেচনা কী।
কেন, ইস্রায়েল, কেন তুমি শত্রুদেশে আছ,
কেন বৃদ্ধ হচ্ছ ভিনদেশের বুকে?
কেন মৃতদের সঙ্গে তোমার এই কলুষ,
কেনই বা তুমি তাদের মধ্যে পরিগণিত, যারা পাতালে নেমে যায়?
কারণ তুমি তা-ই পরিত্যাগ করেছ, যা প্রজ্ঞার উৎস!
তুমি যদি ঈশ্বরের পথে চলতে,

তবে চিরকালের মতই শান্তিতে জীবনযাপন করতে।
শিখে নাও সদ্বিবেচনা কোথায়,
কোথায় শক্তি, কোথায় সুবুদ্ধি,
যেন এও জানতে পার : কোথায় দীর্ঘায়ু ও জীবন,
কোথায় চোখের আলো ও শান্তি।
কিন্তু কেইবা আবিষ্কার করেছে কোথায় প্রজ্ঞার আবাস?
কে প্রবেশ করেছে তার গুপ্তধনাধারে?
কেইবা স্বর্গে আরোহণ করে প্রজ্ঞাকে কেড়ে নিল
ও মেঘলোক থেকে তাকে নামিয়ে আনল?
কে সাগর পার হয়ে তার সন্ধান পেল
ও খাঁটি সোনার বিনিময়ে তাকে নিয়ে নিল?
না, কেউ জানতে পারে না তার কাছে যাওয়ার রাস্তা,
কেউই বুঝতে পারে না তার যাতায়াতের পথ।
কিন্তু সর্বজ্ঞ যিনি, তাকে জানেন যিনি,
নিজের সুবুদ্ধি দ্বারা তাকে তলিয়ে দেখলেন যিনি,
চিরকালের জন্য যিনি পৃথিবী প্রস্তুত করলেন,
ও চতুষ্পদ জীবজন্তুতে তা পরিপূর্ণ করলেন;
যিনি আলো প্রেরণ করলেই আলো এগিয়ে যায়,
তা ফিরিয়ে ডাকলেই আলো সকম্পে বাধ্য হয়,
—নিজ নিজ প্রহরা-স্থান থেকে হয় তারানক্ষত্রের উদ্ভাস,
সবগুলিই আনন্দিত—
যিনি ডাকলে তারা উত্তর দেয় : 'এই যে আমরা!'
সেই যে নির্মাতার জন্য তারা সানন্দে উদ্ভাসিত,
তিনিই আমাদের ঈশ্বর,
তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না;
তিনিই সদ্‌জ্ঞানের সমস্ত পথ অনাবৃত করলেন,
ও তাঁর আপন দাস যাকোবকে,
তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান করলেন।
এরপর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হল,
ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটাল।
প্রজ্ঞাই ঈশ্বরের বিধিনিয়ম-পুস্তক,
প্রজ্ঞাই যুগযুগস্থায়ী বিধান;
যারা তাকে আঁকড়ে থাকে, তারা জীবন পাবে,
যারা তাকে ত্যাগ করে, তাদের মৃত্যু হবে।
ফিরে এসো, যাকোব, তাকে গ্রহণ করে নাও,
তার আলোর প্রভায় পথ চল;
যা তোমার আপন গৌরব, তা অন্যকে দিয়ো না,
যা তোমার আপন অধিকার, তাও পরজাতীয় মানুষকে নয়।
হে ইস্রায়েল, আমরাই সুখী,
কারণ ঈশ্বরের যা গ্রহণীয়, তা আমাদের কাছে প্রকাশিত হল।

শ্লোক রো ১১:৩৩; বারুক ৩:৩২,৩৭

প্র আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান!

উ কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।

প্র সর্বজ্ঞ যিনি, প্রজ্ঞাকে জানেন যিনি, তিনি তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান করলেন।

উ কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **৩:১৯-২১**

আমরা ছায়াতেই ঈশ্বরের বাণী সংরক্ষণ করি

এসংসারে আমরা ছায়াতে জীবনযাপন করি বিধায় ছায়াতেই ঈশ্বরের বাণী সংরক্ষণ করি। আমি একটা উদাহরণ দেব: আগে যেমন ভাবী বিষয়ের ছায়াস্বরূপ সেই অমাবস্যা ও সাব্বাৎ পালন করে বিধানের ছায়াতে ছিলাম, তেমনি এখন সুসমাচার অনুযায়ী জীবন যাপন করে ঈশ্বরের বাণীর ছায়ার অনুসরণ করি। নাথানায়েলকে সেই শিষ্য একটা ডুমুরগাছের ছায়াতে পেয়েছিলেন; দাউদ বলেন, তিনি প্রভু যীশুর পক্ষ-ছায়াতে ভরসা রাখেন; ও জাখেয় খ্রীষ্টকে দেখবার জন্য সেই গাছে ওঠেন।

আমাদের বেলায়ও যীশু নিজের ছায়াতে সমগ্র জগৎকে আবৃত করার জন্য হাত দু'টো প্রসারিত করেন। এমনকি, আমরা যখন তাঁর ক্রুশের পরদায় সংরক্ষিত, তখন কেমন করে ভাবতে পারি, ছায়াতে থাকছি না? যখন সেই ক্রুশবিদ্ধ সংসারের অধর্ম থেকে ও দেহ-লালসা থেকে আমাদের রক্ষা করেন, তখন কেমন করে ভাবতে পারি, আমরা ছায়াতে থাকছি না?

আমরা একথা জানি যে, ঈশ্বরের বাণী যখন এ জগতে এসেছিলেন, তখন তিনি যেরূপে আদিতে ঈশ্বরের কাছে বাণী ছিলেন, সেরূপে আসেননি, *কিন্তু নিজেকে অবনমিত করে দাসের স্বরূপ ধারণ করলেন।* তিনি হালকা একটি মেঘে এসেছিলেন, ও তিনি নিজেই *পরাৎপরের পরাক্রম* হওয়ায় মারীয়ার উপরে নিজ ছায়া বিস্তার করেছিলেন যেন *আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করেন।* সুতরাং, কুমারী থেকে জন্ম নিয়ে ঐশবাণী যেমন অন্য স্বরূপ গ্রহণ করলেন, তেমনি আমরা যখন সেই বাণী সুসমাচারে পাঠ করি, তখন সেই বাণী আমাদের জন্য রূপান্তরিত বলে প্রতীয়মান। বস্তুতপক্ষে সেই বাণীগুলোর দৃশ্যটি শাস্ত্রে ঠিক যেন দর্পণেই দেখা যায়, কারণ এ নিম্নলোকে আমাদের পক্ষে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

প্রেরিতদূত একথা বললেন, *তিনি তো অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তিনি তো নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত, কারণ স্বর্গলোকে ও পৃথিবীতে দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে। সমস্ত সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য ক'রে।* তাই যে বাণী প্রত্যেকের মধ্যে সক্রিয়, সেই বাণী এক, আর যেহেতু সে বাণী প্রত্যেকের মধ্যে সক্রিয় সেজন্য সকলের মধ্যেও সম্পূর্ণরূপে সক্রিয়। যে অনন্য বাণী পিতার কাছে ছিলেন, সেই বাণী সমস্ত কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হলেন, কারণ *আমরা সকলেই তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি।* অতএব, তুমি যদি সেই বাণীতে প্রত্যেকটা সৃষ্টবস্তুর কথা ধর, তাহলে দেখতে পাবে যে, আমাদের ধারণ-ক্ষমতা অনুসারে আমরা যাঁর সহভাগী, সেই বাণী প্রত্যেকটা বস্তুর মধ্যে একটামাত্র। আমার মধ্যে সেই বাণী মানবীয়, আর একজনের মধ্যে দিব্য, আবার বহুজনের মধ্যে স্বর্গদূতদের বাণীরই মত; তাছাড়া তারাও রয়েছে যাদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ববৃন্দের বাণী আছে; উপরন্তু ধর্মময়তা, শুচিতা, সদ্বিবেচনা, ভক্তি ও পরাক্রমেরও বাণী রয়েছে। তাই একটামাত্র বাণীর মধ্যে বহু বাণী উপস্থিত, আর এ বহু বাণী এক। তেমন ধারণা তত কঠিন নয়, বিশেষভাবে আমরা যদি মনে রাখি যে, প্রজ্ঞার আত্মা সবকিছু সাধন করতে পারেন। অতএব, যে বাণী আমাদের ধারণ-ক্ষমতা ও তাঁর নিজের প্রসন্নতা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনের মধ্যে নিজেকে বিভক্ত করেন, সেই বাণী যখন এক, তখন একজনের কাছে প্রৈরিতিক বাণী, অন্যদের কাছে নবীয় বাণী, আবার অন্যদের কাছে স্বর্গদূতের বাণী ও অন্যদের কাছে অলৌকিক কাজ সাধনকারী বাণী দেওয়া হবে, তেমন ব্যাপারে যে কঠিন কিছু থাকতে পারে, তা আমি দেখি না। সুতরাং, যে বাণী সমস্ত বাণীর সূচনা, সেই বাণীকে আমি ঠিক যেন দর্পণেই দেখতে পাই, ফলে আমি ঈশ্বরের সকল বাণী সংরক্ষণ করতে পারি না; কিন্তু যখন অনাবৃত মুখে তাঁর গৌরবের দর্শন পেতে পারব, তখন আমি সত্যিই জীবিত হব, ও ঈশ্বরের জীবনে জীবিত হয়ে তাঁর বাণীগুলোও সংরক্ষণ করব।

শ্লোক যেরে ১৫:১৬; সাম ১১৯:৯৯

℣ তোমার বাণীগুলো পেলেই আমি তা গিলে ফেলতাম,

℟ তোমার বাণীগুলো ছিল আমার পুলক, আমার মনের আনন্দ।

℣ আমার শিক্ষাগুরুদের চেয়েও আমি সুবিবেচক, তোমার নির্দেশমালাই যে আমার ধ্যান।

℟ তোমার বাণীগুলো ছিল আমার পুলক, আমার মনের আনন্দ।